আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।" '

[রাসূলের চোখে দুনিয়া, হাদীস নং ১৪৬]

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তারপর হিফযুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী তিনি। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের কালজয়ী গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে তিনি ফ্রেন্স, জার্মান এবং ল্যাটিন ভাষা শিক্ষায় নিরত। তার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : *রাসূলের চোখে দুনিয়া, সীরাতুন নবি ﷺ-১, ২, ৩, জীবিকার খোঁজে, মৃত্যু থেকে কিয়ামাত, আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া।*

এ ছাড়াও কুরআনের বাংলা অনুবাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, নবি ﷺ থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের অনুবাদ নিয়ে *হাদীস সমগ্র* , বিশদ ব্যাখ্যা ও বিপুল পরিমাণ আয়াত-হাদীস-প্রাচীন আরবি কবিতার উদাহরণ-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ *আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান* এবং সীরাতের ক্রমধারা অনুযায়ী একটি বৃহদায়তন তাফসীর-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তার কাজে বারাকাহ দান করুন। আমীন।

মাকতাবাতুল বায়ান

'কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ ১ রাসূলের চোখে দুনিয়া

বায়ান

'কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ

রাসূলের চোখে দুনিয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀

অনুবাদ: শায়খ জিয়াউর রহমান মুন্সী

বায়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

রাসূলের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

১

রাসূলের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

md. Shafiul Alam

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ.)

অনুবাদ :

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

রাসূলের চোখে দুনিয়া

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-34-2649

প্রকাশকাল

তৃতীয় সংস্করণ :
১ জুলাই ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ :
১৩ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
প্রথম সংস্করণ :
২৮ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক
• রকমারি.কম • ওয়াফি লাইফ

মূল্য : ২৭৫ [দুই শ পঁচাত্তর] টাকা মাত্র।

মাকতাবাতুল বায়ান
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Rasuler Chokhe Duniya (The World through the Eyes of the Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad ibn hambal translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 3rd Edition in 2019.

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে গ্রীষ্মের একদিন এক বৃক্ষ-ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।"

[*রাসূলের চোখে দুনিয়া*, হাদীস নং ৩৪, ৬৪ ও ৭২]

(ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটি মৃত ভেড়া দেখিয়ে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا

"ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।"

[প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯]

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ৯
দ্বিতীয় সংস্করণের কথা ১৩
তৃতীয় সংস্করণের কথা ১৫
লেখক পরিচিতি... ১৭
বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ ১৯
রাসূলের চোখে দুনিয়া ২০
মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া ২১
আদম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১১১
নূহ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১১৭
ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১২১
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া............................... ১২৯
আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৩৩
ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৩৯
মূসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৪৩
দাউদ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৫৯
সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৭৩
ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া ১৮০

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দুনিয়া এক রহস্য-ঘেরা জায়গা! এখানে মানুষ আসে। শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। কোত্থেকে এলো, কেন এলো, কোথায় গেলো—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষের মনে বারবার উঁকি দেয়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার মোহ ও সুখ-ভোগের নেশার নিচে চাপা পড়ে থাকে।

দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কেন এখানে আসে, আবার কেনই বা এখান থেকে চলে যায়? এখানে তার করণীয় কী? দুনিয়ার কতোটুকু অংশ গ্রহণীয়, আর কতোটুকু বর্জনীয়?—এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের সূচনালগ্ন থেকেই নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কতিপয় দার্শনিকও নানাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে, অধিবিদ্যা (metaphysics)-এর এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের একমাত্র ভিত্তি হলো 'আন্দাজ-অনুমান (speculation)'। বিপরীত দিকে, নবি-রাসূলদের জবাবের ভিত্তি হলো ওহি—নির্ভুলতম জ্ঞান।

দুনিয়া সম্পর্কে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী—তা নিয়ে হিজরি দ্বিতীয় শতকের খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম *কিতাবুয যুহদ*। 'যুহদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দুনিয়া-বিরাগ'। গ্রন্থটির নবি-রাসূল অংশে তিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ুব, ইউনুস, মূসা, দাঊদ, সুলাইমান, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবি-রাসূলের দুনিয়া-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রেখে বাংলা অনুবাদে এ

অংশের নাম দেওয়া হয়েছে *রাসূলের চোখে দুনিয়া।* ইন শা আল্লাহ, আমরা অচিরেই কিতাবুয যুহ্‌দ-এর বাদবাকি অংশ যথাক্রমে *সাহাবিদের চোখে দুনিয়া* ও *তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া* শিরোনামে প্রকাশ করবো।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ যুহ্‌দ বা দুনিয়া-বিরাগ-এর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে এসব গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, *'যুহ্‌দ-এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ইমাম আহমাদ-এর লিখিত গ্রন্থটি সর্বোত্তম।'*

ড. মুহাম্মাদ জালাল শারাফ আরবের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পাদনা করে ১৯৮১ সালে গ্রন্থটিকে *কিতাবুয যুহ্‌দ* শিরোনামে বৈরুতের *দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ* থেকে প্রকাশ করেন। এর দু-বছর পর ১৯৮৩ সালে বৈরুতের আরেক প্রকাশনা সংস্থা *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ* গ্রন্থটিকে *আয-যুহ্‌দ* শিরোনামে প্রকাশ করে। *রাসূলের চোখে দুনিয়া* প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মূলত *দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ* সংস্করণটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোথাও পাঠগত অস্পষ্টতা দেখা দিলে, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ* সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। *'রাসূলের চোখে দুনিয়া'* অংশে মূসা (আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার একটি বিবরণ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ বর্ণনার বেশিরভাগ অংশই নেওয়া হয়েছে ইসরাঈলিয়াত থেকে; তেমনিভাবে দাউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি জঘন্য মনগড়া গল্পবিশেষ অনুবাদ করা হয়নি, কারণ মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের মতে তা হলো কতিপয় বিকৃতরুচি ইয়াহূদি কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা গল্পের অংশবিশেষ। তাছাড়া নাহ্‌দা সংস্করণে লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর যুহ্‌দ নিয়ে আলোচনা থাকলেও, তাঁর নুবুওয়াতের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকায় আমাদের অনুবাদগ্রন্থে এ অংশটি রাখা হয়নি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাবুয যুহ্‌দ গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করে গিয়েছেন, হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দেননি। পাঠকদের পাঠ ও উদ্ধৃতির সুবিধার্থে আমরা বাংলা অনুবাদে হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দিয়েছি। শিরোনাম চয়নে সংশ্লিষ্ট হাদীসের শব্দাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও মূলভাব তুলে আনা হয়েছে। কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক যেসব হাদীস এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে "তুলনীয় হাদীস নং" শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন ২১৭ নং হাদীস শেষে লেখা হয়েছে—(তুলনীয়: হাদীস নং ৬৫; ১৫৮)। তার মানে হলো, ২১৭ নং হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার অনুরূপ বক্তব্য এ গ্রন্থের ৬৫ ও ১৫৮ নং হাদীসেও বিদ্যমান।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটি আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ হলেও নবি-রাসূলদের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আরবি পাঠ ও তারপর বাংলা অনুবাদ দিয়েছি; বিশুদ্ধ উচ্চারণের স্বার্থে আরবি স্বরচিহ্নও যুক্ত করেছি।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে দীর্ঘ স্বর রয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ওয়াহ্‌ইয়ু' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'অহি'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'ওহি' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটি মূলত হাদীস-সংক্রান্ত। এতে লেখকের নিজস্ব কোনো অভিমত ব্যক্ত করা হয়নি; শুধু ধারাবাহিকভাবে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল বর্ণনাকারী ও সঙ্কলক হলেন আহমাদ ইবনু

হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ। গ্রন্থটিতে বুখারি, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সহ পরিচিত কোনো হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতি না থাকায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—উপরোল্লিখিত সকল হাদীস-গ্রন্থই রচিত হয়েছে আহমাদ ইবনু হাম্বালের পর। এদের মধ্যে ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ ছিলেন তাঁর ছাত্র।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল নিজেই হাদীসশাস্ত্রের একজন প্রথম সারির মুজতাহিদ ইমাম ও প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর *আল-মুসনাদ* গ্রন্থটির ন্যায় *আয-যুহ্দ* গ্রন্থটিও তিনি নিজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে এগারো শত বছর পূর্বে এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও আমাদের জানামতে ইংরেজি, উর্দু কিংবা অন্য কোনো ভাষায় অদ্যাবধি এর কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে এ অনুবাদ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য আমরা সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়াতে সেভাবে জীবনযাপনের সামর্থ্য দেন, যেভাবে তিনি তাঁর নবি-রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পহেলা রমাদান আমরা রাসূলের চোখে দুনিয়া গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুরুতে আমাদের মনে এই শঙ্কা কাজ করছিল—আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চপেটাঘাত করে এমন হাদীসের সঙ্কলন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হলে, আমাদের পাঠককুল আদৌ তা পড়বেন কিনা! কিন্তু আমাদের সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পহেলা রমাদান বাজারে আসা এই বইয়ের প্রায় সব কপি ষোলো রমাদানের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়! ফলে সতেরো রমাদান আমরা এর দ্বিতীয় মুদ্রণে যেতে বাধ্য হই। আলহামদু লিল্লাহ, গতো চার মাসে এই বইয়ের তিনটি মুদ্রণ শেষ হয়েছে!

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমরা লিখেছিলাম, *'তারপরও কোনো সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।'* আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠককুল এই আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। গত চার মাসে আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি নানা সংশোধনী ও আন্তরিক পরামর্শ। এসবের ভিত্তিতে আমরা আর পুনর্মুদ্রণে না গিয়ে, যথারীতি নতুন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

নানা সংশোধনী কার্যকর করার পাশাপাশি এই সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। যুক্তাক্ষর সরলীকরণের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির সর্বশেষ অভিধান-রীতির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠার বিস্তৃত সূচিপত্রকে পরিহার করে, প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনামকে সূচিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। ভেতরে প্রত্যেকটি হাদীসের দীর্ঘ শিরোনামকে হ্রস্ব করার পাশাপাশি কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু মূলগ্রন্থে হাদীসের কোনো শিরোনাম ছিল না, তাই এসব পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের মূলপাঠে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বর্তমান সংস্করণটি নির্ভুল—এই দাবি করার দুঃসাহস আমাদের নেই। তাই যে-কোনো ভুল পাঠকবর্গের নজরে পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন মুদ্রণের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও পাঠকবর্গের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে এই গ্রন্থের মূলশিক্ষার আলোকে বিন্যস্ত করার তাওফীক দিন। আমীন!

সকল প্রশংসা জাহানসমূহের অধিপতি আল্লাহর।

রবের রহমত প্রত্যাশী

প্রকাশক

তৃতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে *রাসূলের চোখে দুনিয়া* গ্রন্থটি বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ভোগবাদের ঊর্ধ্বে ওঠে দুনিয়াকে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য মানুষ যে স্বভাবতই উদ্‌গ্রীব—গ্রন্থটির বহু পুনঃমুদ্রণ তার একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ।

গ্রন্থটির বহুল প্রচারের মধ্যেও বোদ্ধা পাঠকদের একটি অংশ বার বার দাবি জানিয়েছিলেন—গ্রন্থে উল্লেখকৃত হাদীসসমূহের তাহ্‌কীক ও তাখ্‌রীজ (মূল্যমান নির্ণয় ও উৎস-নির্দেশ) করে দেওয়ার জন্য। বেশ কয়েকটি কারণে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

প্রথমত, এটি ছিল মাকতাবাতুল বায়ানের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম বই; ফলে সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশে প্রস্তুতকৃত হাদীসের কোনও প্রাচীন সংকলনের অনুবাদে মুহাদ্দিসদের গুরুগম্ভীর ও বিদ্বানসুলভ মূল্যায়ন পাঠকদের জন্য কতটুকু উপকারী হবে—এ নিয়ে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। দ্বিতীয়ত, অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আরব থেকে প্রকাশিত মূল বইয়ের যে দুটি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটিতে কিছু হাদীসের তাখ্‌রীজ (উৎস-নির্দেশ) থাকলেও তাতে তাহ্‌কীক (মূল্যমান নির্ণয়) ছিল না, আর অপরটিতে দুটিই ছিল অনুপস্থিত।

তবে আমরা এ ভেবে যথেষ্ট আনন্দিত যে—আমাদের পাঠকবর্গ হাদীসের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক এবং এর তাহ্‌কীক-তাখ্‌রীজ জানার ব্যাপারে আগ্রহী। তাছাড়া, ইতোমধ্যে মূলগ্রন্থের আরও কয়েকটি সংস্করণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যেখানে বাড়তি তাহ্‌কীক ও তাখ্‌রীজ দেওয়া আছে। এসব বিষয় সামনে রেখে আমরা গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। *রাসূলের চোখে দুনিয়া* গ্রন্থের এ সংস্করণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের যেসব সংস্করণ সামনে রাখা হয়েছে, সেগুলো হলো—

১. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্ সংস্করণ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩ হি./১৯৮১ খ্রি.।

২. ড. মুহাম্মাদ জালাল শারাফ কর্তৃক সম্পাদিত, দারুন নাহ্দাতিল আরাবিয়্যাহ্ সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮১ খ্রি.।

৩. ইউসুফ আবদুর রহমান কর্তৃক সংকলিত *ফিহ্রিসু আহাদীসি কিতাবিয যুহ্দ*, দারুল বাশাইর সংস্করণ, বৈরুত ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

৪. শাইখ মুহাম্মাদ আহমাদ ঈসা কর্তৃক সম্পাদিত দারুল গাদ আল-জাদীদ সংস্করণ, আল-মানসূরা, ২০০৪ খ্রি.।

৫. হামিদ আহমাদ তাহির কর্তৃক সম্পাদিত দারুল হাদীস সংস্করণ, কায়রো, ২০০৪ খ্রি.।

৬. মুআস্সাসাতুর রাইয়ান সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৫ খ্রি.।

তবে, এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে: (১) মূলগ্রন্থের সকল হাদীসের তাহ্কীক ও তাখ্রীজ সম্বলিত কোনও সংস্করণ—আমাদের জানা মতে—এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। (২) গ্রন্থটির অনেকগুলো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আরবের বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান। সবগুলোর সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত কোনও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আজও প্রকাশিত হয়নি। তবে, নাহ্দা-সংস্করণের সম্পাদক ড. জালাল শারাফের ভূমিকা থেকে জানা যায়, তিনি এ ধরনের একটি সংস্করণ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব কারণে, বর্তমান সংস্করণেও সকল হাদীসের তাহ্কীক ও তাখরীজ উল্লেখ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দুনিয়া হয়ে উঠুক আমাদের পরকালের পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্র। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী
অনুবাদক

লেখক পরিচিতি

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ১৬৪ হিজরি/৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। বাগদাদে তিনি আইন, হাদীস ও অভিধানশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য ইমাম আবূ হানিফা'র প্রধান ছাত্র ও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফের পাঠচক্রে হাজিরা দিয়েছিলেন। তবে বাগদাদে তিনি ছিলেন ইমাম শাফিয়ি'র একান্ত ছাত্র।

পরবর্তীতে তিনি হাদীসশাস্ত্রের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। বিশুদ্ধ হাদীসের সন্ধানে তিনি কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন ও শাম, মরক্কো, আলজেরিয়া, পারস্য, খোরাসান, মিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান ও ওয়াকি ইবনুল জার্‌রাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস পাঠ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু'—এ-সংক্রান্ত মতবাদ মেনে না নেওয়ায় সমকালীন শাসকগোষ্ঠী তাকে দু-বছরেরও বেশি সময় আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'আমি দু-শতাধিক বিজ্ঞ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তবে আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর ন্যায় কাউকে দেখিনি। মানুষ সাধারণত পার্থিব যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তিনি সেসব বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতেন না।

জ্ঞানের কথা আলোচনা হলেই তিনি কথা বলতেন।'

তিনি শাসকদের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন। বই লিখে যে অর্থ পাওয়া যেতো—তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার কখনো কখনো কায়িক শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: *আল-মুসনাদ, আর-রাদ্দু আলায-যানাদিকাহ, কিতাবুয যুহদ।* 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীসশাস্ত্রের এ বিশ্বকোষটিতে তিনি প্রায় উনত্রিশ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন।

হাদীস চর্চার পাশাপাশি তিনি অজস্র আইনগত প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন, যা তাঁর ছাত্রবৃন্দ সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 'হাম্বালি মাযহাব' নামে ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেকটি গ্রহণযোগ্য মাযহাব।

তিনি ২৪১ হিজরি / ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বাগদাদের মাকাবিরুশ শুহাদা (শহীদি কবরস্থান)-এ দাফন করা হয়।

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

* 'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'আলাইহাস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'আলাইহিমাস সালাম'/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'আলাইহিমুস সালাম'/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রদিয়াল্লাহু আনহা'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রদিয়াল্লাহু আনহুম'/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না'/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
* 'রহিমাহুল্লাহ'/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

রাসূলের চোখে দুনিয়া

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া

মাসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব

[১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন—

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন।"[১]

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেওয়ার নিন্দা

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো—যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ أُذُنَيْهِ

"সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।" '[২]

সালাতের ধরন

[৩] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

---

[১] বুখারি, ৬৬২; মুসলিম, ৬৬৯/২৮৫।

[২] বুখারি, ১১৪৪; মুসলিম, ৭৭৪/২০৫।

সালাতের ধরন কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম।’[১]

রুকূ ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ

[৪] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু ও সাজদায় এসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

এটি ছিল কুরআনে (সূরা আন-নাছর-এ) বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ।’[২]

বর্ম বন্ধক রেখে ইয়াহূদির নিকট থেকে খাবার ক্রয়

[৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট থেকে বাকিতে খাবার কিনেছিলেন, আর জামানত হিসেবে ইয়াহূদিকে দিয়েছিলেন নিজের বর্ম।’[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৯; ১০; ১৯৫)

উত্তম আচরণ

[৬] আবূ আবদিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো কাউকে অশিষ্ট কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন।’[৪]

---

[১] বুখারি, ৬৪৬৬; মুসলিম, ৭৮৩/২১৭।
[২] বুখারি, ৪৯৬৭; মুসলিম, ৪৮৪/২১৭–২১৯।
[৩] মুসলিম, ১২৪/১৬০৩; বুখারি, ২০৬৮।
[৪] তিরমিযি, ২০১৬, সহীহ; মিশকাত, ৫৮২০, সহীহ।

ঘরোয়া কাজ

[৭] একব্যক্তি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেওয়া, জুতা মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।’[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৮; ২১০)

[৮] আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ঢুকে কী কাজ করতেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন।’[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ২১০)

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ

[৯] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (ইন্তেকালের সময়) দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট—এসবের কোনো কিছুই রেখে যাননি; এবং তিনি কোনো কিছুর অসিয়তও করে যাননি।’[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ১০; ১৯৫)

[১০] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার-দিরহাম কিংবা দাস-দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম—যা ত্রিশ সা’ খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসেবে এক ইয়াহূদির নিকট সংরক্ষিত ছিল।’[৪]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১৯৫)

কখনও খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না

[১১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা খেতেন না।’[৫] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৪)

---

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/১২১, ২৬০ (৫৬৯৪), সহীহ; আলবানি, আস-সহীহাহ, ৬৭১।
[২] বুখারি, ৬৭৬।
[৩] মুসলিম, ১৮/১৬৩৫; বুখারি, ২৭৩৯।
[৪] হাইসামি, ১০/৩২৬, হাসান।
[৫] বুখারি, ৫৪০৯; মুসলিম, ২০৬৪।

দানশীলতা

[১২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি।'[১]

দারিদ্র্য

[১৩] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِيْ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ

"তাঁর শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর এমন কোনো সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাঁদের নিকট এক সা' পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল।" অথচ তখন তাঁর ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর।'[২]

[১৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।'[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১১)

ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে সাড়া

[১৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ইয়াহূদি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।'[৪]

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো খাবার ছিল না

[১৬] কুররা ইবনু ইয়াস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে বলেন, 'আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দুই কালো খাবারের কোনোটিই ছিল না। তুমি কি জানো, দুই কালো খাবার কী? ছেলে জবাব দিলেন, 'না।'

[১] বুখারি, ৬০৩৪; মুসলিম, ২৩১০।
[২] বুখারি, ২০৬৯।
[৩] বুখারি, ৫৪০৯; মুসলিম, ২০৬৪।
[৪] বুখারি, ৫৪০৯; মুসলিম, ২০৬৪।

তিনি বললেন, 'খেজুর ও পানি।'[১]

কখনো পেটভরে গমের রুটি খাননি

[১৭] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'হায় আফসোস! নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; তিনি তো পেটভরে গমের রুটি খাননি!'[২]

ঘরে একমাস পর্যন্ত রুটি বানানো হয়নি

[১৮] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর কখনো কখনো একমাস অতিক্রান্ত হয়ে যেতো, অথচ কোনো রুটি বানানো হতো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, 'হে উম্মুল মুমিনীন! তাহলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী খেয়ে থাকতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী ছিল কতিপয় আনসার—আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন—তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কিছু দুধ উপহার দিতেন।'[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৩)

খাবার গ্রহণে বিনয়

[১৯] আতা ইবনু আবী রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ করলো; তখন তিনি একটি বালিশে হেলান দেওয়া, আর সামনে একটি ট্রে'র উপর কিছু রুটি রাখা। তিনি রুটিগুলো নিচে নামিয়ে রেখে বালিশটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

"আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি।" '[৪] (তুলনীয়: হাদীস নং ২১)

দীর্ঘদিন পেটভরে উষ্ণ খাবার খাননি

[২০] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একবার খানা খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। খানা শেষে তিনি

[১] হাইসামি, ১৫/৩২১, হাসান।
[২] বুখারি, ৬৪৫৪; মুসলিম, ২৯৭০ (২০–২৫)।
[৩] মুসলিম, ২৯৭২/২৮।
[৪] পারিপার্শ্বিক সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসান। আলবানি, আস-সহীহাহ, ৫৪৪।

আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা করে বললেন,

مَا مَلَأْتُ بَطْنِيْ بِطَعَامٍ سَخِنٍ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا

"অমুক দিন থেকে আমি পেটভরে উষ্ণ খাবার খাইনি।" '[১]

[২১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোনো খাবার আনা হলে তিনি তা মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলতেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

"আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৯)

বিলাসী পানীয় পরিহার

[২২] ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি কাসীত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদামের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ তরল খাবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আনা হলো। পানি মেশানোর সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا؟ এটি কী?" তাঁরা বললেন, 'যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদাম মিশ্রিত খাবার।' তিনি বললেন,

أَخِّرُوْهُ عَنِّيْ هٰذَا شَرَابُ الْمُتْرَفِيْنَ

"এটি আমার কাছ থেকে সরাও; এটি বিলাসী মানুষের পানীয়।" '[৩]

বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

[২৩] মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইয়েমেনে (গভর্নর হিসেবে) পাঠানোর সময় বলেন,

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

"বিলাসিতা থেকে দূরে থেকো, কারণ আল্লাহ'র বান্দারা বিলাসী হয় না।" '[৪]

[১] ইবনু মাজাহ, ৯০৬, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।
[২] ১৯ নং হাদীসের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ইসনাদটি সহীহ।
[৩] ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্‌দ, ২/৫৫।
[৪] হাইসামি, ১০/২৫০, হাসান।

জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্য

[২৪] বাদিল উকবালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[১]

এক সাহাবির জামার দীর্ঘ হাতা কেটে দেন

[২৫] আলি ইবনু ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলা ইবনুল হাদরামি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গায়ে একটি কাতারি জামা দেখতে পান—যার দু হাতা ছিল অনেক দীর্ঘ। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কাঁচি আনার নির্দেশ দেন; তারপর আঙুলের প্রান্তভাগ থেকে আস্তিনদুটিকে কেটে দেন।'[২]

তিনি যেসব পোশাক পরতেন না

[২৬] ইমরান ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ

"আমি রক্তবর্ণ (purple) ও লাল (safflower) রঙের পোশাক পরিধান করি না; আর এমন জামাও গায়ে দিই না, যার মধ্যে রেশম (silk) লাগানো হয়েছে।" হাসান (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর জামার বুকপকেটের দিকে ইশারা করে বলেন, 'মনে রাখবে! পুরুষের প্রসাধনী হল রঙবিহীন সুগন্ধি, আর নারীর প্রসাধনী হল ঘ্রাণবিহীন রঙ।' '[৩]

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ

[২৭] আমর ইবনু মুহাজির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি ঘর ছিল—যেখানে তিনি প্রায়শ নির্জন সময় কাটাতেন। ঘরটিতে ছিল রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু জিনিসপত্র। সেখানে ছিল খেজুর পাতার বিছানাসহ একটি খাট, কাঠের একটি অমসৃণ পাত্র—যা থেকে তিনি পানি পান করতেন, একটি ভগ্ন-মাথা মাটির পাত্র—যেখানে তিনি বিভিন্ন জিনিস রাখতেন, আর একটি চামড়ার

[১] আবূ দাউদ, ৪০২৭; তিরমিযি, ১৭৬৫, হাসান গরীব।
[২] একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।
[৩] আবূ দাউদ, ৪০৪৮; আহমাদ, ৪/৪৪২, সহীহ।

বালিশ—যার ভেতর ছিল খেজুর গাছের আঁশ কিংবা রাবারসদৃশ ধুলামলিন সস্তা মখমল; দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বালিশটিতে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলের ছাপ লেগে আছে। (কুরাইশদেরকে এগুলো দেখিয়ে) উমার ইবনু আব্‌দিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ওহে কুরাইশ! এ উত্তরাধিকার তো সেই ব্যক্তির যার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী বানিয়েছেন! তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো—তা রেখেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন!' '[১]

ছবি-সজ্জিত ঘরে তিনি প্রবেশ করেননি

[২৮] সাফীনা (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাওয়াত দিয়ে কিছু খাবারের আয়োজন করেন। ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত দিলে তিনি আমাদের সাথে খেতে পারতেন! ফলে তাঁরা তাঁকে দাওয়াত দেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে দরজার কাঠে হাত রেখে দেখতে পান—ঘরের কোণে একটি পর্দার উপর ছবি রয়েছে। ফলে তিনি ফিরে যান। তখন ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো (এরূপ করার কারণ কী?)। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

"ছবি-সজ্জিত কোনো ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য অথবা কোনো নবির জন্য শোভনীয় নয়।" '[২]

পোশাকে বিনয় ঈমানের অংশ

[২৯] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

"জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ।"

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'জীর্ণতা' কী? তিনি জবাব দিলেন—জীর্ণতা হলো

[১] ইবনু আবী আসিম, আয-যুহ্‌দ, ১/৬।
[২] আহমাদ, ৫/২২১, সহীহ।

'اَلتَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ পোশাকে বিনয়।'[১]

আহলুস-সুফফার সাহাবিদের কাপড়ের টানাপড়েন

[৩০] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি আহলুস-সুফফা'র সত্তর ব্যক্তিকে দেখেছি—যারা একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করছেন। তাঁদের কারো কাপড় ছিল হাঁটু পর্যন্ত, আর কারো ছিল হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত। যখন তাঁদের কেউ রুকূতে যেতো, তখন সতর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় টেনে ধরে রাখতেন।'[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৭; ১৭৮)

তাঁর স্ত্রীগণ উলের বস্ত্র পরিধান করতেন

[৩১] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পরিধেয় বস্ত্রসমূহ ছিল উলের।'[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৭৪)

সফরে কয়েকজন সিয়ামহীন সাহাবির প্রশংসা

[৩২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একদল সিয়াম পালন করছিলেন; অপরদল ছিলেন সিয়ামহীন। প্রচণ্ড গরমের একদিন আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম। আমাদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি ছায়া লাভকারী, যারা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে পেরেছিলেন! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজের হাত দিয়ে সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন। সিয়াম পালনকারীরা নেতিয়ে পড়লেন; আর সিয়ামহীন ব্যক্তিরা তাঁবু টানানো, উটগুলোকে পানি পান করানোসহ নানা কাজ আঞ্জাম দিতে থাকলেন। (এ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

"আজ তো (সকল) সাওয়াব সিয়ামহীন লোকেরাই নিয়ে গেলো!" '[৪]

[১] ইবনু মাজাহ, ৪১১৮; আবূ দাউদ, ৪১৬১, সহীহ।
[২] আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়া, ১/৩৪১।
[৩] তাবারানি, ৬/৩৭৬; মুসলিম, ৩৬/১০৮১।
[৪] বুখারি, ২৮৯০; মুসলিম, ১১১৯/১০০।

প্রতিদিন একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা

[৩৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِأَةَ مَرَّةٍ

"আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলা'র নিকট একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা করি।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৭)

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৩৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন একটি গাছের ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।"[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৬৪ ও ৭২)

স্রেফ প্রয়োজনমাফিক খাবারের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ

[৩৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খাবারের ব্যবস্থা করে দাও!" '[৩]

জীবনের নিগূঢ় রহস্য জানতে পারলে মানুষ অল্প হাসতো ও অধিক কাঁদতো

[৩৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৩৯৭, সহীহ।
[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩০১, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ১০৫৫।

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৪২)

আগামীকালের জন্য খাবার মজুদ করার উপর নিষেধাজ্ঞা

[৩৭] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি পাখি উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেবিকা একটি পাখি (তাঁকে) খাওয়ালেন। পরদিন আবার পাখি(র গোশত) হাজির করা হলে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন,

أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِيْ شَيْئًا لِغَدٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْتِيْ بِرِزْقِ كُلَّ غَدٍ

"আমি কি তোমাকে আগামীকালের জন্য কোনো কিছু তুলে রাখতে নিষেধ করিনি? আল্লাহ তাআলাই তো প্রত্যেক আগামীকাল জীবিকার ব্যবস্থা করে দিবেন।" '[২]

কাঠ বা টিনের গোল পাত্রে খাবার খেতেন

[৩৮] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) টেবিল ও মসৃণ পাত্রে খাবার খাননি; তিনি বড় আকারের পাতলা রুটিও খাননি। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তাহলে তাঁরা কিসে খাবার খেতেন?' আনাস বললেন, 'কাঠ বা টিনের গোল পাত্রে।'[৩]

ন্যূনতম জীবনোপকরণে পরিতৃপ্তিই সফলতার পরিচায়ক

[৩৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَ رُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللهُ بِمَا أَتَاهُ

"সে-ই তো সফল যে (আল্লাহ'র নিকট) আত্মসমর্পণ করেছে, যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু জীবনোপকরণ লাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা কিছু দিয়েছেন—তাতেই সে পরিতৃপ্ত হয়েছে।" '[৪]

[১] বুখারি, ৬৪৮৫।
[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১৯৮, দুর্বল।
[৩] বুখারি, ৫৪২১, ৫৩৮৫, ৫৩৮৬।
[৪] মুসলিম, ১২৫/১০৫৪।

[৪০] ফুদালা ইবনু উবাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

طُوْبَى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ

"সুসংবাদ তার জন্য যে ইসলামের দিশা পেয়েছে, যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু জীবনোপকরণ লাভ করেছে এবং পরিতৃপ্ত হয়েছে।"[১]

প্লেটে কখনো খাবার অবশিষ্ট থাকতো না

[৪১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(খাওয়া শেষে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্লেটে কখনো কোনো খাবার অবশিষ্ট থাকতো না।'[২]

দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন

[৪২] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাপড় কিংবা শরীরের কোনো এক অংশ ধরে বললেন,

يَا عَبْدَ اللهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ

"আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফির, আর নিজেকে কবরের বাসিন্দাদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করো।" '[৩]

আগামীকালের অপেক্ষায় না থেকে সময়কে কাজে লাগানো উচিত

[৪৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'মুজাহিদ! সকালে অবস্থান করে সন্ধ্যাবেলার উপর ভরসা রেখো না, সন্ধ্যায় অবস্থান করে সকালবেলার উপর আস্থাশীল হোয়ো না; আর মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে এবং অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও। কারণ, ওহে আল্লাহর বান্দা! আগামীকাল তোমার নাম কী হতে যাচ্ছে—তা তুমি জানো না।' '[৪]

[১] তিরমিযি, ২৩৪৯, সহীহ।
[২] মুরসাল।
[৩] তিরমিযি, ২৩৩৩, সহীহ।
[৪] তিরমিযি, ২৩৩৩, সহীহ। বুখারি, ৬৪১৬।

জান্নাতবাসীর মৃত্যু নেই

[৪৪] মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'জান্নাতবাসীরা কি (কখনো) ঘুমাবে?' তিনি জবাব দিলেন,

اَلنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَمُوْتُوْنَ

"ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই; আর জান্নাতবাসীরা (কখনো) মরবে না।" '[১]

ভালো খাবার একলা খেয়ে তৃপ্ত হতেন না

[৪৫] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ضِفَفٌ / বহু হাত' ছাড়া রুটি ও গোশত খেয়ে তৃপ্ত হতেন না। মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ضِفَفٌ মানে কী, তা আমার জানা ছিল না, তাই একজন বেদুইনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো, এটি তো আরবি শব্দ! এর মানে হলো, অনেক লোকের একসাথে বসে খাবার গ্রহণ।'[২]

কৃপণতা না করার উপদেশ

[৪৬] মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا

"বিলাল! খরচ করো। এ ভয় কোরো না যে আরশের অধিপতি কমিয়ে দেবেন।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৪৪)

কয়েকটি সূরার ভারী নির্দেশ তাঁকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছিল

[৪৭] আবূ বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন,

شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"সূরা হুদ, আল-ওয়াকিয়া, আন-নাবা ও আত-তাকভীর—এ চারটি সূরা

[১] আলবানি, সহীহুল জামি, ৬৮০৮।
[২] মুরসাল।
[৩] বাইহাকি, দালাইল, ১/২৪৭, হাসান।

আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে।"[১]

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করার চক্ষু লাভের জন্য দুআ

[৪৮] সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দুআ করতেন তার মধ্যে একটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ يَبْكِيَانِ بِذَرْفِ الدُّمُوْعِ وَيَشْفِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا

"হে আল্লাহ! আমাকে অঝোরে কান্নাকাটি করার দুটি চক্ষু দান করো—যা তোমার ভয়ে অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদবে এবং (অন্তরকে) রোগমুক্ত করবে, সেই সময় আসার পূর্বে যখন অশ্রু পরিণত হবে রক্তে আর মাড়ির দাঁত পরিণত হবে জ্বলন্ত কয়লায়।" '[২]

অভাব অনটনের সময় বেশি বেশি সালাত আদায় করা উচিত

[৪৯] সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের সামনে অন্নাভাব দেখা দিলে তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এভাবে ডাকতেন,

"يَا أَهْلَاهْ: صَلُّوْا صَلُّوْا ওহে ঘরের বাসিন্দাগণ! সালাত আদায় করো, সালাত আদায় করো।" '[৩]

আল্লাহর নিকট সন্তানের ন্যায় সুরক্ষা পাওয়ার জন্য দুআ

[৫০] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআর মধ্যে বলতেন,

"اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুরক্ষা দাও যেভাবে সন্তানকে সুরক্ষা দেওয়া হয়।" '[৪]

[১] তিরমিযি, ৩২৯৭, সহীহ।
[২] আদ-দঈফাহ, ২৯০৫।
[৩] ইসনাদটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)।
[৪] ইবনু আদি, ১/২৯৫, দুর্বল।

দুনিয়াপ্রীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়

[৫১] তাউস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الزُّهْدَ فِيْ الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا تُطِيْلُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

"দুনিয়া-বিরাগ আত্মা ও দেহকে প্রশান্তি দেয়, আর দুনিয়াপ্রীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেয়।" '[১]

দুনিয়া বিরাগে পরিশুদ্ধি

[৫২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ وَ يُهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

"এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়া-বিরাগ ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে, আর শেষ অংশটি ধ্বংস হবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার ফলে।" '[২]

বান্দার আমল কমে গেলে আল্লাহ তাকে দুশ্চিন্তার পরীক্ষায় ফেলে দেন

[৫৩] হাকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِيْ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْهَمِّ

"বান্দার আমল কমে গেলে, আল্লাহ তাকে দুশ্চিন্তার পরীক্ষায় ফেলে দেন।"[৩]

ধৈর্য ও উদারতা হলো সর্বোত্তম ঈমান

[৫৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো—সর্বোত্তম ঈমান কোনটি? নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "اَلصَّبْرُ وَ السَّمَاحَةُ ধৈর্য ও উদারতা।" '[৪]

[১] হাইসামি, ১০/২৮৬, দুর্বল।
[২] তাবারানি, আল-আওসাত, হাসান। মিশকাত, ৫২৮১।
[৩] খতীব, তারীখু বাগদাদ, ৭/১১১, দুর্বল।
[৪] সহীহ। আলবানি, সহীহুল জামি, ১০৯৭।

যে রিয্‌ক ও যিক্‌র সর্বোত্তম

[৫৫] সাদ ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ

"সর্বোত্তম জীবিকা হলো তা—যা প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, আর সর্বোত্তম যিক্‌র (আল্লাহ'র স্মরণ) হলো তা—যা গোপনে করা হয়।" '[১]

আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর পার্থিব অবস্থা

[৫৬] আবূ উমামা বাহিলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলা'র এ বক্তব্যটি পাঠ করে শুনিয়েছেন,

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَكَانَ غَامِضًا فِيْ النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَعَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ

"আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই মুমিন—যার পার্থিব অবস্থা নগণ্য, সালাতের পরিমাণ অধিক, যে উত্তমরূপে স্বীয় রবের দাসত্বকারী, মানুষের নিকট সুপ্ত—যার ফলে লোকেরা তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, যার মৃত্যু হয় দ্রুত, উত্তরাধিকার সম্পদ থাকে অল্প ও (মৃত্যুর পর) কান্নাকাটি করার লোক থাকে কম।" '[২]

মুমিন বান্দাকে সযত্নে দুনিয়া থেকে দূরে রাখা হয়

[৫৭] মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِيْ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُوْنَ عَلَيْهِ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার সেসব বস্তু থেকে অবশ্যই বঞ্চিত রাখবেন যা ঐ বান্দার নিকট প্রিয়, ঠিক যেভাবে তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে সেসব খাবার ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখো—যা তোমরা

[১] দুর্বল। আলবানি, সহীহুল জামি, ২৮৮৭।
[২] তিরমিযি, ২৩৪৭, দুর্বল।

তার জন্য ক্ষতিকর মনে করো।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৯৮)

[৫৮] কাতাদা ইবনুন নুমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ

"আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে পছন্দ করলে তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রাখেন, যেভাবে তোমাদের কেউ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি থেকে বঞ্চিত রাখে।" '[২]

কোন সম্পদ মানুষের নিজস্ব?

[৫৯] মুতাররিফ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ অধিক ঐশ্বর্যশালী হওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে।" (সূরা আত-তাকাছুর) পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন,

يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيْ وَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমসন্তান (অর্থাৎ, মানুষ) বলে, 'আমার সম্পদ!' তোমার সম্পদের কোনটি তোমার? যা খেয়েছো, তা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো; যা পরিধান করেছো, তা তো মলিন করে ফেলেছো; আর যা দান করেছো, তা তো করেই ফেলেছো!" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৬০)

যার পরিবার ও ঘর আছে সে কিছুতেই নিঃস্ব নয়

[৬০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা কি নিঃস্ব মুহাজির নই?' প্রত্যুত্তরে আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি স্ত্রী আছে?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি বসবাস করার মতো কোনো ঘর আছে?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তখন আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তুমি নিঃস্ব মুহাজির নও।'[৪]

[১] আহমাদ, ৫/৪২৮, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২০৩৬, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৩/২৯৫৮।
[৪] মুসলিম, ২৯৭৯।

দুনিয়ার সাথে উসমান ইবনু মাযঊনের সম্পর্ক

[৬১] ইবনু সাঈদ মাদানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'উসমান ইবনু মাযঊন (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট যান এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করে বলেন,

رَحِمَكَ اللهُ يَا عُثْمَانُ ! مَا أَصَبْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَصَابَتْ مِنْكَ

"উসমান! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! তুমি দুনিয়ার নিকট থেকে কিছু পাওনি, আর দুনিয়াও তোমার নিকট থেকে কিছু পায়নি।" '[১]

দুনিয়া মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায়

[৬২] মুসআব ইবনু সাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا خُضْرَةٌ حُلْوَةٌ

"দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও! কারণ, তা(র রূপ) হলো মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায় (যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে।)" '[২]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৩; ২৩৩)

পাপাচার সত্ত্বেও পার্থিব সমৃদ্ধি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়ার আলামত

[৬৩] উকবা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّهُ إِسْتِدْرَاجٌ

"যখন তুমি দেখবে আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে তার পাপাচার সত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলো দিচ্ছেন, তখন বুঝবে—তা হলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য একটি টোপমাত্র।"

তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার এ বক্তব্য পাঠ করেন,

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

[১] আবূ নুআইম, হিল্ইয়া, ১/১০৫, দুর্বল।
[২] আহমাদ, ৩/২২, সহীহ।

"তাদেরকে যেসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—যখন তারা তা ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। পরিশেষে, তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে যখন তারা ফুর্তিতে মেতে উঠলো, তখন তাদেরকে আমি আচমকা পাকড়াও করলাম। আর অমনি তারা স্তব্ধ হয়ে গেলো।" (সূরা আল-আনআম ৬:৪৪) '[১]

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৬৪] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মাদুরে ঘুমিয়েছিলেন—যার ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে মাদুরের ছাপ লেগে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন না যে আমরা আপনার নিচে এর চেয়ে অধিক কোমল কিছু বিছিয়ে দিই?' জবাবে তিনি বললেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন ভ্রমণে বের হয়ে একপর্যায়ে একটি গাছের নীচে ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪ ও ৭২)

তিনটি বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষকে জবাবদিহিতা থেকে রেহাই দেওয়া হবে

[৬৫] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَا يُحَاسَبُ بِهِنَّ الْعَبْدُ ظِلُّ خُصٍّ يَسْتَظِلُّ بِهِ وَكِسْرَةٌ يَشُدُّ بِهِ صُلْبَهُ وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ

"তিনটি বস্তুর জন্য বান্দাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হবে না—মাথা গোঁজার একটি চালা, মেরুদণ্ড সোজা রাখার একটি কোমরবন্ধ ও লজ্জাস্থান ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৮; ২১৭)

[১] আহমাদ, ৪/১৪৫, সহীহ।
[২] ৩৪ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[৩] দুর্বল।

আল্লাহর প্রিয় বান্দার পার্থিব অবস্থা

[৬৬] সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَوْ أَتَى بَابَ أَحَدِكُمْ فَسَأَلَهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ فَلْسًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ لَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ الدُّنْيَا لَمْ يُعْطِهَا إِيَّاهُ وَمَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ ذُوْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি সে তোমাদের কারো দ্বারে এসে স্বর্ণমুদ্রা চায় সে (অর্থাৎ, গৃহকর্তা) তাঁকে তা দিবে না, রৌপ্যমুদ্রা চাইলেও দিবে না, এমনকি পয়সা চাইলেও দিবে না; অথচ সে যদি আল্লাহ'র নিকট জান্নাত চায় আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই দিবেন, কিন্তু সে যদি আল্লাহ'র নিকট দুনিয়া চায় তাহলে আল্লাহ তাঁকে দিবেন না। তাঁকে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করার কারণ এ নয় যে তাঁর পদমর্যাদা আল্লাহ'র নিকট তুচ্ছ। (ঐ ব্যক্তি) দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী; পোশাকের প্রতি তার কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই। সে যদি আল্লাহ'র নামে কোনো কিছুর শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর শপথ বাস্তবায়ন করবেন।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৬৮; ১৩০)

উয়াইস কারনির পার্থিব অবস্থা

[৬৭] মুহারিব ইবনু দিসার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَهُ أَوْ مُصَلَّاهُ مِنَ الْعُرْيِ يَحْجِزُهُ إِيْمَانُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مِنْهُمْ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ وَفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجَلِيُّ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে বস্ত্রের অভাবে মাসজিদ বা ঈদগাহে আসতে পারে না; তাঁর ঈমান তাঁকে মানুষের কাছে হাত পাততে বাধা দেয়। উয়াইস কারনি ও ফুরাত ইবনু হাইয়ান আজালি ঐ ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত।" '[২]

---

[১] ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ্, ৩২১৩।

[২] আবূ নুআইম, হিল্ইয়া, ২/৮৪, দুর্বল।

জান্নাতি মানুষের পার্থিব অবস্থা

[৬৮] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের (পার্থিব অবস্থা) সম্পর্কে অবহিত করবো না? (তাঁরা হলো) প্রত্যেক দুর্বল ও চরম অবহেলিত ব্যক্তি, দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী। সে যদি আল্লাহ'র নামে কোনো কিছুর শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর শপথ বাস্তবায়ন করবেন।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৬৬; ১৩০)

জান্নাতি লোকদেরকে দুনিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়

[৬৯] আবুল জাওযা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مُلِئَتْ مَسَامِعُهُ مِنَ الثَّنَاءِ السَّيِّءِ وَهُوَ يَسْمَعُ

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের (পার্থিব অবস্থা) সম্পর্কে অবহিত করবো না? জান্নাতবাসী তো সে, যার কর্ণকুহর নিজের সমালোচনায় ভরপুর থাকে[২] এবং যাকে নিজের সমালোচনা নিজের কানে শুনতে হয়।" '[৩]

মেয়ের বিয়েতে উপহার

[৭০] আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে (বিয়ের পর) একখণ্ড মখমল, পানির একটি মশক ও আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ উপহার দিয়েছিলেন।'[৪] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৪৪)

---

[১] আহমাদ, ৫/৪০৭, সহীহ।

[২] অর্থাৎ, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে সারাক্ষণ বাজে মন্তব্য করতে থাকে। (অনুবাদক)

[৩] ইবনু মাজাহ, ৪২২৪, হাসান।

[৪] বুখারি, ৩১১৩; মুসলিম, ২৭২৭।

বিছানা যেমন ছিল

[৭১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানা ছিল উলের তৈরি আলখাল্লা-সদৃশ একটি কম্বল ও আঁশভর্তি একটি বালিশ—যা ছিল তালি দেয়া।'[১]

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৭২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন; নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন একটি মাদুরে শোয়া। তাঁর পার্শ্বদেশে মাদুরের ছাপ লেগে গিয়েছে। তা দেখে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আপনি যদি এর চেয়ে আরেকটু নরম বিছানা গ্রহণ করতেন!' এ কথা শুনে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো নিছক এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন ভ্রমণে বের হয়ে দিনের কিছুক্ষণ একটি গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করলো, তারপর বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪, ও ৬৪)

অহঙ্কারমুক্ত থাকার উপায়

[৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ الصُّوْفَ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ وَأَجَابَ دَعْوَةَ الرَّجُلِ الدُّوْنِ أَوِ الْعَبْدِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْئٌ

"যে ব্যক্তি উলের বস্ত্র পরিধান করে, ভেড়া বাঁধে, গাধায় চড়ে ও দরিদ্র মানুষ কিংবা দাসের ডাকে সাড়া দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে (আমলনামায়) অহঙ্কারসূচক কিছুই লিখা হয় না।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৬)

[১] সহীহ।
[২] ৩৪ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[৩] মুরসাল।

উম্মুল মুমিনীনগণ ছয়-সাত দিরহাম মূল্যের চাদর গায়ে দিতেন

[৭৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করতেন। তাঁদের চাদর ছিল উলের। চাদরের মধ্যেই উল দিয়ে দাম লেখা থাকতো—ছয় বা সাত দিরহাম।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩১)

শুধু একটি তোশকে শয়ন করতেন

[৭৫] ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দুটি তোশক বানালেন। (অধিক আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল একটি তোশকের উপর শয়ন করলেন।'[২]

একটি আরামদায়ক বিছানা উপহার দেওয়া হলে তিনি তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন

[৭৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক আনসার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলো, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তোশক হলো দ্বি-ভাজ করে রাখা আলখাল্লা-সদৃশ একটি উলের কম্বল। এ দৃশ্য দেখে সে তাঁর ঘরে গিয়ে উলে-ভর্তি একটি তোষক আমার নিকট পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কক্ষে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هَذَا؟ এটি কী?" আমি বললাম, 'অমুক আনসার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো। সে আপনার বিছানা দেখে এটি পাঠিয়েছে।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "رُدِّيْه এটি ফেরত পাঠিয়ে দাও।" তবে আমি ফেরত পাঠাইনি; তোশকটি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো; আমি চাচ্ছিলাম, এটি আমার ঘরে থাকুক। শেষ পর্যন্ত এটি ফেরত পাঠাতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনবার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

يَا عَائِشَةُ رُدِّيْهِ فَوَاللَّـهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيْ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"আয়িশা! এটি ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহ'র শপথ! আমি চাইলে, আল্লাহ তাআলা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড়কে আমার সাথে চলমান করে দিতেন।" পরিশেষে আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিই।'[৩]

[১] ৩১ নং হাদীসের টীকা দেখুন।
[২] তিরমিযি, শামাইল, ৩১৪, দুর্বল।
[৩] তাবারানি, কাবীর, ৬/১৪১, দুর্বল।

তুচ্ছ পাপের ব্যাপারেও সাবধান!

[৭৭] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا

"আয়িশা! সেসব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও—লোকেরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করে; কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" '[১]

তুচ্ছ পাপের সামষ্টিক পরিণাম ধ্বংসাত্মক: একটি উপমা

[৭৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ

"সেসব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও—লোকেরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করে। কারণ, সেগুলো একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেসব পাপের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন—একদল লোক একটি মরু অঞ্চলে প্রবেশ করলো। কাজের পালা আসলে কয়েকজন গিয়ে কিছু কাঠ নিয়ে আসলো; অপর কয়েকজন গিয়ে আরো কিছু কাঠ সংগ্রহ করলো। এভাবে (অর্থাৎ, সবাই একটু একটু করে সংগ্রহ করার মাধ্যমে) তারা বিপুল পরিমাণ কাঠ একত্রিত করে আগুন জ্বালালো এবং ভালোভাবে রান্না সম্পন্ন করে নিলো।'[২]

কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান!

[৭৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথা বলে যার ব্যাপারে সে আন্দাজ করতে পারে না তা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ কথার পরিণতিতে

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৩, সহীহ।
[২] আহমাদ, ৫/৩৩, সহীহ।

তাকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছর দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৮০; ২০৯)

[৮০] বিলাল ইবনুল হারস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যার ফলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন; সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেদিন পর্যন্ত নিজের সন্তুষ্টির কথা লিখতে থাকবেন, যেদিন সে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। অপরদিকে, কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যা আল্লাহ'র ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়; সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার পরিণতিতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধের কথা লিখতে থাকবেন।" '

আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বহুবার বহু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, বিলাল ইবনুল হারিস কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস আমাকে সেসব কথা বলা থেকে বিরত রেখেছে।'[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৭৯; ২০৯)

নাজাত লাভের উপায়

[৮১] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উকবা ইবনু আমির জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! নাজাত (পরকালীন মুক্তি) কিসে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ

"তোমার জিহ্বাকে আটকে রাখো, ঘরে যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো,

[১] তিরমিযি, ২৩১৪, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২৩১৯, সহীহ।

আর নিজের ভুল স্মরণ করে কাঁদো।" '[১]

ফজরের সালাত শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসে থাকা

[৮২] জাবির ইবনু সামুরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সালাত আদায় শেষে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত নিজের সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন।'[২]

এক রাকআত হলেও রাতের সালাত আদায় করা উচিত

[৮৩] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً وَاحِدَةً

"রাতের সালাত আদায় করো, স্রেফ এক রাকআত হলেও।" '[৩]

তাঁর মৃত্যুতে শোক

[৮৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "আনাস! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মাটি ছিটিয়ে দেওয়া কি তোমাদের ভালো লাগলো?' তারপর তিনি বলতে থাকেন, 'হায়! তাঁর রব তাঁকে অতি সন্নিকটে নিয়ে গেছেন! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর ঠিকানা! জিবরীল! তিনি তো আর নেই! হায়! তিনি তো রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন!" '[৪]

বাকিতে কাপড় কিনতে চাওয়ায় বিক্রেতার বাজে মন্তব্য

[৮৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি মোটা ও খসখসে কাতারি চাদর ছিল। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনার এ চাদর দুটি তো মোটা ও খসখসে; কারুকাজ থাকার দরুন এগুলো আপনার জন্য ভারী হয়ে গিয়েছে। অমুকের কাছে কাউকে পাঠান; তার কাছে শাম থেকে সুতি ও পাটের বস্ত্র এসেছে; তার কাছ থেকে দুটি কাপড় কিনে নিন; সচ্ছলতা আসলে মূল্য পরিশোধ করে দিবেন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজনকে তার নিকট

[১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/৯, সহীহ।
[২] মুসলিম, ৬৯/২৩২২।
[৩] তাবারানি, কাবীর, ১১/২১২, দুর্বল।
[৪] বুখারি, ৪৪৬২।

প্রেরণ করলেন। সে এসে বললো, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আমাকে) তোমার নিকট পাঠিয়েছেন; তুমি দুটি কাপড় তাঁর নিকট বিক্রি করো, সচ্ছলতা আসলে তিনি মূল্য পরিশোধ করে দিবেন।' সে বললো, 'আল্লাহ'র কসম! রাসূলুল্লাহ'র মতলব কী—তা আমি ভালো করে জানি। তিনি (বিনামূল্যে) আমার কাপড় নিয়ে যাওয়া কিংবা মূল্য পরিশোধ নিয়ে তালবাহানা করার ফন্দি আঁটছেন!' দূত ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে (বস্ত্র ব্যবসায়ীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে) তিনি বললেন,

كَذَبَ قَدْ عَلِمُوْا أَنِّيْ أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ

"সে মিথ্যা বলেছে। তারা ভালো করেই জানে—তাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি, আর আমিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমানত পরিশোধকারী।" '[১]

একশত বছরেও মৃত্যুযন্ত্রণার উত্তাপ প্রশমিত হয়নি

[৮৬] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيْهِمْ الْأَعَاجِيْبُ

"বানী ইসরাঈলের লোকদের বক্তব্য প্রচার করতে পারো; তাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ তাদের জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে।" তারপর তিনি বলতে থাকেন,

خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَتّٰى أَتَوْا مَقْبَرَةً لَهُمْ مِنْ مَقَابِرِهِمْ فَقَالُوْا لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَدَعَوْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخْرِجَ لَنَا رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ مَاتَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَوْتِ فَفَعَلُوْا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرٍ مِنْ تِلْكَ الْمَقَابِرِ خِلَاسِيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ فَقَالَ يَا هٰؤُلَاءِ مَا أَرَدْتُّمْ إِلَيَّ فَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِأَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّيْ حَرَارَةُ الْمَوْتِ حَتّٰى الْآنَ فَادْعُوْا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيْ يُعِيْدُنِيْ كَمَا كُنْتُ

"বানী ইসরাঈলের একদল লোক বের হয়ে তাদের একটি কবরস্থানে এসে উপনীত হলো। তারপর তারা বললো, '(চলো) আমরা দু রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জন্য

[১] আবূ নুআইম, ৩/৩৪৭, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

একজন মৃত ব্যক্তিকে বের করে দেন! আমরা তাকে মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো।' তারা তা-ই করলো। এমন সময় একব্যক্তি সেখানকার একটি কবর থেকে নিজের মাথা জাগালো; লোকটি ছিল সঙ্করবর্ণের, দু চোখের মাঝখানে সাজদা'র দাগ রয়েছে। সে বললো, 'ওহে লোকসকল! আমার নিকট তোমরা কী চাও? আমি তো বিগত একশত বছর থেকে মৃত; অদ্যাবধি আমার মৃত্যুর উত্তাপ প্রশমিত হয়নি। তোমরা আল্লাহ'র নিকট দুআ করো, তিনি যেন আমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।" '[১]

মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ

[৮৭] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"সকল স্বাদ ধ্বংসকারী (মৃত্যু)-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।" '[২]

মৃত্যুর স্মরণই মানুষের প্রকৃত প্রশংসনীয় গুণ

[৮৮] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

كَيْفَ ذِكْرُهُ لِلْمَوْتِ؟

"মৃত্যুকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে তার কী অবস্থা?"

তারা বললেন, 'ততোটা নয়।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করলেন,

مَا هُوَ إِذًا كَمَا تَقُوْلُوْنَ

"তাহলে তোমরা যেমনটি বলছো, সে ততোটা (প্রশংসনীয়) নয়।" '[৩]

যে দুআয় তিনি রাত কাটিয়ে দিয়েছেন

[৮৯] আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে করতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি হলো:

---

[১] ইবনু আবী শাইবা, ৬/২৩৫, দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ২৩০৭, সহীহ।
[৩] অত্যন্ত দুর্বল।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই দাস; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো প্রবল পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।—(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১৮)" '[১]

অধিক সালাত আদায়ের ফলে দু পা ফুলে গিয়েছিলো

[৯০] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এতো বেশি) সালাত আদায় করতেন যে তাঁর দু পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! (জবাবে) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا। আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" '[২]

সেই আমল প্রিয় যা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করা হয়

[৯১] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা ও উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহ'র রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন আমল অধিক প্রিয় ছিল?' তিনি বললেন, 'যে আমল সবসময় করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প।' '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ৯৩)

যে-কোনো মামুলি ব্যক্তি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো

[৯২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোনো দাসী এসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে চলতে থাকতেন; তার প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফিরে আসতেন না।'[৪] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৬)

নিয়মিত আমল অধিক পছন্দনীয়

[৯৩] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] মাকবূল।
[২] বুখারি, ৪৮৩৬; মুসলিম, ৮০/২৮১৯।
[৩] বুখারি, ৬৪৬৬।
[৪] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১০/৬০৭২।

ওয়া সাল্লাম) আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট আরেক মহিলা নিজের অধিক সালাত আদায়ের কথা বলছিলেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَهْ ! عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّـهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا إِنَّ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

"থামো! তোমাদের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা। কারণ, আল্লাহ (অনুগ্রহ বর্ষণে) ক্ষান্ত হন না, যতোক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে (আমলে) ক্ষান্ত দাও। আল্লাহ'র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি—যা আমলকারী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করতে থাকে।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৯১)

যথার্থভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করলে মানুষ অভুক্ত থাকবে না

[৯৪] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি আল্লাহ'র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন যেভাবে পাখিদেরকে দেওয়া হয়; পাখিরা ভোরবেলা ক্ষুধার্ত-পেটে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে নাদুসনুদুস হয়ে।"[২]

আল্লাহর অনুগ্রহকে মূল্যায়ন করতে চাইলে প্রত্যেকের উচিত তার নিচের স্তরের লোকদের দিকে তাকানো

[৯৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের নিচে যারা আছে তাদের দিকে তাকাও, তোমাদের উপরে যারা আছে তাদের দিকে তাকিয়ো না; আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব অনুগ্রহ প্রদান

[১] বুখারি, ৪৩; মুসলিম, ৭৮৫/২২০।
[২] তিরমিযি, ২৩৪৪।

করেছেন সেগুলোকে অবমূল্যায়ন না করার এটিই হলো অধিকতর জুতসই উপায়।" '[১]

মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য

[৯৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"সম্মানের আধিক্যে প্রাচুর্য নেই, মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য।" '[২]
(তুলনীয়: হাদীস নং ২২৯)

জান্নাতের কিছু সুবিধা যাদের জন্য

[৯৭] আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا

"জান্নাতে কিছু কক্ষ রয়েছে যার বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে এবং ভিতর থেকে বাহির দেখা যাবে।" এ কথা শুনে একজন বেদুইন বলে উঠলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, এসব কার জন্য?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"যে সুন্দরভাবে কথা বলে, (মানুষকে) খাবার খাওয়ায়, নিয়মিত সিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন যে আল্লাহ তাআলা'র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে।" '[৩]

মানুষের অধিকার নষ্টকারী ব্যক্তিই পরকালে প্রকৃত নিঃস্ব

[৯৮] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"هَلْ تَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ তোমরা কি জানো, 'নিঃস্ব কে?'"

[১] মুসলিম, ৯/২৯৬৩।
[২] বুখারি, ৬৪৪৬; মুসলিম, ১২০/১০৫১।
[৩] তিরমিযি, ২৫২৭, হাসান।

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের মধ্যে সে-ই তো নিঃস্ব যার কাছে টাকা-পয়সা ও জীবনোপকরণ—কিছুই নেই।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَّقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ

"আমার উম্মতের মধ্যে সে-ই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (নিজের আমলনামায়) প্রচুর সালাত, যাকাত ও সিয়াম নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু, (দুনিয়াতে) সে গালমন্দ করে কারো সম্মানহানি করে এসেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং কাউকে আঘাত করেছে। সে (বিচারের অপেক্ষায়) বসে থাকবে; এমন সময় (দুনিয়াতে তার কাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের) একজন এসে তার কিছু সাওয়াব নিয়ে যাবে; আরেকজন এসে আরো কিছু সাওয়াব নিয়ে যাবে। পাপের দেনা শোধ হওয়ার আগেই যদি তার সাওয়াব ফুরিয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপ এনে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে; পরিশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" '[১]

দানশীলের সম্পদ বৃদ্ধি ও কৃপণের সম্পদ ধ্বংসের জন্য দুজন ফেরেশতা প্রতিদিন আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকে

[৯৯] আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلٰى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهٰى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"সূর্যোদয়ের সময় দুজন ফেরেশতা সূর্যের দুপাশ থেকে দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে ডাকতে থাকে, 'তোমাদের রবের দিকে এসো। যে আমলের পরিমাণ কম, কিন্তু পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করা হয়—তা ঐ আমলের তুলনায় উত্তম যার পরিমাণ

[১] মুসলিম, ৫৯/২৫৮১।

বেশি, কিন্তু খামখেয়ালিভাবে করা হয়।' কেবল মানুষ ও জিন এ আওয়াজ শুনতে পায় না। আবার সূর্যাস্তের সময় দুজন ফেরেশতাকে সূর্যের দু-পাশে পাঠানো হয় যারা দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে ডাকতে থাকে, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি (তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) খরচ করে তুমি তাকে বিকল্প কিছু দান করো, আর যে (সম্পদ) আটকে রাখে (তার সম্পদ) তুমি বিনাশ করে দাও!' কেবল মানুষ ও জিন এ আওয়াজ শুনতে পায় না। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।" '[১]

ঈমানের সারকথা হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা

[১০০] সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈমানের সারকথা হলো আল্লাহ তাআলা'র উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা।'[২]

গুরুত্ব লাভের অধিকারী কয়েকটি বিষয়

[১০১] আবদুল্লাহ ইবনু আবিল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"تَبًّا لِّلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ-রুপা ধ্বংস হোক!"

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি তো স্বর্ণ-রুপার ধ্বংস কামনা করছেন; তাহলে আমাদেরকে কিসের আদেশ করছেন কিংবা আমরা কী করবো?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِيْنُ عَلَى الْآخِرَةِ

"এগুলোকে গুরুত্ব দাও—আল্লাহ'র যিক্‌রকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ মন ও পরকালের (নাজাত লাভে) সহায়তাকারী স্ত্রী।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৩৫)

জাহান্নামের গভীরতা

[১০২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথার খুলি-সদৃশ একটি বস্তুর দিকে ইশারা করে বলেন,

[১] বুখারি, ১৪৪২; মুসলিম, ৫৭/১০১০।

[২] আবূ নুআইম, ১০/৭০, সনদে সমস্যা নেই।

[৩] আহমাদ, ৫/৩৬৬, ইসনাদটি হাসান।

لَوْ أَنَّ رُصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِأَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا

"যদি এমন একটি প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীর উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা রাত পোহাবার আগেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে; অথচ আকাশ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। পক্ষান্তরে এই প্রস্তরখণ্ডটিকে যদি (জাহান্নামের) শিকলের উপরিভাগ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তলদেশে পৌঁছার পূর্বেই দিবা-রাত্রির একটানা চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।" '[১]

জাহান্নামবাসীর ঠোঁট চিড়ে মাথা ও নাভি পর্যন্ত নেওয়া হবে

[১০৩] আবূ সাঈদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ আর তারা সেখানে থাকবে দাঁতখোলা অবস্থায়' (সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১০৪)

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتُقَلِّصُ شَفَتَهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيْ شَفَتَهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ

"জাহান্নামের আগুন তার অধিবাসীর উপরের ঠোঁট চিড়ে মাথার মধ্যখান পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আর নীচের ঠোঁট চিড়ে নাভিতে নিয়ে লাগাবে।" '[২]

জাহান্নামবাসীদের মাথার উপর ঢালা গরম পানির প্রতিক্রিয়া

[১০৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتّٰى يَخْلُصَ إِلٰى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ مَا فِيْ جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ

"জাহান্নামবাসীদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে, যা খুলি ভেদ করে পাকস্থলীতে যাবে এবং পেটস্থ সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দু-পা ফুটো করে বের

[১] তিরমিযি, ২৫৮৮, দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ২৫৮৭, দুর্বল।

হয়ে যাবে; ততোক্ষণে তার সারা দেহ সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর তাকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।" '[১]

জাহান্নামবাসীদেরকে পুঁজযুক্ত গরম পানি দেওয়া হবে

[১০৫] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য

"وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ আর তাকে পান করার জন্য দেওয়া হবে পুঁজযুক্ত পানি, যা সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিলবে।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:১৬) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوٰى وَجْهَهُ وَوَقَعَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ

"সেই পানীয় তার কাছে নেওয়া হলে সে তা অপছন্দ করবে, আরো নিকটে নেওয়া হলে তা তার মুখ ঝলসে দিবে এবং (গরমের তীব্রতায়) তার মাথার ছাল উঠে যাবে। সে যখন তা পান করবে, তখন তা তার নাড়িভুঁড়িকে ছিন্নভিন্ন করে মলদ্বার দিয়ে বের করে দিবে।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, "وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ তাদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে; অতঃপর তা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে।"—(সূরা মুহাম্মদ, ৪৭: ১৫)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ আর তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত তামা-সদৃশ পানি দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দিবে; কতো নিকৃষ্ট পানি সেটি!—(সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯)" '[২]

আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করার মর্যাদা

[১০৬] সাহল ইবনু সাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ

[১] তিরমিযি, ২৫৮২, দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ২৫৮৩, গরীব।

مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"আল্লাহ'র রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করা সমগ্র পৃথিবী ও তদস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম; আর তোমাদের কারো চাবুক/লাঠি রাখতে যেটুকু জায়গা দরকার, জান্নাতের সেটুকু জায়গা সমগ্র পৃথিবী ও তদস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১১৫)

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও জানাযাকে অনুসরণ করার নির্দেশ

[১০৭] বারা ইবনু আযিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ও জানাযার অনুসরণ করার (অর্থাৎ কবর পর্যন্ত যাওয়ার) নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

দিনের শুরুতে চার রাকআত সালাত আদায়ের গুরুত্ব

[১০৮] ইবনু হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

صَلِّ لِيْ ابْنَ آدَمَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

"হে আদমসন্তান! আমার উদ্দেশ্যে দিনের শুরুতে চার রাকআত সালাত আদায় করো; দিবসের শেষ অবধি আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।" '[৩]

ওজু অবস্থায় সালাতের স্থানে বসে থাকার মাহাত্ম্য

[১০৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيْ عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

"বান্দা যতোক্ষণ ওজু অবস্থায় সালাতের স্থানে বসে থাকে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি দয়া করো।" '[৪]

[১] বুখারি, ২৭৯২; মুসলিম, ১১৪/১৮৮২; তিরমিযি, ১৬৫১।
[২] বুখারি, ৫৮৪৯; মুসলিম, ৩/২০৬৬।
[৩] তিরমিযি, ৪৭৫, সহীহ।
[৪] বুখারি, ১৭৬; মুসলিম, ২৭২/৬৪৯।

ইয়াতীমের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান

[১১০] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ مَسَحَ عَلٰى رَأْسِ يَتِيْمٍ لَا يُرِيْدُ بِهِ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلٰى يَتِيْمٍ أَوْ يَتِيْمَةٍ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

"যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, তার হাতের পরশ-লাগা প্রত্যেকটি চুলের বিপরীতে তাকে অনেক নেকী দেওয়া হবে; আর যে ব্যক্তি ইয়াতীম ছেলে কিংবা মেয়ের সাথে উত্তম আচরণ করে, (পরকালে) সে ও আমি থাকবো এ দুটির ন্যায়।" ' এ কথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীকে একত্রিত করেন।[১]

হাতে গোনা কয়েকটি বস্তু ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর মানুষের কোনো অধিকার নেই

[১১১] উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ شَيْءٍ سِوٰى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَثَوْبٍ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَضَلَ عَنْ هٰذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيْهِ حَقٌّ

"একটি গৃহের ছায়া, শুকনো রুটি, সতর ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র ও পানি— এসবের বাড়তি যা কিছু আছে তার কোনোটিতে আদমসন্তানের কোনো অধিকার নেই।" '[২]

পেট ভরে খাওয়ার জন্য তাঁর নিকট ভালো মানের খেজুর থাকতো না

[১১২] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তোমাদের কাছে কি এখন চাহিদামাফিক খাবার ও পানীয় নেই? অথচ আমি তোমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, পেট ভরে খাওয়ার জন্য তিনি ভালো মানের খেজুর পেতেন না।'[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৪)

[১] ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, ৬৩৮, দুর্বল।
[২] আলবানি, দঈফুল জামি, ৪২৩৫।
[৩] মুসলিম, ৩৪/২২৮৪।

জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

[১১৩] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরে এ কথা বলতে শুনেছি, "أُنْذِرُكُمْ بِالنَّارِ আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

একপর্যায়ে তাঁর চাদরের একটি প্রান্ত কাঁধ থেকে পড়ে যায়; তখনো তিনি বলছিলেন, "أُنْذِرُكُمْ بِالنَّارِ আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি।" ' নুমান ইবনু বাশীর কুফা'র মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, '(নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতো উচ্চ আওয়াজে কথাগুলো বলেছেন যে তার অনুকরণ করতে গেলে) আমি এখানে থেকে বাজারের লোকদেরকে (সেই আওয়াজ) শোনাতে পারবো।'[১]

তাওবা নসিব হয় এমন দীর্ঘ জীবন লাভের মধ্যে সৌভাগ্য নিহিত

[১১৪] জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيْدٌ وَإِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْعَبْدِ أَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ

"তোমরা মৃত্যু কামনা কোরো না, কারণ কিয়ামতের বিভীষিকা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া, মানুষের পরম সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে এমন দীর্ঘ জীবন লাভ করার মধ্যে, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৩)

জান্নাতের অল্প একটু জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম

[১১৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَوْضِعُ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"একটি চাবুক বা লাঠি রাখতে যেটুকু জায়গা দরকার, জান্নাতের সেটুকু

---

[১] ইবনু হিব্বান, ২৪৯০, সহীহ।

[২] হাইসামি, ১০/২০৩, সহীহ।

জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১০৬)

পরকালমুখী বান্দার ইহকালীন বিষয় দেখভালের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার

[১১৬] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'ইলম বা জ্ঞানের ধারক-বাহকগণ যদি নিজেদের জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখতেন এবং তা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করতেন, তাহলে তারা এই জ্ঞানের মাধ্যমে সমকালীন লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তা না করে, তারা জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন দুনিয়া-পূজারিদের সামনে; ফলে তারা তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন। আমি তোমাদের 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَائِرَ هُمُوْمِهِ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ دُوْنَ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ

"যে তার সকল উদ্বেগকে একটিমাত্র (অর্থাৎ, পরকালমুখী) উদ্বেগে পরিণত করে, তার অন্যসকল উদ্বেগ নিরসনের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আর যাকে পার্থিব বিষয়াদির নানামুখী উদ্বেগ ঘিরে রাখে, সে কোন গিরিখাতে গিয়ে মরে পড়ে থাকে—তাতে আল্লাহ তাআলা'র কিছু যায় আসে না।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৯)

আল্লাহ তাআলা জালিমকে প্রথমে ঢিল দিয়ে থাকেন

[১১৭] আবূ মুসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

"আল্লাহ তাআলা জালিমকে ঢিল দিয়ে থাকেন; পরিশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন পালানোর কোনো সুযোগ দেন না।"

অতঃপর তিনি (কুরআনের এ আয়াত) পাঠ করে শোনান,

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ

তোমার রব যখন জালিম জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে।"—(সূরা হূদ ১১:১০২)।'[৩]

---

[১] ১০৬ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[২] আলবানি, সহীহুল জামি, ৬১৮৯, হাসান।

[৩] বুখারি, ৪৬৮৬; মুসলিম, ২৫৮৩।

অত্যাচারী ও অহঙ্কারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের পদতলে পিষ্ট করানো হবে

[১১৮] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُجَاءُ بِالْجَبَّارِيْنَ وَالْمُتَكَبِّرِيْنَ رِجَالًا فِيْ صُوْرَةِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى نَارِ الْأَنْيَارِ

"অত্যাচারী ও অহঙ্কারী লোকদেরকে (কিয়ামতের দিন) ধূলিকণার ন্যায় ছোট মানুষের আকৃতি দিয়ে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা'র বিপরীতে তাদেরকে অতি তুচ্ছ মনে হওয়ায় মানুষ তাদেরকে পায়ের নীচে দলিত-মথিত করতে থাকবে; মানুষের বিচারকার্য সমাধা হওয়া পর্যন্ত এ দলনক্রিয়া চলতে থাকবে। পরিশেষে তাদেরকে نَارُ الْأَنْيَارِ এ নিয়ে যাওয়া হবে।"

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, نَارُ الْأَنْيَارِ কী? তিনি বললেন, "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ জাহান্নামবাসীদের (দেহ-নির্গত) রস।" '[১]

দুনিয়া ভাগাড়ে পড়ে থাকা মৃত ভেড়ার চেয়েও অধিক তুচ্ছ

[১১৯] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'একটি মৃত ভেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবিগণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"هَلْ تَرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا؟ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো, এটি তার মালিকের নিকট কতো তুচ্ছ?"

তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ'র রাসূল!' তারপর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا

"তাঁর শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! (ভাগাড়ে) ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তাআলা'র

[১] তিরমিযি, ২৪৯২, হাসান।

নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।" '[১]

কয়েক প্রকার কথা ছাড়া অন্য সকল কথাই মানুষের জন্য ক্ষতিকর

[১২০] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى

"মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার ক্ষতি সাধন করবে, কোনো উপকারে আসবে না; তবে এ কয়েকটি বাদে—ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ ও আল্লাহ'র যিক্‌র।" '

এ কথা শুনে একব্যক্তি সুফ্‌ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) কে বললেন, 'এ তো বড়ো কঠিন কথা!' সুফ্‌ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'এর মধ্যে আর কতোটুকু কাঠিন্য আছে?' (আরো কঠিন কথা শুনো!) আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

"তাদের অধিকাংশ গোপন আলাপের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, তবে (কল্যাণের অধিকারী কেবল তারা) যারা আল্লাহ'র পথে খরচ, উত্তম কাজ কিংবা মানুষকে সংশোধনের আদেশ দেয়।"—(সূরা আন-নিসা ৪:১১৪)

"وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (শুধু তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়) যারা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়।"—(সূরা আল-আসর ১০৩:৩)

"وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ'র সম্মানিত বান্দারা কেবল সেসব লোকের অনুকূলে সুপারিশ করতে পারবে—যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট।"—(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২৮) ও

"إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (কিয়ামতের দিন আল্লাহ'র সামনে)

[১] মুসলিম, ২/২৯৫৭।

কেবল সে-ই (কথা বলবে) যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যে সত্য কথা বলবে।”—(সূরা আন-নাবা ৭৮:৩৮)। এসব তো আমার রবের কথা, যা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নিয়ে এসেছেন।’[১]

শিশুর সাথে আচরণ

[১২১] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন শিশুদের সাথে অত্যন্ত দয়ালু। মদীনার এক প্রান্তে একটি দুধের শিশু ছিল, যার দুগ্ধমাতা ছিলেন এক কামার মহিলা। তিনি শিশুটির কাছে প্রায়ই যেতেন, তাঁর সাথে আমরাও থাকতাম। তিনি ইয্খির নামক ঘাস দিয়ে শিশুর ঘরটিকে সুগন্ধিযুক্ত করে দিতেন; শিশুটিকে সুগন্ধি শোঁকাতেন এবং চুমু দিয়ে চলে আসতেন।’[২]

রমাদানের পর মুহাররম মাসের সিয়াম সর্বোত্তম

[১২২] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“রমাদান মাসের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহ’র মাস মুহাররম-এর সিয়াম, আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।”’[৩]

কুরআন অধ্যয়ন ও ইলম (ওহির জ্ঞান) অন্বেষণের মর্যাদা

[১২৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَعَلَّمُوْنَ كِتَابًا وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ الْعِلْمَ إِلَّا سَهَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ

[১] তিরমিযি, ২৪১৪, গরীব।

[২] মুসলিম, ৬২/২৩১৫; বুখারি, ১৩০৩।

[৩] মুসলিম, ১১৬৩।

“যখন একদল লোক আল্লাহ তাআলা’র কোনো একটি গৃহে সমবেত হয়ে কুরআন শিখে ও তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে, তখন ফেরেশতারা তাঁদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহ’র রহমত তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে নেয় এবং তাঁর নিকট যারা আছে তাদের সাথে তিনি সেসব লোকের প্রশংসা করতে থাকেন। আর যে ব্যক্তিই (ওহির) জ্ঞানানুসন্ধানের লক্ষ্যে কোনো একটি পথে চলতে শুরু করে, এর বিনিময়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাস্তা সুগম করে দেন।” ’[১]

রহমতের সুরতে গযব

[১২৪] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কখনো আলজিহ্বা দেখা যায় এমনভাবে মুখ জুড়ে হাসি দিতে দেখিনি; তবে তিনি মুচকি হাসি দিতেন। মেঘমালা অথবা বায়ুপ্রবাহ দেখলে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ফলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল, মানুষ তো মেঘমালা দেখে এই ভেবে খুশি হয় যে এখন বৃষ্টি হবে! অথচ আপনাকে দেখি, মেঘমালা দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে!’ জবাবে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

”يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنُنِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

“আয়িশা! এর মধ্যে শাস্তি থাকবে না—এ নিশ্চয়তা আমাকে কে দিবে? অতীতে একটি জাতিকে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অথচ ওই জাতিটি (বায়ুপ্রবাহ-সদৃশ) শাস্তি দেখে বলেছিল, ‘هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا এই তো মেঘমালা! যা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।’—(সূরা আল-আহ্কাফ ৪৬:২৪)।” ’[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ২২০)

জাহান্নামে মাত্র একবার চুবানি দেওয়া হলে দুনিয়ার চরম বিলাসী মানুষও সারাজীবনের জৌলুসের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে

[১২৫] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১] মুসলিম, ২৬৯৯।

[২] বুখারি, ৪৮২৮, ৪৮২৯।

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِيْ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِصْبَغُوْهُ فِيْ النَّارِ صِبْغَةً فَيَصْبَغُوْنَهُ فِيْ النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ أَصَبْتَ نَعِيْمًا قَطُّ هَلْ رَأَيْتَ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ هَلْ أَصَبْتَ سُرُوْرًا فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ ثُمَّ يَقُوْلُ رُدُّوْهُ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِيْ الدُّنْيَا وَأَجْهَدِهِ جَهْدًا فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْبَغُوْهُ فِيْ الْجَنَّةِ صِبْغًا فَيُصْبَغُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَكْرَهُهُ

"দুনিয়াতে সবচেয়ে বিলাসী জীবন যাপন করেছে—এমন এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে। (ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে) আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার চুবিয়ে আনো।' তাঁরা তাকে জাহান্নামের আগুনে স্রেফ একবার চুবিয়ে নিয়ে আসলে আল্লাহ (তাকে) জিজ্ঞাসা করবেন, 'ওহে আদম সন্তান! তুমি কি জীবনে কখনো কোনো অনুগ্রহ পেয়েছিলে? চক্ষু শীতলকারী কোনো কিছু কি কখনো তোমার নজরে পড়েছিল? তুমি কি কখনো সুখ অনুভব করেছিলে?' সে বলবে, 'আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কসম! এসবের কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে পাইনি।' অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'তাকে পুনরায় জাহান্নামে নিয়ে যাও।' তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে—যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এসেছে। (ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে) আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তাঁকে একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসো।' একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কি সারাজীবনে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখেছো?' সে বলবে, 'না! আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কসম! সারাজীবনে অপছন্দনীয় কোনো কিছুই আমার নজরে পড়েনি।' " '[১]

কারো নিকট কিছু না চাওয়া সর্বোত্তম

[১২৬] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি কি আমাকে ইতোপূর্বে বলেননি—

[১] আহমাদ, ৩/৩৫৩, সহীহ।

"إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো তুমি কারো নিকট কোনো কিছু চাইবে না।"?

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَمَا آتَاكَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"সেটি ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন তুমি নিজে থেকে মানুষের নিকট কোনো কিছু চাইবে। পক্ষান্তরে, চাওয়া ব্যতিরেকেই আল্লাহ তাআলা যা কিছু তোমাকে দিবেন, তাকে মনে করবে মহান আল্লাহ কর্তৃক তোমাকে সরবরাহ করা জীবনোপকরণ।" '[১]

হতদরিদ্র লোকেরা যখন জান্নাতে চলে যাবে, তখন ধনী লোকেরা নিজেদের সম্পদের হিসেব দেওয়ার জন্য আটকে থাকবে

[১২৭] উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْمَسَاكِيْنُ وَنَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ وَإِذَا أَهْلُ الْجَدِّ مَحْبُسُوْنَ وَإِذَا الْكُفَّارُ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ

"আমি জান্নাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী হলো (দুনিয়ার) নিঃস্ব ব্যক্তি; জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা নারী; (দুনিয়ার) ধনাঢ্য ব্যক্তিরা (স্ব স্ব সম্পদের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেয়ার জন্য) আটকে গেছে; আর কাফিরদেরকে (হিসেব-নিকেশ ছাড়াই) জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ দেওয়া হয়েছে।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৭)

আল্লাহর ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা ও পাপের জন্য পাকড়াওয়ের আশঙ্কা—দুটিই মুমিন মানসে জাগরুক থাকা চাই

[১২৮] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট গিয়ে

[১] হাইসামি, ৩/১০০, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।
[২] বুখারি, ১০৫২; মুসলিম, ১৭/৯০৭।

জিজ্ঞাসা করলেন, "كَيْفَ تَجِدُكَ তোমার অনুভূতি কী?" সে বললো, 'আমি আল্লাহ তাআলা'র (ক্ষমা লাভের) প্রত্যাশী, কিন্তু পাপগুলো নিয়ে শঙ্কিত।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَرْجُوْ

"এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো বান্দার অন্তরে যদি এ দুটি অনুভূতি একসাথে উদিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবশ্যই সেটি দিবেন—যা সে প্রত্যাশা করে।" এ কথা বলে তিনি তাকে তার আশঙ্কার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করেন।'[১]

সফরে মানুষের যেসব পাথেয় প্রয়োজন

[১২৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, 'আমি সফরে বের হবো, আমাকে কিছু পাথেয় যোগান দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى আল্লাহ তোমাকে আল্লাহভীতির রসদে ভরপুর করে দিন!"

সে বললো, 'আরো বাড়তি কিছু দিন।' তিনি বললেন, "وَغَفَرَ ذَنْبَكَ আল্লাহ তোমার পাপ মোচন করে দিন!" সে বললো, 'আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বাড়তি কিছু দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাকে সহজে কল্যাণ দান করুন!" '[২]

যাদের কসম আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পুরা করেন

[১৩০] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

[১] ইবনু আবিদ দুনইয়া, হুসনুয যন, ৪, দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ৩৪৪০, হাসান।

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"কিছু লোক আছে যাদের চুল উস্কখুস্ক, দেহ ধূলিমলিন ও গায়ে দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র জড়ানো; পোশাকের প্রতি যাদের কোনো আকর্ষণ নেই। তাদের কেউ যদি আল্লাহ'র নামে (কোনো কিছুর) শপথ করে বসে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করেন। বারা ইবনু মা'রূর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!) তাঁদের মধ্যে একজন।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৬৬; ৬৮)

কিয়ামত অতি নিকটে

[১৩১] জাবির ইবনু সামুরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি আঙুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি তর্জনী ও তৎসংলগ্ন (মধ্যমা) আঙুলদ্বয়ের দিকে ইশারা করে বলছিলেন,

"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ আমার আগমন ও কিয়ামাত—এ দুটি আঙুলের (ব্যবধানের) ন্যায়।" '[২]

ইন্তেকালের সময় পরিধেয় বস্ত্র

[১৩২] আবু বুরদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়ামানে তৈরি মোটা কাপড়ের একটি 'ইযার' (নিম্নবসন) ও একই ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি একটি জামা—যাকে তোমরা 'মুলাব্বিদা' নামে চেনো—এ দুটি বস্ত্র আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের সামনে বের করে বললেন, "এ দুটি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন।"'[৩]

ছিন্নবস্ত্রে কেটেছে আহলুস সুফফার সাহাবিদের দিনকাল

[১৩৩] (আহলুস-সুফফা'র অন্যতম সাহাবি) তালহা ইবনু উমার নাসরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যখন মদীনায় আসলাম, তখন এখানে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে প্রতি দু দিনে এক মুদ্দ পরিমাণ খেজুর আসতো। অতঃপর (একদিন) রাসূলুল্লাহ

[১] ৬৬ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] বুখারি, ৫৩০১; মুসলিম, ১৩২/২৯৫০।
[৩] বুখারি, ৫৮১৮; মুসলিম, ৩৪/২০৮০।

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে পেছন থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, শুকনো খেজুর খেয়ে খেয়ে আমাদের পেট জ্বলে গিয়েছে, আর আমাদের চটের জামাও ছিঁড়ে গিয়েছে!' এসব অনুযোগ শুনে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ভাষণ দেন। ভাষণে আল্লাহ তাআলা'র স্তুতি ও প্রশংসা করে তিনি বলেন,

وَاللَّـهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ اللَّحْمَ وَالْخُبْزَ لَأَطْعَمْتُكُمُوْهُ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمُ الْجِفَانُ وَيُرَاحُ وَلَتَلْبِسُنَّ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

"আল্লাহ'র কসম! তোমাদের জন্য গোশত ও রুটির ব্যবস্থা করার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তা খাওয়াতাম। তোমাদের উপর এমন একটি সময় আসবেই, যখন তোমাদের কারো কারো সামনে সকাল-সন্ধ্যায় খাবারের বিশাল বিশাল ডিশ পরিবেশন করা হবে, আর তোমাদের গায়ে থাকবে কা'বার গিলাফ সদৃশ পোশাক।"

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আজকের সময় ও সেই সময়—এ দুয়ের মধ্যে আমাদের জন্য কোনটি উত্তম?' জবাবে তিনি বললেন,

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"সে সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। সে সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অধিক উত্তম; (কারণ) সে সময় তোমাদের একদল অপরদলের গর্দানে আঘাত করবে।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৭৭; ১৭৮)

যা শোধ করার সামর্থ্য নেই—তা নিজের আমানতের বলয়ে নেওয়ার চেয়ে অসংখ্য তালিযুক্ত একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করা অধিক উত্তম

[১৩৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বাকিতে একটি জিনিস ক্রয় করার জন্য নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁকে) এক ইয়াহূদির নিকট প্রেরণ করেন; কিছুটা সচ্ছলতা আসলে তার

[১] আবূ নুআইম, হিলইয়া ১/৩৭৫।

পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া হবে। ইয়াহূদি লোকটি মন্তব্য করলো, 'মুহাম্মদের জীবনে কি কখনো সচ্ছলতা আসবে?' আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বললেন,

كَذَبَ الْيَهُوْدِيُّ أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ لَأَنْ يَّلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتّٰى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ فِيْ أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

"ইয়াহূদি লোকটি মিথ্যা বলেছে।" এ কথাটি তিনবার বলেছেন। "ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে আমি সর্বোত্তম ব্যক্তি।" এটিও তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। "যা শোধ করার সামর্থ্য নেই—তা নিজের আমানতের বলয়ে নেওয়ার চেয়ে অসংখ্য তালিযুক্ত একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করা একজন ব্যক্তির জন্য অধিক উত্তম।" '[১]

সর্বোত্তম সম্পদ

[১৩৫] সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ

"আর যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, সেগুলো আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ(!) দিয়ে দাও।"—(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪) নাযিল হলো, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, 'স্বর্ণ-রুপার ব্যাপারে যা নাযিল হওয়ার, তা তো নাযিল হলোই। এখন আমরা যদি জানতে পারতাম সর্বোত্তম সম্পদ কোনটি, তাহলে আমরা তা-ই গ্রহণ করতাম।' (এ কথা শুনে) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِيْنُ عَلَى الْآخِرَةِ

"সর্বোত্তম সম্পদ হল আল্লাহ'র যিক্‌রকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ মন ও পরকালের (নাজাত লাভে) সহায়তাকারী স্ত্রী।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১০১)

[১] অত্যন্ত দুর্বল।

[২] ১০১ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে পাপ এড়িয়ে চলো

[১৩৬] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনে (গভর্নর হিসেবে) প্রেরণ করার সময় মুআয বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ

"সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আল্লাহ'র অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকো; প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ'র যিক্‌র করো এবং কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা শুরু করো—গোপন পাপের তাওবা গোপনে, আর প্রকাশ্য পাপের তাওবা প্রকাশ্যে।" '[১]

জান্নাতের ভেতর আফসোস

[১৩৭] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ وَ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ

"মানুষের কোনো একটি বৈঠকও যদি আল্লাহ'র যিক্‌র ও নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ থেকে বঞ্চিত থাকে, কিয়ামতের দিন সেই বৈঠকটি হবে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য চরম আফসোসের বিষয়; সাওয়াবের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেও (তাদের আফসোস থেকে যাবে)।" '[২]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরুত্ব

[১৩৮] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। জবাবে তিনি বললেন,

"إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে

[১] হাইসামি, ৪/২১৫, সনদটি দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ৩৩৭৭, সহীহ।

গেলে, সাথে সাথে একটি ভালো কাজ সম্পাদন করো; তাহলে তা মন্দকে মুছে দিবে।" আমি বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ / আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'—উচ্চারণ করা কি ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, "هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ভালো কাজসমূহের মধ্যে এটি সর্বোত্তম।" '[১]

একফোঁটা অশ্রু দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের অনেক সমুদ্র নির্বাপিত করে দিবেন

[১৩৯] খাযিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন। তখন তাঁর পাশে একব্যক্তি কান্নাকাটি করছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'এ ব্যক্তি কে?' বলা হলো, 'অমুক।' অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, "আমরা আদম সন্তানের সকল কাজের ওজন করে থাকি, তবে কান্না বাদে; কারণ একফোঁটা অশ্রু দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের অনেক সমুদ্র নির্বাপিত করে দিবেন।"[২]

জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর ঠোঁটে কখনো হাসি ফুটেনি

[১৪০] রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

لَمْ تَأْتِنِيْ إِلَّا وَأَنْتَ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ

"আপনি যতোবার আমার নিকট এসেছেন, ততোবারই আপনার কপালে শোক ও দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল।" (এর কারণ দর্শাতে গিয়ে) জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে আমার ঠোঁটে কখনো হাসি ফুটেনি।' '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৪০)

কুরআনের দুটি আয়াতের প্রতিক্রিয়া

[১৪১] হিমরান ইবনু আইয়ুন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا

[১] একজন বর্ণনাকারী অত্যন্ত দুর্বল।
[২] একজন বর্ণনাকারীর পরিচয় অজ্ঞাত।
[৩] ইসনাদটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি)।

"আমার নিকট রয়েছে শক্ত বেড়ি, জ্বলন্ত আগুন, শ্বাস রোধ করা খাবার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩:১২-১৩)—এ আয়াত পাঠ করে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।'[১]

বাস্তবতা জানলে মানুষ অল্প হাসতো ও অধিক কাঁদতো

[১৪২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

"আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৬)

অভিজাত পোশাকে কল্যাণ নেই

[১৪৩] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,

"يَا أَبَا ذَرٍّ أُنْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আবূ যার! মাসজিদে সবচেয়ে পরিপাটি লোকটির দিকে তাকাও।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, সবচেয়ে পরিপাটি লোকটি উৎকৃষ্ট মানের পোশাক পরিহিত। আমি (নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, এ কথার উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন,

"أُنْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ মসজিদে সবচেয়ে নগণ্য লোকটির দিকে দৃষ্টি দাও।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তিটি বহু পুরাতন ও জরাজীর্ণ জামা গায়ে দিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ সবের উদ্দেশ্য কী? রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَهٰذَا خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا

"দুনিয়া-ভর্তি এরূপ উৎকৃষ্ট মানের পোশাকধারীর তুলনায় এই পুরাতন জরাজীর্ণ পোশাকধারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা'র দৃষ্টিতে অধিক উত্তম।" '[৩]

[১] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১/৫৫২, অত্যন্ত দুর্বল।
[২] ৩৬ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] হাইসামি, ১০/২৫৮, সহীহ।

মেয়ের বিয়েতে উপহার

[১৪৪] ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বিছানা, আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ ও কিছু পনির উপহার দিয়েছিলেন।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৭০)

পরকালের আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ

[১৪৫] আবদুল্লাহ ইবনুল হারস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হাজ্জ সম্পাদন করেছেন। উটটি এদিক সেদিক দুলতে থাকলে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأٰخِرَةِ (হে আল্লাহ!) আমি হাজির। পরকালের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ।" '[২]

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ

[১৪৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।" '[৩]

দুর্ভিক্ষের তুলনায় প্রাচুর্য বেশি ভয়ঙ্কর

[১৪৭] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, দুর্ভিক্ষ তো আমাদেরকে খেয়ে ফেললো।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

غَيْرُ ذٰلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُبَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِيْ لَا يَلْبَسُوْنَ الذَّهَبَ

"প্রাচুর্য তো তোমাদের জন্য আরো বেশি ভয়ঙ্কর। (তখন) দুনিয়া

[১] বুখারি, ৩১১৩; মুসলিম, ২৭২৭।
[২] ইবনু আবী শাইবা, ৭/৮২।
[৩] মুসলিম, ১/২৯৫৬।

তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলবে। হায়! আমার উম্মাহ'র লোকেরা যদি স্বর্ণ পরিধান না করতো!" '[১]

আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত নয় এমন প্রত্যেক জিনিসই অভিশপ্ত

[১৪৮] মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ

"দুনিয়া অভিশপ্ত; তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, তবে যা কিছু আল্লাহ তাআলা'র জন্য নিবেদিত (তা বাদে)।" '[২]

মুমিনের জীবনোপকরণ হবে মুসাফিরের সম্বলের ন্যায়

[১৪৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সালমান ফারিসি (রদিয়াল্লাহু আনহু) ভাষণ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবি!' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো অনুরাগ বা বিরাগের জন্য কাঁদছি না; তবে (আমার কান্নার কারণ হলো) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, যা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনোপকরণ হবে মুসাফিরের সম্বলের ন্যায়। এ কথা বলে তিনি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দিকে নজর দিলেন। হিসেব কষে দেখা গেলো, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদসমূহের মূল্য পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিরহামের মত।'

অধিক জীবনোপকরণ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করে তোলে

[১৫০] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِيْ الدُّنْيَا

"তোমরা (অধিক) জীবনোপকরণ গ্রহণ কোরো না, অন্যথায় দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৭০; ১৭১)

[১] ইবনু আবী শাইবা, ৭/৮৫, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২৩২২, হাসান।
[৩] তিরমিযি, ২৩২৮, সহীহ।

কাঠের ঘর মেরামত করার দৃশ্যও তাঁর নিকট অপছন্দনীয়

[১৫১] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন; আমরা তখন একটি কাঠের ঘর মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا এটি কী?" আমরা বললাম, এটি একটি কাঠের ঘর—যা দুর্বল হয়ে গিয়েছে; আমরা এটি মেরামত করছি। তিনি বললেন,

"مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ এ রকম কাণ্ড দেখলেই আমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই।" '[১]

পরপর কয়েক রাত অভুক্ত থাকতেন

[১৫২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরপর অনেক রাত অভুক্ত থাকতেন। তাঁর পরিবারবর্গের নিকটও সকাল ও রাতে খাওয়ার মতো কিছু থাকতো না। তাঁরা সাধারণত যবের রুটি খেতেন।'[২]

একমাস পর্যন্ত ঘরে রুটি বানানো হয়নি

[১৫৩] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, '(একবার) আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট ভেড়ার একটি পা পাঠালেন। আমি তা ধরে রাখলাম, আর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি কেটে ভাগ করলেন।' (অতঃপর) আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর এক-দু মাস এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন তাঁরা রুটিও বানাননি এবং হাড়িও চড়াননি।'[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৮)

ক্ষুধার যন্ত্রণায় ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছিলেন

[১৫৪] নুমান ইবনু বাশীর (রহিমাহুল্লাহ) এক বক্তৃতায় বলেন, 'মানুষকে দুনিয়া কীভাবে পেয়ে বসেছে—তা উল্লেখ করে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, 'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ন্যুব্জ হয়ে যেতে দেখেছি। পেট ভরার মতো নিম্ন মানের খেজুরও

[১] তিরমিযি, ২৩৩৫, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২৩৬০, সহীহ।
[৩] বুখারি, ৬৪৫৮, সহীহ; মুসলিম, ২৬/২২৮২।

(সেদিন) তাঁর নিকট ছিল না।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১১২)

পরপর দুদিন পেট ভরে যবের রুটি খেতে পাননি

[১৫৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন পরপর দুদিন পেট ভরে যবের রুটি খেতে পায়নি।'[২]

রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

[১৫৬] মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

"تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (মুমিন তো তাঁরা) যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা এড়িয়ে চলে।" (সূরা আস-সাজদাহ ৩২:১৬)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "قِيَامُ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ (তাঁরা হলো) সেসব বান্দা যারা রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।"[৩]

কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকতো না

[১৫৭] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের নিকট কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকতো না।'[৪]

দুনিয়াতে প্রাপ্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

[১৫৮] আবূ কিলাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

"ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ তারপর সেদিন তোমাদেরকে বিভিন্ন অনুগ্রহের ব্যাপারে প্রশ্নের মুখোমুখি করা হবে।" (সূরা আত-তাকাসুর ১০২:৮)

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَعْقِدُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ بِالنَّقِيِّ فَيَأْكُلُوْنَهُ আমার উম্মতের কিছু

[১] ১১২ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] মুসলিম, ২২/২৯৭০।
[৩] হাইসামি, ৭/৯০, দুর্বল।
[৪] তিরমিযি, ৪/২৩৫৯, সহীহ।

লোক যবের মসৃণ গুড়ার সাথে ঘি ও মধু মিশিয়ে খায়!"[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৫)

সুস্থ দেহ আল্লাহর নিয়ামত—যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে

[১৫৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ الْجِسْمَ وَأُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"নিয়ামত প্রসঙ্গে কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে তা হলো, তাকে বলা হবে, 'আমি কি তোমার দেহকে সুস্থ রাখিনি এবং তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করাইনি?" '[২]

কোন সম্পদ মানুষের নিজস্ব?

[১৬০] মুতার্‌রিফ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ অধিক ঐশ্বর্যশালী হওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে!" (সূরা আত-তাকাছুর ১০২)-এর ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বললেন,

يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমসন্তান (অর্থাৎ, মানুষ) বলে, 'আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!' আদমসন্তান! তোমার কি কোনো সম্পদ আছে? যা খেয়েছো, তা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো; যা পরিধান করেছো, তা তো মলিন করে ফেলেছো; আর যা দান করেছো, তা তো করেই ফেলেছো!"[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ৫৯)

আঙুরের লতা খেয়ে খেয়ে সাহাবিদের মুখের কোণে ঘা হয়ে গিয়েছিল

[১৬১] উতবা ইবনু গাযওয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকা সাতজনের মধ্যে আমি

[১] ইসনাদটি মুরসাল।
[২] তিরমিযি, ২৩৫৮, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৩/২৯৫৮।

ছিলাম সপ্তম। আঙুরের লতা ছাড়া আমাদের নিকট কোনো খাবার ছিল না। (এগুলো খেয়ে খেয়ে) আমাদের মুখের কোণে ঘা হয়ে গিয়েছিল।'[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৬২)

এক সময় সাহাবিদের নিকট সামুর ও আঙুরের লতা ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না

[১৬২] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ'র রাস্তায় তির নিক্ষেপ করেছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের নিকট সামুর ও আঙুরের লতা ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না। (এসব খাওয়ার দরুন) আমাদের লোকজন ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় মলত্যাগ করতো।'[২]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৬১)

একব্যক্তি বস্ত্রের অভাবে শীতকালে গর্তে লুকিয়ে থাকতেন

[১৬৩] কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদেরকে বলা হলো, একব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় পেটের সাথে পাথর বেঁধে রাখে, যেন এর মাধ্যমে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে। লোকটি শীতকালে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে থাকে; এ ছাড়া তাঁর আর কোনো দেহাবরণ নেই।'[৩]

নিয়ামতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ

[১৬৪] আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(একবার) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর ও উমার গোশত, যবের রুটি, খেজুর ও ঠান্ডা পানি খেলেন। খাওয়া শেষে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "هٰذَا وَرَبِّكُمَا لَمِنَ النَّعِيمِ তোমাদের রবের শপথ! এ খাবার অবশ্যই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।" '[৪]

পানির ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

[১৬৫] আবূ সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেলে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল সাহাবি নিয়ে আবুল হাইসাম মালিক ইবনুত

[১] আহমাদ, ৪/১৭৪, হাসান।

[২] বুখারি, ৩৭২৮; মুসলিম, ১২-১৩/২৯৬৬।

[৩] তাবারি, ২৮/৪০।

[৪] ইসনাদটি দুর্বল।

তীহান-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ؟ আবুল হাইসাম কোথায়?" তাঁর স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে গিয়েছেন।' ইত্যবসরে আবুল হাইসাম এসে হাজির হন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য (কোনো খাবার) প্রস্তুত করোনি?' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'কিছু একটা তৈরি করো।' এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী যব পিষতে গেলেন, আর তিনি গেলেন তাঁর গবাদি পশুর পালের দিকে। একটি ভেড়া জবাই করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ দুধ দেয় এমন কোনো (ভেড়া) জবাই কোরো না।" তিনি রান্না করে সাহাবিদের সামনে খাবার পরিবেশন করলে তাঁরা খাবার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মশক বা বালতিতে করে পানীয় নিয়ে আসেন যা থেকে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিরা পান করেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذِهِ الشَّرْبَةِ (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে এ পানীয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" '[১]

যেকোনো মামুলি ব্যক্তির ডাকেও সাড়া দিতেন

[১৬৬] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কৃতদাসের ডাকে সাড়া দিতেন, অসুস্থকে দেখতে যেতেন এবং গাধায় চড়তেন।'[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৭৩; ৯২)

পরকালের কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হলে পরকালে তা কোনো উপকারে আসবে না

[১৬৭] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بُشِّرَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ
لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ

"এ উম্মতকে সমুন্নত মর্যাদা, (আল্লাহ'র পক্ষ থেকে) সাহায্য ও (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরকালের কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করবে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ

[১] তিরমিযি, ২৩৬৯, সহীহ।

[২] তিরমিযি, ১০১৭, দুর্বল।

থাকবে না।" '[১]

আল্লাহই পরম উদ্দেশ্য

[১৬৮] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে পরম উদ্দেশ্যে পরিণত করে, আল্লাহ'র সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'[২]

বহুমুখী উদ্বেগের কুফল

[১৬৯] সুলাইমান ইবনু হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ هَمُّهُ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ بِكُلِّ وَادٍ لَمْ يُبَالِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَيِّهَا هَلَكَ

"যার উদ্বেগ কেবল একটি (অর্থাৎ পরকাল), তার (পার্থিব) উদ্বেগের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; পক্ষান্তরে যার উদ্বেগ বহুমুখী, সে কোন গিরিখাতে মরে পড়ে থাকে—তাতে আল্লাহ তাআলা'র কিছুই যায় আসে না।" '[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১১৬)

দুনিয়াদার ব্যক্তির অনবরত দারিদ্র্য

[১৭০] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ كَفَّ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا أَفْشَى اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَا يُمْسِىْ إِلَّا فَقِيْرًا وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيْرًا

"বান্দার পরম উদ্দেশ্য যদি পরকাল হয়, তাহলে আল্লাহ ঐ বান্দার পার্থিব জীবনোপকরণ কমিয়ে দিয়ে তার অন্তরে প্রাচুর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিবেন; পক্ষান্তরে তার পরম উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়া, তাহলে আল্লাহ তার জীবনোপকরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তার কপালে দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দিবেন, ফলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে

[১] আহমাদ, ৪/১৩৪, সহীহ।

[২] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭/৩৬১।

[৩] ১১৬ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

হবে সে একজন ফকির, আবার সন্ধ্যাসময়ও মনে হবে সে একজন অতি অভাবী ব্যক্তি।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৫০; ১৭১)

পরকালমুখিতার সুফল

[১৭১] আবদুর রহমান ইবনু আবান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'দুপুর বেলা যাইদ ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) মারওয়ানের দরবার থেকে বের হলেন। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, 'এ সময় তিনি সেখানে গিয়েছেন; নিঃসন্দেহে মারওয়ান তাঁর কাছে কিছু জানতে চেয়েছেন।' আমি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! তিনি আমাদের নিকট কিছু বিষয় জানতে চেয়েছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ مُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مَنْ وَرَائَهُمْ

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তি(র মুখ)কে উজ্জ্বল করুন—যে আমার কথা শুনে সংরক্ষণ করে এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দেয়! কারণ অনেক ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের কথা বহন করে চলে, কিন্তু নিজেরা ধীশক্তির অধিকারী নয়; আবার অনেক লোক ধীশক্তির অধিকারী বটে, তবে (প্রচারের মাধ্যমে) তারা সেই জ্ঞানকে এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেয় যারা অধিকতর ধীশক্তির অধিকারী। তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনো বিতৃষ্ণা জাগে না—(১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা; (২) শাসকদেরকে উপদেশ দেওয়া ও (৩) সংঘবদ্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরা। শাসকদেরকে উপদেশ দিলে তাদের পেছনে যারা আছে তারাও উপদেশের আওতায় চলে আসে।" তিনি (আরো) বলেছেন,

مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ نِيَّتُهُ لِلدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ

[১] ইসনাদটি মুরসাল।

"যার পরম উদ্দেশ্য পরকাল, আল্লাহ তার পার্থিব বিষয়াদি গুছিয়ে দিয়ে তার অন্তরে প্রাচুর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তার নিকট চলে আসবে; পক্ষান্তরে যার ধ্যান-জ্ঞান কেবল দুনিয়াকে নিয়ে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনোপকরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখবেন এবং তার কপালে দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দিবেন, আর দুনিয়াও সে শুধু ততোটুকুই পাবে—যতোটুকু আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন।" মারওয়ান আমার নিকট (আরো) জানতে চেয়েছেন, মধ্যবর্তী সালাত কোনটি; মধ্যবর্তী সালাত হলো যুহরের সালাত।'[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৫০; ১৭০)

দুটি অনুগ্রহের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে

[১৭২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الْفَرَاغُ وَالصِّحَّةُ

"দুটি অনুগ্রহের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে; (অনুগ্রহ দুটি হলো) অবসর ও সুস্থতা।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ২০৩)

সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যার আয়ু দীর্ঘ ও আচরণ সুন্দর

[১৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু বাশার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'দুজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসার পর তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে ও সুন্দর আচরণ করে।" অপরজন বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, ইসলামের বিধি-বিধান তো আমার নিকট অধিক মনে হচ্ছে! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা আমি সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবো।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ'র যিক্‌রে

[১] আবূ দাঊদ, ৩৬৬০, সহীহ; তিরমিযি, ২৬৫৬, সহীহ।
[২] বুখারি, ৬৪১২।

সবসময় সিক্ত থাকে।"[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ১১৪)

পরকালের সর্বোত্তম পাথেয় আল-কুরআন

[১৭৪] জুবাইর ইবনু নুদাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوْا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِيْ الْقُرْآنُ

"তোমরা আল্লাহ তাআলা'র নিকট কখনো ঐ বস্তুর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে যেতে পারবে না যা তাঁর নিকট থেকে এসেছে; অর্থাৎ, কুরআন।"[২]

ইবাদতের জন্য সময় বের করলে আল্লাহ তাআলা অভাব ঘুচিয়ে দেন

[১৭৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِبْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

"আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবকাশ বের করো, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরপুর করে দিবো, অভাব ঘুচিয়ে দিবো; অন্যথায় তোমার অন্তরকে নানা ব্যস্ততায় ভরপুর করে রাখবো এবং তোমার দারিদ্র্যকে অবারিত করে দিবো।" '[৩]

পরকালে কী পাওয়া যাবে—তা জানলে লোকেরা মন থেকে চাইতো তার অভাব ও দারিদ্র্য যেন আরো বেড়ে যায়

[১৭৬] ফুদালা ইবনু উবাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন লোকদের সালাতে ইমামতি করতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার তাড়নায় সালাতে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় নিচে পড়ে যেতেন। তাঁরা ছিলেন আসহাবুস সুফফা'র সাহাবি। এ দৃশ্য দেখে বেদুইনরা বলতো, 'এ লোকগুলোকে জিনে ধরেছে।' সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের দিকে ফিরে বললেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُوْنَ حَاجَةً

[১] তিরমিযি, ৩৩৭২; ইবনু মাজাহ, ৩৭৯৩, সহীহ।
[২] হাকিম, ২/৪৪১, সহীহ।
[৩] তিরমিযি, ২৪৬৬, সহীহ।

وَ فَاقَةً

"তোমরা যদি জানতে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট তোমাদের জন্য কী (বরাদ্দ) রয়েছে, তাহলে তোমরা মন থেকে চাইতে—তোমাদের অভাব ও দারিদ্র্য যেন আরো বেড়ে যায়!" সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম।'[১]

হতদরিদ্র লোকেরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে

[১৭৭] আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আনসারদের একটি পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলাম। (পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাবে) আমাদের কারো কারো দেহের বিভিন্ন অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ছিল; ফলে তাঁরা নানাভাবে সেসব অংশ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের একজন পাঠক আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা'র কিতাব পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আর আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আমাদের সাথে বসে গেলেন, যেন তিনি আমাদেরই একজন! এ দৃশ্য দেখে পাঠক থেমে গেলেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ؟ তোমরা কী বিষয়ে কথা বলছিলে?" আমরা জবাব দিলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের মধ্যে একজন পাঠক আমাদেরকে আল্লাহ'র কিতাব পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের ইশারায় তাঁদেরকে গোল হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। সবাই তা করলো। আমি দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ পাঠচক্রের মধ্যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চেনেন না। অতঃপর তিনি বললেন,

أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ الصَّعَالِيْكِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُمِأَةِ عَامٍ

"নিঃস্বদের দল! সুসংবাদ তোমাদের জন্য। ধনীদের অর্ধদিবস পূর্বে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর সেই অর্ধদিবসটি হল পাঁচশত বছরের সমান।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৩৩; ১৭৮)

[১] তিরমিযি, ২৩৬৯, সহীহ।

[২] আহমাদ, ৩/৯৬, দুর্বল; তবে সহীহ হাদীসে অনুরূপ তথ্য রয়েছে।

প্রাচুর্যের তুলনায় দারিদ্র্যের সময় মুমিনের জন্য অধিক উত্তম

[১৭৮] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিঃস্ব মুসলিমগণ আহলুস সুফফা'র লোকদের সাথে জড়ো হতেন। তাঁদের কোনো নতুন জামা থাকতো না; বরং পরিধেয় বস্ত্রসমূহ চামড়া দিয়ে তালি দিয়ে রাখতেন। একবার নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَوْ يَوْمٌ يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ وَيَرُوْحُ فِيْ أُخْرٰى وَتَغْدُوْ عَلَيْهِ جَفْنَةٌ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأُخْرٰى وَيَسْتُرُ بَيْتَهُ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟

"বর্তমান সময়টি তোমাদের জন্য ভালো, নাকি ঐ সময়টি—যখন তোমাদের কেউ কেউ সকালে একটি 'হুল্লা' (জৌলুসপূর্ণ জামা) গায়ে দিবে আর বিকালে গায়ে দিবে আরেকটি, তার সামনে সকালে পরিবেশন করা হবে খাদ্যভর্তি বিশাল আকৃতির একটি ডিশ আর সন্ধ্যায় আনা হবে আরেকটি ডিশ এবং সে তার গৃহকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখবে যেভাবে কাবা-কে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়?" '

তাঁরা বললেন, 'না, বরং ঐ সময়টিই আমাদের জন্য অধিক উত্তম!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ না, বরং বর্তমান সময়টিই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম!"[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৩৩; ১৭৭)

আল্লাহর স্মরণে কিছু সময় ব্যয় করলে বান্দার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

[১৭৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِبْنَ آدَمَ أُذْكُرْنِيْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِيْكَ مَا بَيْنَهُمَا

"আদম সন্তান! সকাল ও বিকালে একটু সময় আমাকে স্মরণ করো; এতদুভয়ের মাঝখানের সময়টুকুতে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।" '

আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু নিয়ে নিলে আরেকটি দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করে দেন

[১৮০] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ

[১] ৩০, ১২৭, ১৩৩ ও ১৭৭ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গাদবা নামে একটি উট ছিল; কোনো উট তার আগে যেতে পারতো না। একদিন এক বেদুইন একটি উটের পিঠে চড়ে সেটিকে পেছনে ফেলে দেয়। বিষয়টি ছিল মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক। তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, গাদবা তো পেছনে পড়ে গেলো!' তাঁদের বেদনাক্লিষ্ট চেহারা দেখে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

"আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়া থেকে কোনো কিছু উঠিয়ে নেন, তাহলে অন্য একটি দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব।" '[১]

বুদ্ধিমান তো সেই যে তার প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখে

[১৮১] শিদাদ ইবনু আউস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"বুদ্ধিমান তো সেই—যে তার প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, আর প্রকৃত অসহায় তো সেই—যে তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে আবার আল্লাহ তাআলা'র নিকট ভালো ভালো জিনিস প্রত্যাশা করে।" '[২]

প্রাচুর্য মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকে

[১৮২] সাঈদ ইবনু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবিদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে এক ধনী ব্যক্তির পাশে বসলো; (ধনী ব্যক্তিটি এমন আচরণ করলো) যেন তার গায়ের জামা কেউ টেনে ধরেছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারার রঙ বদলে গেলো। তিনি ধনী লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَخَشِيتَ يَا فُلَانُ أَنْ يَعْدُوَ غِنَاكَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَعْدُوَ فَقْرُهُ عَلَيْكَ؟

[১] বুখারি, ৬৫০১।
[২] একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

"অমুক! তোমার কি ভয় হচ্ছে, তোমার প্রাচুর্য ঐ লোকটির মধ্যে সংক্রমিত হবে আর তার দারিদ্র্য তোমার মধ্যে চলে আসবে?" সে বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, প্রাচুর্যের মধ্যে এমন কী অনিষ্ট আছে (যা সংক্রমিত হতে পারে)?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

نَعَمْ إِنَّ غِنَاكَ يَدْعُوكَ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ فَقْرَهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ

"হ্যাঁ! তোমার প্রাচুর্য তোমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে, আর তার দারিদ্র্য তাকে ডাকছে জান্নাতের দিকে।" ধনী ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো, 'কী কাজ করলে আমি (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি পেতে পারি?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "تُوَاسِيهِ তাকে সহায়-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করো।" সে বললো, 'তাহলে আমি তা-ই করবো।' দরিদ্র লোকটি বললো, 'পার্থিব বিষয়াদির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"فَاسْتَغْفِرْ وَادْعُ لِأَخِيكَ তাহলে তোমার ভাইয়ের জন্য (আল্লাহ'র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করো।" '[১]

দুনিয়া ও নারীর পরীক্ষা

[১৮৩] আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ

"দুনিয়া(র রূপ) হলো মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায় (যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে)। অতএব দুনিয়া ও নারী(র পরীক্ষা)-কে ভয় করো।" '[২]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৬২; ২৩৩)

জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরিহারের সুফল

[১৮৪] সাহল ইবনু মুআয ইবনি আনাস তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

[১] মুরসাল।
[২] মুসলিম, ৯৯/২৭৪২।

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ حُلَلِ الْإِيْمَانِ يَلْبِسُ أَيَّهَا شَاءَ

"সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা'র প্রতি বিনয়ের দরুন (জৌলুসপূর্ণ) পোশাক পরিহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ডেকে সকল সৃষ্টির শীর্ষে তুলে ধরে সুযোগ দিবেন—সে যেন ঈমানের জৌলুসপূর্ণ পোশাকসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা পরিধান করে।" '[১]

তিনদিন অভুক্ত ছিলেন

[১৮৫] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক ছিলকা যবের রুটি খাওয়ালেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ এটিই প্রথম খাবার যা তোমার পিতা গতো তিনদিনের মধ্যে খেলেন।" '[২]

প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য

[১৮৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا إِسْتَبْشَرُوْا وَ إِذَا أَسَاؤُوْا إِسْتَغْفَرُوْا

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করো—যারা ভালো কাজ করলে খুশি হয়, আর খারাপ কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" '[৩]

প্রতিদিন একশত বার তাওবা

[১৮৭] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِيْ الْيَوْمِ مِأَةَ مَرَّةٍ

"ওহে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট তাওবা করো / ফিরে এসো; আমিও প্রতিদিন তাঁর নিকট একশত বার তাওবা করি।"[৪] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৩)

[১] তিরমিযি, ২৪৮১, হাসান।

[২] হাইসামি, ১০/৩১২, একজন বাদে অন্যান্য বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

[৩] ইবনু মাজাহ, ৩৮২০, দুর্বল।

[৪] মুসলিম, ২৭০২।

মানুষের উদ্দেশ্যে করা কোনো কাজের প্রতিদান পরকালে নেই

[১৮৮] সালামা ইবনু কুহাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জুনদুব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ يُّسَمِّعْ يُسَمِّعُ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللّٰهُ بِهِ

"যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তা শোনানোর ব্যবস্থা করে দিবেন; আর যে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে, আল্লাহ তা দেখানোর ব্যবস্থা করে দিবেন।" '[১] [২]

কিছু কিছু রাত্রিজাগরণ শুধু শুধু ঘুম নষ্ট করার শামিল

[১৮৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

"অনেকে সিয়াম পালন করে, অথচ তাদের সিয়াম নিছক অভুক্ত থাকার নামান্তর; আবার অনেকে রাত জেগে ইবাদত করে, অথচ তাদের রাত্রি-জাগরণ শুধু শুধু ঘুম নষ্ট করার শামিল।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৮; ১৯১)

মিথ্যার কুফল

[১৯০] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَّمْ يَدَعِ الزُّوْرَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যার ভিত্তিতে কাজকর্ম ও অজ্ঞতা পরিহার করে না, সে তার খাদ্য-পানীয় পরিহার করুক—তাতে আল্লাহ'র কোনো প্রয়োজন নেই।" '[৪]

[১] মুসলিম, ৪৮/২৯৮৭।

[২] অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছে—তা যেহেতু দুনিয়াতেই হাসিল হয়ে যাবে, তাই পরকালে ঐ কাজের আর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। (অনুবাদক)

[৩] আহমাদ, ২/৩৭৩, সহীহ।

[৪] বুখারি, ১৯০৩।

কোনো কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হলে আল্লাহ তা গ্রহণ করেন না

[১৯১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَإِنِّى بَرِيْءٌ مِّنْهُ وَهُوَ لِلَّذِىْ أَشْرَكَ

"আনুগত্য লাভের সর্বোত্তম সত্তা আমি; যে ব্যক্তি কোনো কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে—আমি তা থেকে মুক্ত। তা ঐ ব্যক্তির জন্যই বরাদ্দ—যাকে সে শরীক সাব্যস্ত করেছে।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৮; ১৮৯)

যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যায়—তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হবে

[১৯২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ

"মিরাজের রাতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম—যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কারা?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ كَانُوْا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

"এরা হলো দুনিয়ার সেসব বক্তা যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যায়, অথচ তারা কুরআন পাঠ করে; তারা কি বিবেক খাটায় না?" '[২] (তুলনীয়: সূরা আল-বাকারা ২:৪৪)

আল্লাহ-ভীতিই সকল বিপদ থেকে উত্তরণের উপায়

[১৯৩] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি পাঠ করতে শুরু

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২০২, সহীহ।

[২] আহমাদ, ৩/১২০, ইসনাদে কোনও সমস্যা নেই।

করলেন,

"وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে (বিভিন্ন সমস্যা থেকে) উত্তরণের কৌশল দেখিয়ে দেন।"—(সূরা আত-তালাক ৬৫:২)'

তারপর বললেন, "يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوْا بِهَا لَكَفَتْهُمْ আবূ যার! সকল মানুষ যদি এ আয়াতটিকে মনের ভেতর স্থান দিতো, তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।"

তিনি এ আয়াতটি আমার সামনে এতো বেশি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে একপর্যায়ে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।'[১]

কিয়ামত দিবসের চিত্র

[১৯৪] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّنْظُرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

"যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের চিত্র দেখতে চায়, সে যেন আত-তাকভীর, আল-ইনফিতার ও আল-ইনশিকাক—এসব সূরা পাঠ করে।" '[২]

বিপুল পরিমাণ সম্পদ পেয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়ে অল্প সম্পদে জীবনযাপন করা অধিক উত্তম

[১৯৫] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন,

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِىْ أَنَّ أُحُدًا يُحَوَّلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ دِيْنَارَيْنِ إِلَّا دِيْنَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ

"সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের

[১] আলবানি, দঈফুল জামি, ৬৩৭২।

[২] তিরমিযি, ৩৩৩৩, সহীহ।

জন্য উহুদ পাহাড়টিকে সোনায় পরিণত করা হোক, আর আমি সেই সোনা আল্লাহ'র রাস্তায় ব্যয় করতে থাকি এবং মৃত্যুর দিন সেই সোনার পাহাড় থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যাই—এগুলোতে আমি কোনো পুলক বোধ করি না। তবে ঋণ—যদি আদৌ থাকে—পরিশোধের উদ্দেশ্যে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে মারা যাওয়ার বিষয়টি ব্যতিক্রম।"

(ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন) তিনি মৃত্যুর সময় স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা কিংবা দাস অথবা দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; কেবল তাঁর বর্মটি রেখে গিয়েছিলেন—যা এক ইয়াহূদির নিকট বন্ধক রেখে তিনি ত্রিশ সা' যব কিনেছিলেন।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১০)

আল্লাহর ব্যাপারে সেভাবে লজ্জাবোধ করা উচিত যেভাবে সৎ ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করা হয়

[১৯৬] সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أُوْصِيْكَ أَنْ تَسْتَحِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِيْ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

"তোমার প্রতি আমার উপদেশ হলো, তুমি আল্লাহ তাআলা'র ব্যাপারে সেভাবে লজ্জাবোধ করবে যেভাবে তুমি তোমার জাতির কোনো সৎ ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করো।" '[২]

মিথ্যুক হওয়ার জন্য যা যথেষ্ট

[১৯৭] হাফ্স ইবনু আসিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে যা কিছু শোনে—তা সবই বলে বেড়ায়।" '[৩]

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম উপায়—রাগ না করা

[১৯৮] আবূ সালিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সাহাবি

[১] ৫, ৯ ও ১০ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] হাইসামি, ৮/২৩, পারিপার্শ্বিক প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ।
[৩] মুসলিম, ভূমিকা, ৫/৫।

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে; অল্প আমলের কথা বলুন, যাতে আমি তা মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখতে পারি।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا تَغْضَبْ রাগ কোরো না।"'[১]

তাড়াহুড়ো না করা পর্যন্ত বান্দা কল্যাণ লাভ করতে থাকে

[১৯৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

"বান্দা কল্যাণ লাভ করতে থাকবে, যতোক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করবে।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন কাজটি তাড়াহুড়োর অন্তর্ভুক্ত?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ

"(যখন) সে বলবে, 'আমি তো আল্লাহ তাআলা-কে অনেক ডাকলাম; কই, তিনি তো আমার ডাকে সাড়া দিলেন না!" '[২]

বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সময় আল্লাহর বিধান মেনে চলার গুরুত্ব

[২০০] মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সময় আল্লাহ'র বিধান মেনে চলা আমার নিকট হিজরত করে চলে আসার ন্যায়।" '[৩]

আল্লাহ তাআলা চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না

[২০১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْبِكُمْ

[১] আহমাদ, ৩/৪৮৪, সহীহ।
[২] সহীহ।
[৩] মুসলিম, ১৩০/২৯৪৮।

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তাকান তোমাদের কর্মকাণ্ড ও অন্তঃকরণের দিকে।" '[১]

যে ব্যক্তি লোকবলের ভিত্তিতে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন

[২০২] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

"مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبْدِ أَذَلَّهُ اللهُ যে ব্যক্তি মানুষের শক্তির ভিত্তিতে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন।" '[২]

নিয়ামতের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

[২০৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ সেদিন (অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে বিভিন্ন অনুগ্রহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা আত-তাকাছুর ১০২:৮)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "أَلْأَمْنُ وَالصِّحَّةُ (অনুগ্রহসমূহ হল) নিরাপত্তা ও সুস্থতা।"[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ১৭২)

আল্লাহ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা ও ব্যবসায়ী হওয়ার নির্দেশ দেননি

[২০৪] আবূ মুসলিম খাওলানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا أَوْصَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা ও ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেননি; তিনি বরং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" '

---

[১] মুসলিম, ৩৪/২৫৬৪।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২২৪।

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১৪২।

(তুলনীয়: সূরা আল-হিজর ১৫:৯৮)

সামর্থ্যের বাইরের বিধানসমূহের জন্য অনুশোচনা করা উচিত

[২০৫] আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَجِدُ الْمُؤْمِنَ يَجْتَهِدُ فِيْمَا يُطِيْقُ مُتَلَهِّفًا عَلٰى مَا لَا يُطِيْقُ

"তুমি দেখতে পাবে, মুমিন (আল্লাহ'র নির্দেশসমূহের মধ্যে) যা মেনে চলার সামর্থ্য রাখে তা মেনে চলার চেষ্টা করে, আর যা তার সামর্থ্যের বাইরে তার জন্য অনুশোচনা করে।" '

কোমল আচরণের সুফল

[২০৬] ইবনু সালিহ হানাফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيْمٌ لَا يَضَعُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلٰى رَحِيْمٍ وَلَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيْمًا

"আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি কেবল কোমল ব্যক্তির উপর তাঁর কোমলতার পরশ বুলান, আর স্রেফ কোমল ব্যক্তিকেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" ' সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের সহায়-সম্পদ ও পরিজনদের সাথে তো আমরা কোমল আচরণ করে থাকি!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَيْسَ بِذٰلِكَ وَ لٰكِنْ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"ঐ কোমলতা নয়; বরং (মুমিনদের প্রতি কোমলতা উদ্দেশ্য যার ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, '(এমন এক রাসূল—যিনি) তোমাদের ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব ও মুমিনদের প্রতি সহমর্মী-দয়ালু।'—(সূরা আত-তাওবা ৯:১২৮)"[১]

নিকৃষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য

[২০৭] বাকর ইবনু সাওয়াদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৭৮।

سَيَكُوْنُ نَشْوٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُوْلَدُوْنَ فِي النَّعِيْمِ وَيُغْذَوْنَ بِهِ هِمَّتُهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ بِالْقَوْلِ أُولٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ

"অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটবে যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নেবে ও তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে; তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা, আর ওরা কথা বলবে দম্ভভরে—ওরা হলো আমার উম্মতের নিকৃষ্ট অংশ।" '

(তুলনীয়: হাদীস নং ২৪৩)

প্রকৃত ত্যাগী সে, যে খারাপ কাজ ত্যাগ করে

[২০৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ أَلَا إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ جَارُهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"মুমিন তো সে যার (অনিষ্ট) থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে; মনে রাখবে, প্রকৃত ত্যাগী (মুহাজির) সে যে খারাপ কাজ ত্যাগ করে; সত্যিকারের মুসলিম সে যার (অনিষ্ট) থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে। সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না—যার অনাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" '[১]

মন্দ কথার পরিণতিতে মানুষকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছরের দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে

[২০৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَدْرِيْ أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ مَا بَلَغَتْ يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

"মানুষ এমন কথা বলে যার ব্যাপারে সে আন্দাজ করতে পারে না—তা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ কথার পরিণতিতে তাকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছরের দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে।" '[২]

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ৯/৫৬।
[২] আল-ফাতহুর রব্বানি, ৯/২৬০।

(তুলনীয়: হাদীস নং ৭৯; ৮০)

ঘরোয়া কাজ

[২১০] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের কাজ করতেন; আর ঘরের কাজসমূহের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি করতেন সেলাইয়ের কাজ।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ৮)

উন্মুক্ত দ্বার

[২১১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ'র শপথ! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজা (সাধারণ লোকদের জন্য) রুদ্ধ ছিল না; কোনো পর্দা তাঁর সম্মুখে অন্তরাল সৃষ্টি করতো না; আর তাঁর সামনে সকাল-সন্ধ্যায় খাবারের বিশাল বিশাল ডিশও পরিবেশন করা হতো না; বরং তিনি ছিলেন খোলামেলা মানুষ। যে কেউ চাইলে আল্লাহ'র নবির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো। তিনি মাটিতে বসতেন, মাটির উপরেই তাঁর খাবার পরিবেশন করা হতো, তিনি মোটা কাপড় গায়ে দিতেন, গাধায় চড়তেন, ভৃত্যের পাশে থাকতেন, আর (খাবার শেষে) হাত চেটে খেতেন।'[২]

ভালো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত

[২১২] হাকীম ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَتٰى يُغْلَقُ

"কারো জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা হলে, তার উচিত উক্ত কল্যাণ লাভের জন্য পূর্ণ মনোযোগী হওয়া; কারণ সে জানে না, কখন (সে দ্বার) রুদ্ধ করে দেওয়া হবে।"

দুনিয়া ও জীবনের ছলনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা

[২১৩] হাওশাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২২/২৩–২৪।
[২] হিল্‌ইয়া, ২/১৫৩।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন দুনিয়া(র ছলনা) থেকে আশ্রয় চাই—যা উত্তম কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; আর এমন জীবন থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই—যা উত্তম মৃত্যুর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" '

আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে আলোচনার বৈঠকে উপবিষ্ট পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও করুণা লাভ করে

[২১৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا جَلَسَ الْقَوْمُ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَجَلِّلُوْهُمْ بِالرَّحْمَةِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَا يُشْقِى جَلِيْسُهُمْ

"একদল মানুষ যখন আল্লাহ তাআলা'র (বাণী নিয়ে) আলোচনা করার উদ্দেশ্যে (কোথাও) বসে, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, 'আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি; তাদেরকে করুণার চাদরে আচ্ছাদিত করে দাও।' ফেরেশতারা বলে, 'হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে তো অমুক ব্যক্তিও রয়েছে (—যে ঐ মানের নয়)।' আল্লাহ বলেন, 'এরা এমন দল যাদের মধ্যে একজন উপবিষ্টকেও হতভাগা করা হবে না।" '[১]

তাঁর গৃহে ক্ষুধার্ত হাসান ও হুসাইনকে দেওয়ার মতো খাবার ছিল না

[২১৫] হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'হাসান ও হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) অভুক্ত থাকায় (খাবারের সন্ধানে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নয়টি ঘরে লোক পাঠানো হয়; কিন্তু তারা সেখানে তরল কিংবা শুকনো—কোনো খাবারই খুঁজে পাননি।'

মসৃণ আটার রুটি খাননি

[২১৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সেই সত্তার শপথ—যিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! তিনি (কখনো) ঝাঁঝর বা চালনি দেখেননি, এবং রিসালাতের শুরু থেকে ইন্তেকাল অবধি কখনো চালনি দিয়ে চালা আটার রুটি খাননি।' (উরওয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনারা

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৭।

আটা কীভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'ফুঁ ফুঁ বলে।' (অর্থাৎ মুখের ফুঁ দিয়ে যেটুকু চালা যায় তার মাধ্যমেই।)[১]

তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য সবকিছুর জন্য কিয়ামতের দিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে

[২১৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ فِيْهَا حِسَابٌ ثَوْبٌ يُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتَهُ وَطَعَامٌ يُقِيْمُ صُلْبَهُ وَبَيْتٌ يُسْكِنُهُ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ فِيْهِ حِسَابٌ

"তিনটি বস্তুর জন্য আদম-সন্তানকে হিসেব দিতে হবে না—লজ্জাস্থান ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র, মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য একটু খাবার ও বসবাসের জন্য একটি ঘর। এর চেয়ে বাড়তি সবকিছুর জন্য হিসেব দিতে হবে।" '

(তুলনীয়: হাদীস নং ৬৫; ১৫৮)

জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে ধনী ব্যক্তির কঠোর জবাবদিহি

[২১৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِلْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيْرٌ كَانَا فِيْ الدُّنْيَا فَأُدْخِلَ الْفَقِيْرُ الْجَنَّةَ وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُحْبَسَ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَقِيَهُ الْفَقِيْرُ فَقَالَ يَا أَخِيْ مَا ذَا حِبِسَكَ وَاللهِ لَقَدْ أُحْتُسِبْتُ حَتّٰى خِفْتُ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ أَىْ أَخِيْ إِنِّيْ حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبَسًا قَطِيْعًا كَرِيْهًا مَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتّٰى سَالَ مِنِّيْ الْعَرَقُ مَا لَوْ وَرَدَ أَلْفُ بَعِيْرٍ كُلُّهُ أَكَلَةُ الْحَمْضِ لَصَدَرَتْ عَنْهَا رِوَاءً

"জান্নাতের দরজায় দুজন মুমিনের সাক্ষাৎ হলো—দুনিয়াতে একজন ছিল ধনী, অপরজন নিঃস্ব। নিঃস্ব মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, আর ধনী মুমিনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখা হলো; পরিশেষে তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। তার সাথে নিঃস্ব ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে সে বললো, 'ভাই! তোমাকে কেন আটকে রাখা হয়েছিল? আল্লাহ'র শপথ! আমার কাছ থেকে যেভাবে হিসেব নেওয়া হয়েছিল, তাতে তো আমি তোমার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম।' ধনী লোকটি বললো, 'ভাই! তোমার পর আমাকে নির্দয় ও নিন্দনীয়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল; তোমার

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২২/৭৩।

এখানে আসতে আসতে আমার শরীর থেকে এতো বেশি ঘাম ঝরেছে—যা একহাজার তৃষ্ণার্ত উটের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট!' " '[১]

পাপ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়, যদি ...

[২১৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْخِلُهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ

"বান্দা পাপ করবে, আর আল্লাহ তাকে এর বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" সাহাবিগণ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! পাপ কেমন করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يَكُوْنُ نُصْبَ عَيْنِهِ فَارًّا تَائِبًا حَتَّى يُدْخِلَهُ ذَنْبُهُ الْجَنَّةَ

"উক্ত পাপ (সারাক্ষণ) তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াবে; ফলে সে (অনুরূপ পাপ থেকে) পালিয়ে বেড়াবে এবং তার জন্য তাওবা (অনুশোচনা) করতে থাকবে; শেষ পর্যন্ত ঐ পাপই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" '[২]

রহমতের সুরতে গযব

[২২০] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বজ্রপাতের আওয়াজ শোনামাত্রই রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো, যতোক্ষণ না বৃষ্টিপাত হতো; বৃষ্টিপাত শুরু হলে তিনি স্বস্তি পেতেন। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনার চেহারায় আমরা যে উদ্বেগ দেখতে পাই—তার কারণ কী?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ أُمِرَتْ بِرَحْمَةٍ أَوْ بِعَذَابٍ

"বজ্রপাতকে করুণা বর্ষণ, নাকি শাস্তি নাযিল—কোনটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আমি জানি না।" '[৩] (তুলনীয়: হাদীস নং ১২৪)

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৬৩।
[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৯৯।
[৩] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১০/১৫,১৬।

সবচেয়ে বেশি মুসিবত যাঁদের

[২২১] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (কক্ষে) প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। আমি তাঁর কাপড়ের উপর হাত রাখলাম। কাপড়ের উপর থেকেই (শরীরের) উত্তাপ অনুভূত হচ্ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমি তো কাউকে আপনার মতো এরকম জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখিনি!' তিনি বললেন,

كَذٰلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَنْ يُبْتَلٰى بِالْفَقْرِ حَتّٰى يَتَدَرَّعَ بِالْعَبَاءَةِ مِنَ الْفَقْرِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْقُمْلُ حَتّٰى يَقْتُلَهُ

"এভাবেই আমরা দ্বিগুণ প্রতিদান পেয়ে থাকি; সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়েছেন নবিগণ, তারপর ন্যায়-নিষ্ঠ বান্দাগণ। নবিদের মধ্যে কাউকে তো এতো বেশি দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে শরীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তিনি আবা[১] দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করতেন; আবার কারো উপর উকুনের এমন উপদ্রব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।" '[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৩৯)

জাহান্নামের ভয়ে এক আনসার সাহাবির মৃত্যু

[২২২] মুহাম্মদ ইবনু মুতার্‌রিফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক আনসার যুবকের অন্তরে (জাহান্নামের) আগুনের ভয় জেঁকে বসে। ফলে সে ঘরে বসে থাকে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঘরে এসে পাশে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে আলিঙ্গন করেন। সে সজোরে একটি আর্তচিৎকার করে, আর অমনি তার প্রাণবায়ু বেড়িয়ে যায়। পরিশেষে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

جَهِّزُوْا صَاحِبَكُمْ فَلَذَ خَوْفُ النَّارِ كَبِدَهُ

"তোমাদের সাথিকে (দাফন-কাফনের জন্য) প্রস্তুত করো। (জাহান্নামের) আগুনের ভয় তার কলিজাকে কেটে ফেলেছে।" '

[১] কমদামি উলের বস্ত্র। (অনুবাদক)
[২] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/১২৭।

দুটি গহ্বর মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়

[২২৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ الْفَرْجُ وَالْفَمُ وَأَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ জাহান্নামে যাবে দুটি গহ্বরের কারণে, আর তা হলো লজ্জাস্থান ও মুখ; (অপরদিকে) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ জান্নাতে যাবে দুটি আচরণের ফলে, আর তা হলো আল্লাহ-ভীতি ও উত্তম আচরণ।"[১]

সর্বোত্তম মুমিনের বৈশিষ্ট্য

[২২৪] আসাদ ইবনু দিরাআ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মুমিনদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?' তিনি বললেন,

مُؤْمِنٌ مَغْمُومُ الْقَلْبِ لَيْسَ فِيهِ غِلٌّ وَلَا حَسَدٌ

"সেই মুমিন যার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, অথচ তাতে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! এ বৈশিষ্ট্য তো আমাদের মধ্যে পাই না। তারপর মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' '

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "اَلْمُؤْمِنُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ সেই মুমিন যে দুনিয়া-বিরাগী ও পরকালের প্রতি উন্মুখ।"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমরা তো রাফি ইবনু খাদীজ ছাড়া আমাদের অন্য কারো মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না। এরপর মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "مُؤْمِنٌ حَسَنُ الْخُلُقِ সেই মুমিন যার আচরণ সুন্দর।"[২]

---

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/১২৭।

[২] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/৭৬।

আল্লাহর করুণা ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না

[২২৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُنْجِيهِ عَمَلُهُ

"(শুধু) আমলের ভিত্তিতে তোমাদের কেউ নাজাত লাভ করতে পারবে না।" সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনিও না?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَكِنْ أَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْئًا مِّنَ الدُّلْجَةِ الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا

"আমিও না; যতোক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাকে তার করুণা দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিবেন। তবে তোমরা সকাল, বিকাল ও রাতে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো; তাহলে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে।" '[১]

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে মৃত্যুর পূর্বে ভালো কাজের তাওফীক দেন

[২২৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে কাজে লাগান।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আল্লাহ তাকে কীভাবে কাজে লাগান?'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎ কাজ করার সামর্থ্য দেন, তারপর তার মৃত্যু ঘটান।" '[২]

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড

[২২৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু

---

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/৭৬।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২১৪–২১৫।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক সম্ভ্রান্ত সাহাবি এক ব্যক্তিকে তার মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কটু কথা বলে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْتَ بِأَفْضَلَ مِمَّنْ تَرٰى مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُمْ بِالتَّقْوٰى

"সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি যাকে দেখতে পাচ্ছো—তার তুলনায় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি এটি নয় যে তোমাদের একজনের গায়ের রঙ লাল আর অপরজনের রঙ কালো; তাদের তুলনায় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো আল্লাহ-ভীতি।" '[১]

দুনিয়ার মূল্য

[২২৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَعْدِلُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى جَدْيًا مِنَ الْغَنَمِ

"সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ তাআলা'র নিকট এ দুনিয়ার মূল্য একটি ছাগল-ছানার মূল্যের চেয়েও কম।" '[২]

মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য

[২২৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعِرَضِ إِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

"সম্মানের আধিক্যে প্রাচুর্য নেই, মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য।" '[৩]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৯৬)

কেউ কিছু দিলে দাতাকে তার উৎস জিজ্ঞাসা করা উচিত

[২৩০] শিদাদ ইবনু আউস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোন উম্মু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'দীর্ঘ ও প্রচণ্ড গরমের একদিন ইফতারের সময় তিনি এক পেয়ালা দুধ দিয়ে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/৮৪।
[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৮৬।
[৩] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/১২৬।

নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দূতকে একথা বলে ফেরত পাঠান, (গিয়ে জিজ্ঞাসা করো)

"أَنّٰى لَكِ هٰذَا اللَّبَنُ؟ এই দুধ তুমি কোথায় পেয়েছো?"

মহিলা সাহাবি জানান, 'এটি আমার নিজস্ব ভেড়ির দুধ।' (একথা জানানোর পর) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দূতকে একথা বলে আবার ফেরত পাঠান, (গিয়ে জিজ্ঞাসা করো) "أَنّٰى لَكِ هٰذِهِ الشَّاةُ؟ এই ভেড়ি তুমি কোথায় পেয়েছো?" মহিলা সাহাবি বলেন, 'নিজের সম্পদ দিয়ে আমি এটি কিনেছি।' তার পর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দুধ পান করেন। পরদিন উম্মু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! দীর্ঘ ও প্রচণ্ড গরমের দিন মনে করে আমি ঐ দুধ দিয়ে একজন দূতকে দুবার পাঠালাম; আর (দুবারই) আপনি তাকে ফেরত পাঠালেন!' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِيْ أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا আমার পূর্বেকার রাসূলদেরকে এ মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে—তারা যেন কেবল সে খাবারই গ্রহণ করে যা পবিত্র এবং কেবল সে কাজই করে যা ন্যায়-নিষ্ঠ।" '

দুটি পার্থিব অনুগ্রহ

[২৩১] মাইমূন (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পার্থিব অনুগ্রহসমূহের মধ্যে (পুণ্যবতী) নারী ও সুগন্ধি ছাড়া অন্য কোনো অনুগ্রহ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাননি।'[১]

মৃত্যুর সময় সর্বোত্তম আমল

[২৩২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "সর্বোত্তম আমল কোনটি?" জবাবে তিনি বলেন,

تَمُوْتُ يَوْمَ تَمُوْتُ وَلِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"মৃত্যুর সময় তোমার জিহ্বা আল্লাহ তাআলা'র যিক্‌রে সিক্ত থাকা।" '[২]

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২২/৭৪।
[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৪।

দুনিয়ার সাথে কথোপকথন

[২৩৩] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَتَتْنِيْ الدُّنْيَا خُضْرَةً حُلْوَةً وَرَفَعَتْ رَأْسَهَا وَتَزَيَّنَتْ لِيْ فَقُلْتُ إِنِّيْ لَا أُرِيْدُكِ فَقَالَتْ إِنْ انْفَلَتَّ مِنِّيْ لَمْ يَنْفَلِتْ مِنِّيْ غَيْرُكَ

“দুনিয়া আমার সামনে মনোরম সবুজ উদ্যানের রূপ ধরে হাজির হলো। আমার সামনে সে তার মাথা সমুন্নত করে সকল সৌন্দর্য মেলে ধরলো। আমি বললাম, ‘আমি তোমাকে চাই না।’ দুনিয়া বললো, ‘তুমি আমাকে এড়িয়ে গেলেও, অন্য কেউ আমাকে এড়িয়ে যাবে না।” ’[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৬২, ১৮৩)

দুনিয়ার চাকচিক্য খোদাদ্রোহীদের জন্য

[২৩৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বিছানায় শায়িত; মাথার নিচে খেজুর গাছের আঁশভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। কক্ষে একাধিক সাহাবি প্রবেশ করেন; তাঁদের একজন ছিলেন উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একপাশে ফিরলেন। উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখতে পান, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বদেশ ও বিছানার মাঝখানে কাপড় না থাকায় তাঁর পার্শ্বদেশে বিছানার ছাপ লেগে আছে। এ দৃশ্য দেখে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

“مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ؟ উমার! কাঁদছো কেন?”

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘আল্লাহ’র শপথ! আমি শুধু এ কারণেই কাঁদছি যে আমি জানি, আপনি (পারস্য সম্রাট) খসরু ও (রোমান সম্রাট) সিজারের তুলনায় আল্লাহ’র নিকট অধিক সম্মানিত। তারা দুনিয়ার প্রাচুর্যে ডুবে আছে, আর আপনি আল্লাহ’র রাসূল হয়েও যে অবস্থায় আছেন তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি!’ নবি (সল্লাল্লাহু

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৪৬।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

“أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও—তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখিরাত?” উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ‘কেন নয়? অবশ্যই আমি তাতে সন্তুষ্ট।’ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “فَإِنَّهُ كَذٰلِكَ তাহলে বিষয়টি এমনই।” ’[১]

জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি হলো আগুনের জুতা ও ফিতা

[২৩৫] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا كَمَا يَغْلِيْ الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

“জাহান্নামবাসীদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি দেওয়া হবে তাকে একজোড়া আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। এ দুটির উত্তাপে তার মাথার মগজ এমনভাবে টগবগ করতে থাকবে যেভাবে ফুটন্ত (পানির) পাত্র টগবগ করতে থাকে। তার মনে হবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি আর কেউ হয়নি; অথচ তার শাস্তিই হলো সবচেয়ে হালকা।” ’[২]

আরশের ছায়ায় সবার আগে যারা স্থান পাবেন

[২৩৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন,

“أَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ إِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ তোমরা কি জানো, আল্লাহ তাআলা’র (আরশের) ছায়ায় কারা সবার আগে স্থান পাবে?” সাহাবিগণ বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।’

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “اَلَّذِيْنَ إِذَا أُعْطُوْا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَإِذَا سُئِلُوْا بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ (তাঁরা সেসব লোক) যাদের সামনে সত্য পেশ করা হলে, তাঁরা গ্রহণ করে; (আল্লাহ’র পথে) খরচ করতে বলা হলে, খরচ করে; এবং মানুষের জন্য সেই ফায়সালাই করে

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২২/৮৩; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩২৬।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩৯৫।

যা তাঁরা নিজেদের জন্য করে থাকে।” ’[১]

দুনিয়ায় যারা ভালো, আখিরাতেও তারা ভালো

[২৩৭] আবূ উসমান নাহদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِيْ الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِيْ الْآخِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِيْ الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِيْ الْآخِرَةِ

“দুনিয়ায় যারা ভালো, আখিরাতেও তাঁরা ভালো; আর দুনিয়ায় যারা খারাপ, আখিরাতেও তারা খারাপ।” ’[২]

আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে পছন্দ করলে তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন

[২৩৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে পছন্দ করলে তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।” ’

মানুষকে তার দ্বীন মেনে চলার অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়

[২৩৯] মুসআব ইবনু সাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে কঠিন বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়?’ জবাবে তিনি বললেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِه صَلَابَةٌ زِيْدَ فِيْ بَلَاءِهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَتْ عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ فِيْ الْعَبْدِ حَتّٰى يَمْشِيَ فِيْ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

“নবিগণ, তারপর ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, তারপর তাঁদের অনুরূপ লোকজন, অতঃপর তাদের অনুরূপ লোকজন। মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়—তার দ্বীন পালনে দৃঢ়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর দ্বীন পালনে নমনীয়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত

[১] যাওয়াইদু আব্দিল্লাহ ইবনি আহমাদ।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২৬২–২৬৩।

হালকা করে দেওয়া হয়। বান্দা যতোদিন দুনিয়ায় বিচরণ করে, ততোদিন তার পরীক্ষা চলতে থাকে, যতোক্ষণ না সে পাপমুক্ত হচ্ছে।” ’[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ২২১)

জাহান্নামের বিভীষিকা

[২৪০] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا لِيْ لَمْ أَرَ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَاحِكًا قَطُّ؟

“কী হলো? আমি তো মীকাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কখনো হাসতে দেখলাম না!” জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে মীকাঈল কখনো হাসেননি।’[২] (তুলনীয়: হাদীস নং ১৪০)

আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ

[২৪১] আবুল জাওযা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ الْمُنَافِقُوْنَ إِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ

“আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করো, যতোক্ষণ না মুনাফিকরা বলে, ‘তোমরা তো মানুষকে দেখানোর জন্য এসব করছো।’ ” ’[৩]

পার্থিব পরীক্ষার স্বরূপ

[২৪২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَاللهِ لَا يُعَذِّبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبِيْبَهُ وَلٰكِنْ قَدْ يَبْتَلِيْهِ فِيْ الدُّنْيَا

“আল্লাহ’র শপথ! আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো বন্ধুকে শাস্তি দেন না, তবে দুনিয়ায় পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।” ’

নিকৃষ্ট লোকেরাই সারাজীবন বিলাসী খাবার ও বিলাসী পোশাকের পেছনে ছুটে

[২৪৩] ফাতিমা বিনতু হুসাইন (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/১২৬–১২৭।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩৮৫।

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৬

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِيْ الَّذِيْنَ غُذُوْا بِالنَّعِيْمِ الَّذِيْنَ يَطْلُبُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَأَلْوَانَ الثِّيَابِ يَتَشَادَقُوْنَ بِالْكَلَامِ

"আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তারা—যারা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে, রঙ-বেরঙের পোশাক ও খাবার খুঁজে বেড়ায় ও দম্ভভরে কথা বলে।"' (তুলনীয়: হাদীস নং ২০৭)

রিয্কের বিষয়ে অমূলক আশঙ্কা

[২৪৪] মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কক্ষে গিয়ে তাঁর কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا؟ এগুলো কী?" বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এগুলো খেজুর; আমি জমা করে রেখেছি।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَفَمَا تَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ بُخَارٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ إِقْلَالًا

"তোমার কি ভয় হয় না যে এর জন্য জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ বাড়তে পারে? বিলাল! খরচ করো; আরশের অধিপতি (তোমার রিয্ক) সঙ্কুচিত করে দিবেন—এ আশঙ্কা কোরো না।" '[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৪৬)

[১] হিল্ইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৪৯।

আদম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

মানুষের কাজ ও আল্লাহর কাজ

[২৪৫] সালমান ফারিসি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে বললেন,

وَاحِدَةٌ لِيْ وَوَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَأَمَّا الَّتِيْ لِيْ تَعْبُدُنِيْ وَلَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِيْ لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ وَأَنَا أَغْفِرُ وَأَنَا غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَأَمَّا الَّتِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَلْمَسْأَلَةُ وَالدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ

"একটি বিষয় আমার জন্য, একটি বিষয় তোমার জন্য, আর একটি বিষয় তোমার ও আমার মধ্যকার। যে বিষয়টি আমার জন্য (নির্ধারিত), তা হলো—তুমি আমার দাসত্ব করবে এবং (এ দাসত্বে) আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। তোমার জন্য নির্ধারিত বিষয়টি হলো, তোমার কৃত প্রত্যেকটি কাজের বিনিময় আমি তোমাকে দিবো এবং (তোমার অপরাধ) ক্ষমা করবো; আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যে বিষয়টি তোমার ও আমার মধ্যকার, তা হলো—তোমার কাজ (আমার নিকট) চাওয়া ও প্রার্থনা করা, আর আমার দায়িত্ব হলো সাড়া দেওয়া ও দান করা।" '[১]

অসাম্যের কারণ

[২৪৬] বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম-এর সামনে তাঁর সন্তানদের হাজির করা হলে তিনি দেখতে পান—তাদের কেউ কেউ অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

"يَا رَبِّ فَهَلَّا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟ হে আমার রব! তুমি তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করলে না কেন?" আল্লাহ বলেন, "يَا آدَمُ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ আদম! আমি

[১] আলবানি, দঈফুল জামি, ৪০৫৮।

চেয়েছি—আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক।" '[১]

সকল মানুষের কান্না জড়ো করা হলে তা আদম (আলাইহিস সালাম) এর অশ্রুর সমান হবে না

[২৪৭] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ভুল করার পর দাঊদ (আলাইহিস সালাম) যে-পরিমাণ অশ্রু ঝরিয়েছেন—পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কান্না একত্রিত করা হলেও তার সমান হবে না; আবার জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) যে-পরিমাণ চোখের পানি ফেলেছেন—দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-সহ পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কান্না জড়ো করা হলেও তা তার সমান সমান হবে না।'[২]

জান্নাতের থাকার সময়কাল

[২৪৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন একদিনের কিছু সময়; আর সেটুকুন সময় ছিল দুনিয়ার হিসেবে এক শ ত্রিশ বছরের সমান।'[৩]

গোনাহের ফলে মৃত্যুচিন্তা গৌণ হয়ে যায়

[২৪৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ভুল করার আগে আদম আলাইহিস সালাম-এর সম্মুখে ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়ক্ষণ, আর পশ্চাতে ছিল (পার্থিব) সুদূর প্রত্যাশা। ভুল করার পর বিষয়টি উল্টো হয়ে গেলো—সুদূর প্রত্যাশার বিষয়াবলি সম্মুখে চলে আসলো, আর পশ্চাতে চলে গেলো মৃত্যুর সময়ক্ষণ।'[৪]

ইবলিসের মন্তব্য

[২৫০] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمَّا صَوَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يَطُوْفُ بِهِ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ ظَفَرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ

[১] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৭/১৯০।

[২] একজন বর্ণনাকারী সত্যবাদী, তবে শেষজীবনে একটি বর্ণনা অপরটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ৬/২১১)

[৩] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১০৪।

[৪] দুর্বল, আজালূনি, কাশফুল খিফা, ২/২২৯।

"আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আকৃতি দেয়ার পর (কিছু সময়ের জন্য) রেখে দেন। তখন ইবলিস তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। সে তাঁর দিকে (গভীর দৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকতো। তাঁকে শূন্য-গহ্বর দেখে ইবলিস বললো, 'আমি ওর তুলনায় শ্রেষ্ঠ; ও এমন এক সৃষ্টি যে তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।" '[১]

ক্ষমা প্রার্থনা করা ও আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসাই হলো পাপ থেকে উত্তরণের উপায়

[২৫১] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طِوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوْقٌ كَثِيْرَ شَعْرِ الرَّأْسِ
فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ وَكَانَ لَا يَرَاهَا قَبْلَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا
فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهَا أَرْسِلِيْنِيْ قَالَتْ لَسْتُ مُرْسِلَتَكَ
فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمِنِّيْ تَفِرُّ قَالَ أَىْ رَبِّ لَا أَسْتَحْيِيْكَ فَنَادَاهُ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ
يَسْتَحْيِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللهِ أَيْنَ الْمَخْرَجُ
يَعْلَمُ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِيْ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ঘনকেশী ও দীর্ঘদেহী এক পুরুষ—অনেকটা সুউচ্চ খেজুর গাছের ন্যায়। তাঁর জীবনে যা ঘটার তা যখন ঘটে গেলো (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা'র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হলো), তখন তাঁর গোপনীয় অংশ তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে গেলো—এর আগে যা তাঁর নজরে পড়েনি। ফলে তিনি পালাতে শুরু করলেন; আর অমনি বাগানের একটি বৃক্ষ তাঁর মাথা ধরে ফেলে। তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও।' বৃক্ষ বললো, 'আমি তোমাকে ছাড়বো না।' এ সময় তাঁর মহান রব তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছো?' আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'হে আমার রব! না (আমি পালাচ্ছি না); বরং তোমাকে লজ্জা পাচ্ছি।' আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন, 'কোনো পাপ সংঘটিত হওয়ার পর মুমিন তাঁর রবকে লজ্জা পেলে, সে পাপ থেকে উত্তরণের উপায় জেনে যাবে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর! সে জানবে—ক্ষমা প্রার্থনা করা ও আল্লাহ তাআলা'র দিকে ফিরে আসা-ই হলো (পাপ

[১] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ২/৩১০/১। মুসলিমের শর্তে সহীহ।

থেকে) উত্তরণের উপায়।" '[১]

আদম ও দাউদ (আলাইহিমাস সালাম)

[২৫২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঋণচুক্তির (বিধানাবলি সম্বলিত) আয়াত (সূরা আল-বাকারা ২:২৮২) নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী ব্যক্তি হলেন আদম আলাইহিস সালাম।" কথাটি তিন বার বললেন। (তারপর তিনি বললেন)

لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَمَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيٍّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْنُكَ دَاوُدُ قَالَ أَيْ رَبِّ كَمْ عُمْرُهُ قَالَ سِتُّوْنَ عَامًا قَالَ رَبِّ زِدْ فِيْ عُمْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ أَزِيْدَهُ مِنْ عُمْرِكَ وَكَانَ عُمْرُ آدَمَ أَلْفَ عَامٍ فَزَادَهُ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا احْتَضَرَ آدَمُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِقَبْضِهِ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ أَرْبَعُوْنَ عَامًا فَقِيْلَ لَهُ إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لِإِبْنِكَ دَاوُدَ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ أَبْرَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَّهَا لِآدَمَ عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ

"আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করে আনেন—যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসবে। আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে তাঁর সন্তানদেরকে তুলে ধরলে তিনি তাদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আমার রব! এটি কে?' আল্লাহ বললেন, 'এটি তোমার ছেলে দাউদ।' তিনি জানতে চাইলেন, 'হে আমার রব! তাঁর আয়ুষ্কাল কতো?' আল্লাহ বললেন, 'ষাট বছর।' তিনি বললেন, 'হে আমার রব! তাঁর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিন।' আল্লাহ বললেন, 'না। তবে তোমার আয়ুষ্কাল থেকে নিয়ে তাঁকে বাড়িয়ে দিতে পারি।' আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল ছিল এক হাজার বছর। আল্লাহ দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন এবং এর উপর ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখেন। আদম (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর উপকণ্ঠে

[১] হাসান। ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৬/৩৬৭।

উপনীত হলে ফেরেশতারা তাঁর প্রাণ নিতে আসেন। তিনি বললেন, 'আমার আয়ুষ্কাল এখনো চল্লিশ বছর অবশিষ্ট আছে।' তাঁকে বলা হলো, 'আপনি তো আপনার ছেলে (দাউদ)-কে তা দিয়ে দিয়েছেন।' তখন আল্লাহ তাঁর সামনে লিখিত প্রমাণ তুলে ধরেন, আর ফেরেশতারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। পরিশেষে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল এক শ বছর পূর্ণ করা হয় এবং আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল (দাঊদ আলাইহিস সালাম-কে প্রদত্ত চল্লিশ বছর সহ) এক হাজার বছর পূর্ণ করা হয়।" '[১]

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/২৯; আল-বিদায়া, ১/৮৯। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এ হাদীসটি আছে, তবে (কয়েকটি) মুদ্রিত সংস্করণে এটি বাদ পড়ে গিয়েছে।

নূহ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তিন শ বছরের কান্না

[২৫৩] ওহাইব ইবনুল ওয়ারাদ খাদরামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে তিরস্কার করে ওহি নাযিল করে বললেন—"﴿إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও।"—(সূরা হূদ ১১:৪৬) (এই অনুশোচনায়) নূহ (আলাইহিস সালাম) তিন শ বছর কেঁদেছিলেন। আর এ কান্নার ফলে তাঁর দু চোখের নিচে পানির নালার ন্যায় দাগ পড়ে যায়।'[১]

অত্যাচারের শিকার হয়েও জাতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

[২৫৪] উবাইদ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলতো। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বলতেন,

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা অজ্ঞ।" '[২]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[২৫৫] মুহাম্মদ ইবনু কাব কুরাযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নূহ (আলাইহিস সালাম) খাওয়া শেষে বলতেন, আল-হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর), পান শেষে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ, পোশাক পরিধান করে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ, এবং বাহনে আরোহণ করে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'عَبْدًا شَكُوْرًا কৃতজ্ঞ বান্দা' নামে অভিহিত করেছেন।'[৩]

---

[১] আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়া, ৮/১৪৪।

[২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৬/৫২১।

[৩] ইবনু আব্‌দিল বার, আত-তামহীদ, ১৫/১১৬।

(দ্রষ্টব্য: সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩)

ছেলের প্রতি উপদেশ

[২৫৬] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ نُوْحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاِبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ مُوْصِيْكَ وَصِيَّةً وَقَاصِرٌ بِهَا عَلَيْكَ حَتّٰى لَا تَنْسَاهَا أُوْصِيْكَ بِإِثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اِثْنَتَيْنِ فَأَمَّا اللَّتَانِ أُوْصِيْكَ بِهِمَا فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوْجَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَبْشِرُ بِهِمَا وَصَالِحَ خَلْقِهِ قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فَإِنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْض لَوْ كُنَّ حَلَقَةً لَفَصَمَتْهَا وَلَوْ كُنَّ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالشِّرْكُ وَالْكِبْرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ شَيْءٌ مِّنْ شِرْكٍ وَلَا كِبْرٍ فَافْعَلْ

"নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে বললেন, 'ছেলে আমার! আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। এটি তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ; ভুলে যেও না যেন! উপদেশটি হলো দুটি কাজ করার, আর দুটি কাজ না করার। যে দুটি কাজ তোমাকে করতে বলছি তা হলো, তুমি বলবে—'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহ পবিত্র, আর প্রশংসা কেবল তারই)' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা সার্বভৌম নেই; তিনি একক; তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কারো কোনো অংশ নেই)।' আমি দেখেছি, এ-দুটি বাক্য (তার পাঠকারীকে) আল্লাহ তাআলা'র অধিক কাছাকাছি নিয়ে যায়। আমি (আরো) দেখেছি যে, এ বাক্য দুটিতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নেক বান্দারা খুশি হন। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' হলো সৃষ্টিকুলের পঠিত বাক্য; এরই বদৌলতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ জীবনোপকরণ লাভ করে। যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে একত্রিত করে একটি গোলক বানানো হয়, আর তার উপর বাক্য দুটিকে রাখা হয়, তাহলে (বাক্যদুটির ভারে) গোলকটিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। আকাশ-পৃথিবীর গোলককে নিক্তির এক পাল্লায়, আর এ(বাক্য)গুলোকে অপর পাল্লায় রাখা হলে, বাক্যগুলোর পাল্লা অধিক ভারী হবে। আর যে দুটি কাজ করতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি তা হলো—শির্ক ও অহঙ্কার। আল্লাহ তাআলা'র সাথে এমনভাবে

সাক্ষাৎ করার জন্য চেষ্টা করো, যেন তোমার অন্তরে বিন্দুমাত্র শির্ক ও অহঙ্কার না থাকে।" '[1]

অহঙ্কার কী?

[২৫৭] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "أَوْصٰى نُوْحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِبْنَهُ নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন।" অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো উল্লেখ করে বলেন,

وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالْكِبْرُ وَالشِّرْكُ

"আর যে দুটি কাজ করতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি তা হলো—অহঙ্কার ও শির্ক।"

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি যদি সুন্দর জামা গায়ে দিই, তাহলে কি তা অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ না। আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে অহঙ্কারের মানে কি উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহণ করা?' তিনি বললেন, "لَا না।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আমার কিছু সহচর থাকবে যারা আমার অনুসরণ করবে আর আমি তাদের খাবারের সংস্থান করে দিবো—এটি কি অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا না।" পরিশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! তাহলে অহঙ্কার কিসে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمَصَ (অহঙ্কার হলো) ইসলামকে অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন করা।" '[2]

আরো দুটি উপদেশ

[২৫৮] মূসা ইবনু আলি ইবনি রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পুত্র সাম-কে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلَنَّ الْقَبْرَ وَفِيْ قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ رِدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يُنَازِعُ اللهَ رِدَاءَهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ وَيَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَفِيْ

[1] মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৭৪। হাকিমের মতে এর ইসনাদ সহীহ।

[2] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/১৬৯–১৭০, সহীহ; আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৯/২২৫।

قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْقَنَطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا ضَالٌّ

"ছেলে আমার! অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নিয়ে কবরে যেও না; কারণ অহঙ্কার হলো আল্লাহ'র চাদর। যে আল্লাহ'র চাদর নিয়ে টানাটানি করে, আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। আমার প্রিয় ছেলে! অন্তরে বিন্দুমাত্র হতাশা নিয়েও কবরে যেও না; কারণ কেবল পথহারা লোকেরাই আল্লাহ'র করুণা থেকে হতাশ হয়।" '[১]

জাতির জন্য বদ দুআ

[২৫৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির জন্য বদ-দুআ করেননি, যতোক্ষণ না এ আয়াত নাযিল হয়েছিল—

وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"আর নূহ-এর নিকট এ মর্মে ওহি নাযিল করা হলো—তোমার জাতির মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাঁদের ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ কোরো না।" (সূরা হূদ ১১:৩৬)।

তখন তাঁর জাতির (হিদায়াতের) ব্যাপারে তাঁর আশা কেটে যায় এবং তিনি তাদের জন্য বদ-দুআ করেন।'[২]

[১] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া, ১/১৮০।
[২] একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

ফেরেশতাদের আগমন

[২৬০] কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন,

يَا رَبِّ إِنَّهُ لَيَحْزُنُنِيْ أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِيْ الْأَرْضِ يَعْبُدُكَ غَيْرِيْ

"হে আমার রব! আমি এ জন্য চিন্তিত যে, আমি আমাকে ছাড়া দুনিয়াতে অন্য কাউকে তোমার দাসত্ব করতে দেখছি না!"

ফলে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন ফেরেশতা পাঠালেন—যারা তাঁর সাথে সালাত আদায় করতো।'

জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন

[২৬১] আবদুল্লাহ ইবনু রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য "إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُنِيْبٌ ইবরাহীম ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অনুশোচনাকারী ও (রবের দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী এক ব্যক্তি।" (সূরা আত-তাওবা ৯:১১৪)-এর ব্যাখ্যায় কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলতেন, "أَوَّاهْ أَوَّاهْ مِنَ النَّارِ হায় জাহান্নাম! হায় জাহান্নাম।" '[১]

মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতা

[২৬২] ইবনু আবী মুলাইকা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইন্তেকালের পর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁকে বলা হলো—"يَا إِبْرَاهِيْمُ كَيْفَ وَجَدْتَ الْمَوْتَ؟ ইবরাহীম! মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কী?" তিনি বললেন, "يَا رَبِّ وَجَدْتُ نَفْسِيْ

[১] কুরতুবি, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ৮/২৫৬।

تُنْزَعُ بِالْبَلَاءِ হে আমার রব! আমার তো মনে হলো, আমার আত্মাকে অনেক কষ্ট দিয়ে টেনে বের করা হচ্ছে।" তাঁকে বলা হলো, "فَقَدْ هَوَّنَّا عَلَيْكَ আমি তো তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা অনেক সহজ করে দিয়েছিলাম!" '[১]

ক্ষুধার্ত সিংহের সালাম

[২৬৩] আবূ উসমান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট দুটি ক্ষুধার্ত সিংহ পাঠানো হয়েছিল। সিংহ দুটি এসে তাঁকে লেহন করে ও তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়।'

তাঁর জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল

[২৬৪] আবদুল্লাহ ইবনু ফুলফুল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য

يَا نَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

"হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)

-এর ব্যাখ্যায় আলি (আলাইহিস সালাম) বলেন, 'শান্তিদায়ক'—না বললে, ঠান্ডার প্রভাবে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মারা যেতেন।'

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকে সুতি বস্ত্র পরানো হবে

[২৬৫] 'আলি (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে একখণ্ড সুতি বস্ত্র পরানো হবে; তারপর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি রেশমী হুল্লা পরানো হবে। আর (সেদিন) তিনি থাকবেন আরশের ডানপাশে।'[২]

আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি কোনো সৃষ্টজীবের কাছে সাহায্য চাননি

[২৬৬] বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে সৃষ্টিকুল তাদের রবকে বললো, 'হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাদেরকে অনুমতি দাও—আমরা তার আগুন নিভিয়ে দিবো।' আল্লাহ তাআলা বললেন,

[১] কুরতুবি, ১/১৯; মুহাসিবি, আর-রিয়ায়াহ্ লি হুকূকিল্লাহ, ১৪০, ১৪১।

[২] বুখারি, ৩৩৪৯; মুসলিম, ২৮৬০।

هُوَ خَلِيْلِيْ لَيْسَ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْلٌ غَيْرُهُ وَأَنَا رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِيْ فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَأَغِيْثُوْهُ وَإِلَّا فَدَعُوْهُ

"সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত (আমার) অন্য কোনো একান্ত বন্ধু নেই। আমি তাঁর রব; আমি ব্যতীত তাঁর কোনো রব নেই। সে তোমাদের নিকট সাহায্য চাইলে, তাঁকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।" ' তারপর বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এসে বললো, 'হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাকে অনুমতি দাও—আমি বৃষ্টি দিয়ে তার আগুন নিভিয়ে দিবো।' আল্লাহ তাআলা বললেন,

هُوَ خَلِيْلِيْ لَيْسَ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْلٌ غَيْرُهُ وَأَنَا رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِيْ فَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ وَإِلَّا فَدَعْهُ

"সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত (আমার) অন্য কোনো একান্ত বন্ধু নেই। আমি তাঁর রব; আমি ব্যতীত তাঁর কোনো রব নেই। সে তোমার নিকট সাহায্য চাইলে, তাঁকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।" অতঃপর আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবের নিকট একটি দুআ করেন—যা বর্ণনাকারী আবূ হিলাল ভুলে গিয়েছিলেন।[১] দুআর জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন,

"يَا نَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)।

ফলে সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আগুন এতোটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো যে তা দিয়ে ভেড়ার পায়ের নলিও সিদ্ধ করা যায়নি।'[২]

সহজে রাস্তা অতিক্রমণ

[২৬৭] সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১] তবে ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সেই দুআটি উল্লেখ করেছেন। দুআর ভাষা ছিল এ রকম:
أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ فِيْ السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا فِيْ الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ
হে আল্লাহ! আসমানে তুমি একক সত্তা; আর যমীনে আমি একক ব্যক্তি, আমি কেবল তোমারই গোলামি করি!" (অনুবাদক)

[২] বুখারি, ৪৫৬৩; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া।

'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে স্বপ্নে ইসহাক[১] (আলাইহিস সালাম)-

---

[১] এ বর্ণনায় একটি তথ্য-বিভ্রাট ঘটেছে। যাকে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল; দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক নন। কাকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—তা অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ তাআলার বক্তব্য শুনুন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ١٠٢ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ١٠٣ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
١٠٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٠٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ١٠٦
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١٠٨ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ١٠٩ كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ١١٢ وَبَارَكْنَا
عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٣

(ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দুআ করলেন) হে আমার রব! আমাকে সু-সন্তান দান করো! ফলে আমি তাঁকে এক ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম। ছেলেটি যখন তাঁর সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, সে বললো—'ছেলে আমার! আমি তো স্বপ্নে দেখছি—আমি তোমাকে জবাই করছি; এখন ভেবে দেখো, তোমার কী মত!' সে বললো, 'বাবা! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তুমি তা-ই করো; আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে। অতঃপর উভয়ে যখন (আমার নির্দেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাঁকে উপুড় করে শোয়ালো, আমি তাঁকে ডাকলাম—'ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিয়েছো।' এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সন্দেহ নেই, এটি ছিল একটি স্পষ্ট ও কঠিন পরীক্ষা। আমি তাঁর প্রতিদান দিলাম এক মহান কুরবানির মাধ্যমে; আর তাঁকে পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহীমের প্রতি সালাম! এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি; সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী গোলাম। আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম; (সে হবে) নবি—সৎ লোকদের একজন। আমি তাঁকে ও ইসহাককে অনুগ্রহ দিয়েছি; অবশ্য উভয়ের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক আছে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আর কিছু লোক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুম করে চলছে।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০০-১১৩)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন নিঃসন্তান; তিনি নেক-সন্তানের জন্য আল্লাহ'র নিকট দুআ করেন; এর প্রেক্ষিতে তাঁকে একটি ধৈর্যশীল ছেলে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর সেই ছেলেটিকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আন্তরিকতার সাথে নির্দেশ পালনের জন্য যা যা করা দরকার—ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন সবটুকু করে দেখালেন, তখন আল্লাহ খুশি হয়ে ছেলেটিকে জবাই থেকে অব্যাহতি দেন; কারণ তিনি তো স্রেফ এটুকু পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ'র নির্দেশ পালনে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত কিনা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে এসব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়: (১) মহান কুরবানির প্রতিদান—যা

কে জবাই করার দৃশ্য দেখানো হলে তিনি তাঁকে নিয়ে বাড়ি থেকে জবাইস্থলে

প্রতিবছর কুরবানির ঈদে কোটি কোটি মানুষ আদায় করে থাকে; (২)পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখা; এবং (৩) ইসহাক নামক এক পুত্রের সুসংবাদ—যিনি হবেন নবি।

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য: প্রথমত, যে ছেলেকে জবাই করার চেষ্টা করা হয়েছিল পুরো বর্ণনায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটুকু সুস্পষ্ট, ছেলেটি ছিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম সন্তান। আর ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম সন্তানের নাম ইসমাঈল। দ্বিতীয়ত, জবাইয়ের নির্দেশ পালনের পুরস্কার হিসেবে আরেক সন্তান—ইসহাক—এর সুসংবাদ দেওয়া হয়। অতএব, যাকে জবাই করার চেষ্টা করা হয়েছিল সে ছেলে কিছুতেই ইসহাক (আলাইহিস সালাম) হতে পারেন না।

তাছাড়া বাস্তব কর্মপন্থাও প্রমাণ করে, ঘটনাটি ঘটেছে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে; কারণ কুরআন নাযিলের হাজার বছর আগে থেকেই স্রেফ ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর আরবরাই তাঁর স্মৃতিচারণের অংশ হিসেবে প্রতিবছর হাজ্জের সময় কুরবানি করে আসছিলো। পক্ষান্তরে, ঘটনাটি ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে ঘটে থাকলে তাঁর বংশধর বনী ইসরাঈলের মধ্যে এরূপ কুরবানির আনুষ্ঠানিকতা থাকতো।

তাহলে হাদীসের কিছু কিছু বর্ণনায় ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর নাম কেমন করে চলে আসলো? তার উত্তর হলো, ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার তথ্য-বিবরণী সংগ্রহ করতে গিয়ে মুসলিম মনীষীদের একটি অংশ ইসরাঈলি/ইয়াহূদি বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। বলা বাহুল্য, ইয়াহূদি পণ্ডিতবর্গ তাওরাত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বয়ং কুরআন এ বিষয়ে সাক্ষী, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানি সহীফা সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তারা নানা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। শত অপরাধ সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না, আর করলেও তা হবে অল্প কয়েক দিনের জন্য; কারণ তারা আল্লাহ'র নেক বান্দাদের সন্তান—এই হলো তাদের আকীদা-বিশ্বাস। তাদের নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব খোদা-ভীতির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা নির্ভরশীল পিতৃ-পুরুষদের বংশীয় আভিজাত্যের উপর। ফলে, নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের আভিজাত্য প্রমাণ করতে গিয়ে নানা রকমের তথ্য-বিকৃতিতে তারা কোনো কার্পণ্য করেননি। বংশলতিকার দিক দিয়ে আরবরা হলো ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর; আর বনী ইসরাঈল হলো ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। 'আল্লাহ'র নির্দেশে নিজের গলাকে স্বেচ্ছায় ছুরির নিচে পেতে দেয়া'-র এই গৌরবগাথা নিজেদের পিতৃপুরুষের সাথে যুক্ত করা গেলে তাদের বংশীয় আভিজাত্য আরেক দফা বেড়ে যাবে—এই মিথ্যা অহংবোধে আক্রান্ত হয়ে তারা বাইবেলে বর্ণিত উক্ত ঘটনায় ইসমাইল-এর নাম কেটে ইসহাক-এর নাম যুক্ত করে দিয়েছেন।

কুরআনের উক্ত বর্ণনা ছাড়াও খোদ বাইবেলের অপরাপর বাক্য থেকেও তাদের এই জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থ 'Genesis /পয়দায়েশ'-এর ২২:১-১৮ অংশে কুরবানির উক্ত ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পয়দায়েশ ২২:২-এ বলা হচ্ছে, 'এখন তোমার পুত্র—একমাত্র পুত্র ইসহাক-কে ... কুরবানির জন্য নিয়ে যাও।' এখানে ইসহাক

যান; দূরত্ব ছিল একমাসের পথ, তবে তাঁরা তা এক সকালের মধ্যেই অতিক্রম করেন। পরে পুত্রকে জবাই হতে দেওয়া হয়নি, বরং তাঁকে ভেড়া জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হলো; তিনি তা-ই করলেন। অবশেষে তিনি তাঁর পুত্রকে নিয়ে একসন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন; অথচ দূরত্ব ছিল একমাসের পথ। পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা (অতিক্রমণ) তাঁর জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিলো।'[১]

কাকলাস ছাড়া অন্য সকল প্রাণী তাঁর আগুন নেভাতে চেয়েছিল

[২৬৮] সুমামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম একটি লাঠি বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে উম্মুল মুমিনীন! এ লাঠি দিয়ে আপনি কী করেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'কাকলাস মারার জন্য এ লাঠি; কারণ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে জানিয়েছেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে

(আলাইহিস সালাম)-কে একমাত্র পুত্র বলা হচ্ছে। অথচ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স যখন ৮৬, তখন তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম হয় (দ্রষ্টব্য: পয়দায়েশ ১৬:১৬)। আর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স যখন ১০০, তখন ইসহাক (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন (দ্রষ্টব্য: পয়দায়েশ ২১:৫)। অর্থাৎ, খোদ বাইবেল অনুযায়ী ইসহাক (আলাইহিস সালাম) যখন জন্মগ্রহণ করেন, ততোদিনে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) বয়স যথারীতি চৌদ্দ। সুতরাং কুরবানির সময় ইসহাক (আলাইহিস সালাম) কিছুতেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর একমাত্র পুত্র হতে পারেন না। বাইবেলে উল্লেখিত 'একমাত্র পুত্র' শব্দগুচ্ছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, এ ঘটনাটি ঘটেছে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে; কারণ ইসহাক (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের পূর্বে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর একমাত্র পুত্র।

পরিশেষে আমাদের আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এ হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ (বর্ণনা-পরম্পরা) হলো: আবদুল্লাহ→লাইছ ইবনু খালিদ আবূ বকর বালখি→মুহাম্মদ ইবনু ছাবিত আব্দি→মূসা ইবনু আবী বাকর→সাঈদ ইবনু জুবাইর। প্রথমত এটি একটি মাকতূ' হাদীস—যার বর্ণনা পরম্পরা তাবিয়ি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। উসূলুল হাদীসের নিয়মানুযায়ী, বিশুদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী হলে মাকতূ' হাদীস কোনো আইনগত প্রমাণের মর্যাদা লাভ করে না। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর তথ্য কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের হলেও এর মূল বর্ণনাকারী হলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনি হাম্বাল। অথচ তিনি এ হাদীসটি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা না করে লাইছ ইবনু খালিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি আহমাদ ইবনু হাম্বলের বর্ণনা নয়। ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ গ্রন্থে (বাইতুল আফকার সংস্করণ, পৃ. ১০৫) আহমাদ ইবনু হাম্বালের মতটি উল্লেখ করেছেন—তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জবাইয়ের জন্য যাকে নেওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)।———অনুবাদক।

[১] ইবনু আবী শাইবা, ৬/৩৩০; তাবারি, ২৩/৮৪, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন দুনিয়ার সকল প্রাণী চেয়েছিল আগুন নেভাতে; পক্ষান্তরে কাকলাস গিয়েছিল ফুঁ দিয়ে আগুনের তীব্রতা বাড়াতে। তাই একে মারার জন্য রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'[১]

সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি

[২৬৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বলে সম্বোধন করলো, 'হে সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি!' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করলেন, "ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيْ এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তো আমার পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।" '[২]

---

[১] আল-বিদায়া, ১/১৪৭।

[২] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/৪৭–৪৮; আল-বিদায়া, ১/১৭১।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তাঁর শোকে মুহ্যমান পিতা

[২৭০] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসার জন্য মৃত্যুর ফেরেশতা (আলাইহিস সালাম) তাঁর মহামহিম রবের নিকট অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলেন। ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا مَلَكَ الْمَوْتِ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ هَلْ قَبَضْتَ نَفْسَ يُوْسُفَ فِيْمَنْ قَبَضْتَ مِنَ النُّفُوْسِ

"ওহে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমি তোমাকে সেই সত্তার নামে জিজ্ঞাসা করছি—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি যাদের মৃত্যু কার্যকর করেছো—তাদের মধ্যে কি ইউসুফ আছে?"

তিনি বললেন, 'না।' মৃত্যুর ফেরেশতা (স্বপ্রণোদিত হয়ে) বললেন, 'ইয়াকূব! আমি কি আপনাকে কিছু বাক্য শেখাবো না?' ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) বললেন, "بَلَى অবশ্যই! কেন নয়!" তিনি বললেন, 'তাহলে বলুন,

يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِيْ لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا يُحْصِيْهِ غَيْرُهُ

"ওহে কল্যাণের অধিপতি, অনন্ত, অসীম!"

ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) সেই রাতে এ দুআ পড়তে থাকেন। প্রভাতের আগেই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জামা তাঁর চেহারার উপর নিক্ষেপ করা হয়; আর অমনিই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।'[১]

---

[১] হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এটি আছে, তবে (কয়েকটি) মুদ্রিত সংস্করণে তা বাদ পড়ে গিয়েছে।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভের দুআ

[২৭১] আবূ আব্দিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারাবাস কি আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছে?' তিনি বললেন, "نَعَمْ হ্যাঁ!" জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, (তাহলে আল্লাহকে) বলুন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ كُلِّ مَا أَهَمَّنِيْ وَكَرَبَنِيْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَأَمْرِ آخِرَتِيْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِيْ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَثَبِّتْ رَجَائِيْ وَاقْطَعْهُ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتّٰى لَا أَرْجُوْ أَحَدًا غَيْرَكَ

"হে আল্লাহ! আমার পার্থিব ও পরকালীন যেসব বিষয় আমাকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে—তার প্রত্যেকটি থেকে মুক্তি ও উত্তরণের রাস্তা বের করে দাও! আমার কল্পনার বাইরের উৎস থেকে আমাকে জীবনোপকরণ দাও! আমার গুনাহ ক্ষমা করো; আমার প্রত্যাশায় দৃঢ়তা দাও; তুমি ছাড়া প্রত্যাশার অন্যান্য উৎসগুলোকে ছিন্ন করে দাও—আমি যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রত্যাশা না করি।" '[১]

মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করায় তাঁকে আরো দীর্ঘসময় জেলে থাকতে হলো

[২৭২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ يُوْسُفَ لَوْلَا كَلِمَتُهُ مَا لَبِثَ فِيْ السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ

"আল্লাহ ইউসুফের প্রতি সদয় হোন! তিনি একটি কথা না বললে এতো দীর্ঘ সময় তাঁকে জেলখানায় থাকতে হতো না।"

কথাটি ছিল, (জেল থেকে মুক্তি লাভকারী এক কয়েদিকে তিনি বলেছিলেন,)

اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

"তোমার মনিবের নিকট আমার বিষয়টি তুলে ধরো। (সূরা ইউসুফ ১২:৪২)"

অতঃপর হাসান (রহিমাহুল্লাহ) কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'আর

[১] হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এটি আছে, তবে (কয়েকটি) মুদ্রিত সংস্করণে তা বাদ পড়ে গিয়েছে।

আমাদের দশা হলো—একটু বিপদ আসতেই আমরা তাড়াহুড়ো করে মানুষের শরণাপন্ন হই!'[১]

ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা

[২৭৩] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ يُوْسُفَ لَوْ أَنِّيْ جَاءَنِيْ الرَّسُوْلُ بَعْدَ طُوْلِ السِّجْنِ لَأَسْرَعْتُ لِلْإِجَابَةِ

"আল্লাহ ইউসুফের প্রতি সদয় হোন! দীর্ঘ কারাভোগের পর (জেল থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে) বার্তাবাহক যদি স্বয়ং আমার নিকটও আসতো, তাহলে আমিও দ্রুত সাড়া দিতাম।" '[২]

আয়ুষ্কাল

[২৭৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে যখন কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো। তারপর গোলামি, কারাবাস ও রাষ্ট্রশাসনে কেটেছে আশি বছর। সবকিছু গোছানোর পর তিনি বেঁচে ছিলেন তিপ্পান্ন বছর।'

মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করায় আল্লাহ তাআলার তিরস্কার

[২৭৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহির মাধ্যমে বললেন,

مَنْ اِسْتَنْقَذَكَ مِنَ الْقَتْلِ إِذْ هَمَّ إِخْوَتُكَ أَنْ يَّقْتُلُوْكَ

"তোমার ভাইয়েরা যখন তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো, তখন তোমাকে কে বাঁচিয়েছে?" ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَنْتَ يَا رَبِّ হে আমার রব! তুমিই।" আল্লাহ বললেন, "فَمَنْ اِسْتَنْقَذَكَ مِنَ الْجُبِّ إِذْ أَلْقَوْكَ فِيْهِ আচ্ছা! তারা যখন তোমাকে কুয়োয় নিক্ষেপ করেছিলো, তখন সেখান থেকে তোমাকে

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/৩৯।

[২] মুরসাল, সহীহ। মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/৪০। এর মাধ্যমে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন। দীর্ঘ কারাভোগের পর জেল কর্তৃপক্ষ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে। তিনি জেল থেকে না বেরিয়ে উলটো কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর নির্দোষ কারাবাসের কৈফিয়ত তলব করে বসেন! ফলে রাজা এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশনের তদন্তে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দোষত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সূরা ইউসুফ ১২: ৫০-৫৪। (অনুবাদক)

কে বাঁচিয়েছে?" ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَنْتَ يَا رَبِّ হে আমার রব! তুমি।" আল্লাহ বললেন, "فَمَا لَكَ ذَكَرْتَ آدَمِيًّا وَنَسِيْتَنِيْ তাহলে তোমার কী হলো! (জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য) তুমি একজন মানুষকে স্মরণ করলে, আর আমাকে ভুলে গেলে?" (দ্রষ্টব্য: সূরা ইউসুফ ১২:৪২) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "كَلِمَةٌ تَكَلَّمَ بِهَا لِسَانِيْ এটি ছিল আমার মুখ থেকে উচ্চারিত একটি কথা।" আল্লাহ বললেন, "فَوَعِزَّتِيْ لَأُخْلِدَنَّكَ السِّجْنَ بِضْعَ سِنِيْنَ আমার সম্মানের শপথ! আমি তোমাকে (আরো) কয়েক বছর জেলখানায় রাখবো।" '

পুত্রশোকে পিতার কান্না

[২৭৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর শোকে ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) আশি বছর কেঁদেছিলেন। অথচ তখন তিনি ছিলেন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা'র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি!'[১]

স্বপ্ন ও স্বপ্নের প্রতিফলন

[২৭৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর স্বপ্ন ও তার বাস্তব প্রতিফলনের মাঝখানে ব্যবধান ছিল আশি বছর।'

দুশ্চিন্তা ও গ্লানি মানুষের সামনে হতাশার সুরে ব্যক্ত করা অনুচিত

[২৭৮] হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহ'র নবি ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর ভ্রুসমূহ চক্ষুযুগলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে তিনি ভ্রুগুলো তুলে ধরলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহ'র নবি! আপনার কী হয়েছে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি?' তিনি বললেন,

> "طُوْلُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ (এর নেপথ্যে রয়েছে) সুদীর্ঘ সময় ও দুশ্চিন্তার আধিক্য!" এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠালেন, "يَا يَعْقُوْبُ تَشْكُوْنِيْ ইয়াকূব! তুমি কি আমার ব্যাপারে অভিযোগ করছো?" ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) বললেন, "رَبِّ خَطِيْئَةٌ فَاغْفِرْهَا হে আমার রব! আমার ভুল হয়ে গেছে; ক্ষমা করে দাও।"[২]

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/৪০।

[২] দুর্বল।

আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

রোগের ব্যাপ্তি

[২৭৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর কেবল দু-চক্ষু, অন্তঃকরণ ও জিহ্বা সুস্থ ছিল; তাঁর দেহের বিভিন্ন জায়গায় পোকার উপদ্রব শুরু হয়েছিল। সাত বছরেরও বেশি সময় তিনি ভাগাড়ে ছিলেন।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৮২; ২৮৩)

গায়ের গন্ধ পেয়ে কিছু লোকের বাজে মন্তব্য

[২৮০] আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর দু ভাই ছিলেন। একদিন তারা তাঁর নিকট এসে গন্ধ পেলেন। ফলে তারা মন্তব্য করে বসেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি আইয়ূব-কে ভালো জানতেন, তাহলে তার এ দশা হতো না।' এ কথা শুনে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত কষ্ট পান। (আল্লাহ-কে উদ্দেশ্য করে) তিনি বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً شَبْعَانًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَائِعٍ فَصَدِّقْنِيْ

> "হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো, আমি পরিতৃপ্ত পেট নিয়ে কখনো রাত যাপন করিনি—আর ক্ষুধার্ত মানুষের অবস্থা আমি ভালো করেই জানি—তাহলে তুমি আমাকে সত্যায়ন করো।"

দু ভাইকে শুনিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কথার সত্যায়ন করেন। তারপর আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَلْبِسْ قَمِيْصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقْنِيْ

> "হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো, আমি শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে কখনো জামা

[১] এর অন্যতম বর্ণনাকারী ইয়াযীদ এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান। (অনুবাদক)

পরিনি—আর আমি ভালো করেই জানি খালি গায়ে থাকা মানুষের যাতনা কী—তাহলে তুমি আমাকে সত্যায়ন করো।”

দু ভাইকে শুনিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কথার সত্যায়ন করেন।” এরপর তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়ে বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَا أَرْفَعُ رَأْسِيْ حَتّٰى يُكْشَفَ مَا بِيْ

“হে আল্লাহ! আমার দুর্দশা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত আমি মাথা উত্তোলন করবো না।”

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর দুর্দশা দূরীভূত করে দেন।’ ’[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ২৮৪)

সম্পদের ফিরিস্তি

[২৮১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়ত কী ছিল?’ তিনি বললেন, ‘তাওহীদ (আল্লাহ তাআলা’র একত্ববাদ) ও নিজেদের মতপার্থক্যের সংশোধন। আল্লাহ’র নিকট তাঁদের কারো কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে (আল্লাহ’র নিকট) তা চাইতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘তাঁর ধন-সম্পদ কী ছিল?’ তিনি বললেন, ‘তিন হাজার জোয়াল; প্রত্যেক জোয়ালের সাথে একজন দাস; প্রত্যেক দাসের সাথে একজন কর্মঠ দাসী; প্রত্যেক দাসীর সাথে একটি গাধী। আর ছিল চৌদ্দ হাজার ভেড়া। দরজার বাইরে মেহমান রেখে তিনি কখনো রাত্রিযাপন করেননি; এবং কোনো মিসকীন না নিয়ে কখনো খাবার খাননি।’

মুসিবতের সময়কাল

[২৮২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) সাত বছর বিপদ-মুসিবতে নিপতিত ছিলেন।’[২]

(তুলনীয়: হাদীস নং ২৭৯; ২৮৩)

[২৮৩] সুলাইমান তাইমি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) জনপদের ভাগাড়ে সাত বছর পড়ে ছিলেন।’

(তুলনীয়: হাদীস নং ২৭৯; ২৮২)

---

[১] আল-বিদায়া, ১/২২২।
[২] আল-বিদায়া, ১/২২২।

ব্যাধি দেখে কিছু লোক তাঁকে পাপী সাব্যস্ত করে

[২৮৪] নাওফ বাক্কালি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে বনী ইসরাঈলের একদল লোক যাওয়ার সময় মন্তব্য করলো, ‘নিশ্চয়ই বড় কোনো পাপের ফলে তার এই দশা হয়েছে!’ তাদের এই মন্তব্য আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) শুনে ফেলেন। তখনই তিনি (আল্লাহ তাআলা-কে উদ্দেশ্য করে) বলেন,

مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

“আমাকে বিপদ-মুসিবত স্পর্শ করেছে; আর তুমি তো সবচেয়ে বেশি দয়াবান!” (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩)

এ ঘটনার আগে তিনি (রোগমুক্তির) দুআ করেননি।’[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ২৮০)

ব্যাধির নেপথ্যকারণ

[২৮৫] ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘বিপদে আপতিত হওয়ার পর আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেন, “تَدْرُوْنَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَنِيْ هٰذَا؟ তোমরা কি জানো, আমার এ অবস্থা কেন হয়েছে?” তারা বললেন, ‘আমাদের সামনে তো আপনার এমন কোনো বিষয় প্রকাশিত হয়নি (যদ্দরুন এরূপ হতে পারে), তবে হতে পারে আপনি কোনো কিছু গোপন রেখেছেন—যা আমাদের জানা নেই।’ এ কথা বলে তারা তাঁর কাছ থেকে উঠে চলে যান। তারপর তাদের বাইরের এক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘আল্লাহ’র নবি (আলাইহিস সালাম) তোমাদেরকে কেন ডেকেছিলেন?’ তারা তাকে কারণ অবহিত করেন। তিনি বললেন, ‘আমি তাকে বলবো, কেন তাঁর এ অবস্থা হয়েছে।’ অতঃপর তিনি আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসেন। আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) (কারণ) জানতে চাইলে তিনি বললেন, ‘আপনি একবার পানীয় পান করে ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলেননি, অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেননি; আর সম্ভবত আপনি কোনো ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।’

---

[১] আল-বিদায়া, ১/২২২।

রোগমুক্তির পর প্রাচুর্য

[২৮৬] বাকর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে সুস্থতা দেওয়ার পর তাঁর উপর বৃষ্টির মতো করে স্বর্ণের পঙ্গপাল বর্ষণ করেন। আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) তা কুড়াতে শুরু করেন।

তখন তাঁকে ডেকে বলা হলো,

"يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أُغْنِكَ أَلَمْ تَشْبَعْ আইয়ূব! আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দিইনি? তুমি কি পরিতৃপ্ত হওনি?"

তখন আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ فَضْلِكَ হে আমার রব! তোমার অনুগ্রহ লাভ করে কে পরিতৃপ্ত হতে পারে!"[১]

কঠিন দিনগুলোতে তাঁর স্ত্রীর অবদান ও ঈর্ষান্বিত শয়তানের কূটকৌশল

[২৮৭] আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে যখন তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দেহের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলো, তখন তাঁকে ভাগাড়ে রেখে দেওয়া হলো। তাঁর স্ত্রী বাইরে উপার্জন করে তাঁকে খাওয়াতেন। এ দৃশ্য দেখে শয়তানের মনে হিংসা জেগে ওঠে। যেসব রুটি ও গোশত বিক্রেতা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে দান করতেন, শয়তান সেসব লোকের নিকট এসে বলে, 'ওই যে মহিলাটি তোমাদের কাছে আসে, তাকে তাড়িয়ে দাও। সে তার স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করে ও নিজের হাতে তাকে স্পর্শ করে; ওর কারণে লোকেরা তোমাদের খাবারকে নোংরা মনে করে। ও তো দেখছি প্রায়ই তোমাদের এখানে আসে।' ফলে তারা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে নিকটে ঘেঁষতে না দিয়ে বলতো, 'দূরে থাকো। আমরা তোমাকে খাবার দিবো, তবে কাছে আসবে না।' আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে, তিনি এর জন্য বলেন, 'আল-হামদু লিল্লাহ / সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর।' ঘর থেকে বের হলে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হতো; শয়তান এমন এক ব্যক্তির সুরত ধরে আসতো—যিনি আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর দুর্দশার জন্য অত্যন্ত পেরেশান বোধ করতেন। সে বললো, 'তোমার স্বামী কতো মহান! যা নাকচ করার তিনি তা নাকচ করে

[১] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/৭৮।

দিলেন। আল্লাহ'র শপথ! সে যদি মুখ দিয়ে কেবল একটি কথা উচ্চারণ করতো, তাহলে তার সকল দুর্দশা দূরীভূত করে দেওয়া হতো, আর ফিরিয়ে দেওয়া হতো তার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ।' স্ত্রী এসে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে এ কথা জানালে তিনি বলেন,

لَقِيَكَ عَدُوُّ اللهِ فَلَقَّنَكَ هٰذَا الْكَلَامَ لَمَّا أَعْطَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ وَالْوَلَدَ آمَنَّا بِهِ وَإِذَا قَبَضَ الَّذِيْ لَهُ نَكْفُرُ بِهِ لَئِنْ أَقَامَنِيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَرَضِيْ هٰذَا لَأَجْلِدَنَّكِ مِائَةَ جَلْدَةٍ

"তোমার সাথে আল্লাহ'র দুশমনের দেখা হয়েছে। সে তোমাকে এ কথা শিখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিলেন, আমরা তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; আর যখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে নিলেন, আমরা এখন তাঁর অবাধ্য হবো? আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এই অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেন, আমি তোমাকে এক শ'টি বেত্রাঘাত করবো।" এ কারণে আল্লাহ তাআলা বললেন,

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

"একগুচ্ছ কাঠি হাতে নাও; তা দিয়ে তাকে (মৃদু) প্রহার করো, শপথ ভঙ্গ করো না।"' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৪)'

শয়তানের উল্লাস

[২৮৮] তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবলিস বললো,

مَا أَصَبْتُ مِنْ أَيُّوْبَ شَيْئًا قَطُّ أَفْرَحُ بِهِ إِلَّا أَنِّيْ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ أَنِيْنَهُ عَرَفْتُ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَعْتُهُ

"আইয়ূব-এর কোনো ক্ষতি করে আমি কখনো খুশি হতে পারিনি; তবে আমি যখন তার যন্ত্রণার গোঙানি শুনলাম, তখন এই ভেবে খুশি হয়েছি—যাক, আমি তাকে কষ্ট দিতে পেরেছি!" '

যে-কোনো বিপদে তিনি যে দুআ করতেন

[২৮৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কোনো মুসিবতের মুখোমুখি হলেই আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ أَخَذْتَ وَأَنْتَ أَعْطَيْتَ مَهْمَا تَبْقَى نَفْسِيْ أَحْمَدُكَ عَلٰى حَسْبِ

بَلَائِكَ

"হে আল্লাহ! তুমিই নাও, তুমিই দাও। আমার (দেহে) যতোদিন প্রাণ থাকে, ততোদিন আমি তোমার দেওয়া মুসিবত অনুযায়ী তোমার প্রশংসা করে যাবো।" '[১]

ক্রোধ সংবরণ

[২৯০] আবদুর রহমান ইবনু ইব্যি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

كَانَ أَيُّوبُ أَصْبَرَ النَّاسِ وَأَحْلَمَ النَّاسِ وَأَكْظَمَ لِلْغَيْظِ

"আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সহনশীল মানুষ; আর ক্রোধ সংবরণ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম।" '[১]

[১] এসব হাদীস শুধু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে আছে।

ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

ভালো কাজ বিপদের সময় মানুষকে সুরক্ষা দেয়

[২৯১] ইবনু আবী আরূবা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"সে যদি আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা বর্ণনা না করতো, তাহলে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তিমি'র পেটে থাকতে হতো।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১৪৩-১৪৪)-এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বিপদাপন্ন হওয়ার আগে তিনি দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন (যার বদৌলতে তাঁকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে)।' তারপর তিনি একটি আরবি প্রবাদ উল্লেখ করেন—

'إِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ إِذَا عَثَرَ وَإِذَا صُرِعَ وُجِدَ مُتَّكِئًا

"ভালো কাজ বিপদের সময় মানুষকে সুরক্ষা দেয়; তবে বিপদ কেটে গেলে মানুষ আবার অলস হয়ে যায়।" '[১]

তিমির প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

[২৯২] মানসূর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য—

"فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সে (আল্লাহকে) ডাকলো..." (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭)

এর ব্যাখ্যায় সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ

[১] আল-বিদায়া, ১/২৩৪।

তিমি-কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন—'তুমি তাঁর হাড় ও মাংসের কোনো ক্ষতিসাধন করবে না।' কিছুক্ষণ পর সেই তিমি-কে আরেকটি তিমি গিলে ফেলে। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) বিপুল অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহ-কে ডাকতে থাকেন; বিপুল অন্ধকার হলো—(প্রথম) তিমি'র অন্ধকার, (তার উপর) আরেক তিমি'র অন্ধকার, ও (সর্বোপরি) সাগরের অন্ধকার।'[১]

হাজ্জের সময় তিনি যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন

[২৯৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্তরজন নবি বাইতুল্লাহ'র হাজ্জ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম); তাঁর গায়ে ছিল দুটি কাতাওয়ানি[২] বস্ত্র। আরেকজন হলেন ইউনুস (আলাইহিস সালাম); (হাজ্জের সময়) তিনি বলেছিলেন,

لَبَّيْكَ كَاشِفَ الْكُرَبِ لَبَّيْكَ

"আমি হাজির, হে দুর্দশা দূরকারী! আমি হাজির।"' (তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৩)

শাস্তি অবধারিত দেখে তাঁর জাতির লোকেরা যেভাবে দুআ করেছিল

[২৯৪] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির মাথার উপর শাস্তি এসে ঘন অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এ অবস্থা দেখে তাদের বুদ্ধিমান লোকজন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী লোকের নিকট গিয়ে বললো, 'আমাদের (মাথার) উপর কী এসেছে—তা তো দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের পাঠ করার জন্য একটি দুআ শিখিয়ে দিন; হতে পারে (এ দুআর বদৌলতে) আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর থেকে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার করে নেবেন।' জ্ঞানী লোকটি বললেন, তাহলে তোমরা বলো,

يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ وَيَا حَيُّ مُحْيِيَ الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে চিরঞ্জীব! যখন কেউ ছিল না এবং যখন কেউ থাকবে না তখনো তুমিই চিরঞ্জীব। হে চিরঞ্জীব! তুমিই মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করো! হে চিরঞ্জীব! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

---

[১] আল-বিদায়া, ১/২৩৪।
[২] স্বল্প মখমল-বিশিষ্ট সাদা আলখাল্লা। (অনুবাদক)

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দেন।'[১]

তিমির পেটে

[২৯৫] শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন—ইউনুস (আলাইহিস সালাম) তিমি'র পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। এ কথার প্রেক্ষিতে শা'বি বলেন, 'তিনি তো ছিলেন একদিনের চেয়েও কম সময়। দুপুরের আগে তিমি তাঁকে গলাধঃকরণ করে, আর সূর্যাস্তের আগে হাই তুলে; এ সময় ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সূর্যের আলো দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র; আমি তো জুলুমকারীদের অন্যতম।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭)

এরপর তিমি তাঁকে (তীরে) নিক্ষেপ করে। ততোক্ষণে তাঁর দেহ পাখির ছানার ন্যায় হয়ে গিয়েছে।' এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'আপনি কি আল্লাহ তাআলা'র অপার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছেন?' শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা'র অপার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছি না; আল্লাহ তাআলা তিমি'র পেটে একটি বাজার বানাতে চাইলে তাও করতে পারতেন।[২]

তিমির পেটে অবস্থানের সময়সীমা

[২৯৬] আবূ মালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউনুস (আলাইহিস সালাম) তিমি'র পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন।'[৩]

---

[১] আল-বিদায়া, ১/২৩২; আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/৮১।
[২] আল-বিদায়া, ১/২৩৩।
[৩] আল-বিদায়া, ১/২৩৩; আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/৮১।

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

কিছু উপদেশ

[২৯৭] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'খিদর (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছিলেন,

يَا مُوْسٰى بْنَ عِمْرَانَ اِنْزَعْ عَنِ اللَّجَاجَةِ وَلَا تَمْشِ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا تَضْحَكْ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَأَلْزِمْ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

"মূসা ইবনু ইমরান! জেদ থেকে বের হয়ে এসো; বিনা প্রয়োজনে হাঁটাহাঁটি কোরো না; আজব জিনিস ছাড়া অন্য কিছুতে হেসো না; গৃহে অবস্থান করো; আর নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কাঁদো।" '

পার্থিব চাকচিক্যের তাৎপর্য

[২৯৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূন (আলাইহিস সালাম)-কে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন,

لَا يَغُرَّكُمَا لِبَاسُهُ الَّذِيْ أَلْبَسْتُهُ فَإِنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِيْ وَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَطْرِفُ إِلَّا بِإِذْنِيْ وَلَا يَغُرَّكُمَا مَا مُتِّعَ بِهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَةِ الْمُتْرَفِيْنَ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُزَيِّنَكُمَا مِنْ زِيْنَةِ الدُّنْيَا بِشَيْئٍ يَعْرِفُ فِرْعَوْنُ أَنَّ قُدْرَتَهُ تَعْجُزُ عَنْ ذٰلِكَ لَفَعَلْتُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِهَوَانٍ بِكُمَا عَلَيَّ وَلٰكِنْ أُلْبِسُكُمَا نَصِيْبَكُمَا مِنَ الْكَرَامَةِ عَلٰى أَنْ لَا تَنْقُصَكُمَا الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنِّيْ لَأَذُوْدُ أَوْلِيَائِيْ عَنِ الدُّنْيَا كَمَا يَذُوْدُ الرَّاعِيْ إِبِلَهُ عَنْ مَبَارِكِ الْعُرَّةِ وَإِنِّيْ لَأُجْنِبُهُمْ كَمَا يُجْنِبُ الرَّاعِيْ إِبِلَهُ عَنْ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ أُرِيْدُ أَنْ أُنَوِّرَ بِذٰلِكَ مَرَاتِبَهُمْ وَأُطَهِّرَ بِذٰلِكَ قُلُوْبَهُمْ فِيْ سِيْمَاهُمْ الَّذِيْ يُعْرَفُوْنَ بِهِ وَأَمْرُهُمُ الَّذِيْ يَفْتَخِرُوْنَ بِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَخَافَ لِيْ وَلِيًّا

فَقَدْ بَارَزَنِيْ بِالْعَدَاوَةِ وَأَنَا الثَّائِرُ لِأَوْلِيَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আমি তাকে যে পোশাক পরিয়ে রেখেছি—তা দেখে তোমরা যেন ধাঁধায় না পড়ো; কারণ তার কপাল আমার হাতে; আমার অনুমতি ছাড়া সে কোনো কথা বলতে পারে না, চোখের পাতাও ফেলতে পারে না। দুনিয়ার সৌন্দর্য ও বিলাসী লোকদের চাকচিক্যের যেসব উপকরণ তাকে দেওয়া হয়েছে—তা দেখে তোমরা যেন বিভ্রান্ত না হও। আমি চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য দিয়ে তোমাদের দুজনকে এমনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতাম—যা দেখে ফিরআউন বুঝতো যে এমন চাকচিক্য লাভ করার সামর্থ্য তার নেই। তোমাদেরকে এসব চাকচিক্য না দেওয়ার অর্থ এ নয় যে তোমরা দুজন আমার নিকট তুচ্ছ; বরং আমি তোমাদেরকে প্রাপ্য সম্মান এমনভাবে দিয়েছি যাতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তোমাদের (পরকালীন পাওনাকে) কমিয়ে দিতে না পারে। পশুর বিষ্ঠা ও আবর্জনায় ভরপুর জায়গায় কোনো উট বিশ্রাম নিতে চাইলে রাখাল যেভাবে তার উটকে তাড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে আমি আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে তাড়িয়ে দিবো; রাখাল যেভাবে তার উটকে ধ্বংসাত্মক চারণভূমি থেকে দূরে রাখে, আমিও সেভাবে আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখবো। এর মাধ্যমে আমি তাঁদের অবস্থানকে উজ্জ্বল করতে চাই, তাঁদের অন্তঃকরণসমূহকে পবিত্র রাখতে চাই। এটি তাঁদের চিহ্ন—যা দিয়ে তাঁদেরকে শনাক্ত করা যাবে, আর এটিই তাঁদের জন্য গৌরবের ব্যাপার। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে সে যেন আমার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হলো; কিয়ামতের দিন আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবো।" '[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৫৭)

আল্লাহ তাআলার কতিপয় আদেশ

[২৯৯] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

"يَا رَبِّ بِمَا تَأْمُرُنِيْ হে আমার রব! তুমি আমাকে কোন কাজের আদেশ দিচ্ছো?"আল্লাহ বললেন, "بِأَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا তুমি আমার (সার্বভৌম ক্ষমতার) সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।"তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন কাজের?আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার

[১] আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়া, ১/১০–১১।

মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন কাজের?" আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন কাজের?" আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" (ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন,) পিতার সাথে সদাচরণের ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়; আর মায়ের সাথে সদাচরণের ফলে জীবনে দৃঢ়তা আসে।'

আল্লাহ তাআলা অনাদি ও অনন্ত

[৩০০] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাআলা-কে) বললেন,

"يَا رَبِّ إِنَّهُمْ يَسْأَلُوْنَنِيْ كَيْفَ كَانَ بَدْؤُكَ হে আমার রব! তারা জানতে চায়—তোমার সূচনা কেমন করে হলো?"আল্লাহ বললেন,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ الْكَائِنُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكَوِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও—সবকিছুর পূর্বে আমি ছিলাম, সবকিছুকে আমিই সৃষ্টি করেছি, আবার সবকিছুর পর আমিই থাকবো।" '

কয়েকটি আমলের ফলে এক ব্যক্তি আরশের পাশে স্থান পেয়েছেন

[৩০১] আমর ইবনু মাইমূন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) এক ব্যক্তিকে আরশের পাশে দেখতে পান। লোকটির অবস্থান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। ফেরেশতারা বললেন, 'তাঁর আমল সম্পর্কে আমরা আপনাকে অবহিত করছি—মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেসব অনুগ্রহ দিয়েছেন তা দেখে তাঁর মধ্যে ঈর্ষাবোধ জাগে না; তিনি মানুষের সম্মানহানি করে বেড়ান না এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হন না।' মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَيْ رَبِّ وَمَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ হে আমার রব! পিতা-মাতার অবাধ্য হয় আবার কে?" আল্লাহ বললেন, "يَسْتَسِبُّ لَهُمَا حَتَّى يُسَبَّانِ ওই ব্যক্তি—যে তার পিতা-মাতার জন্য গালি কুড়িয়ে আনে, পরিশেষে পিতা-মাতা (তাকে) অভিশাপ দেয়।" '

যিকরের পদ্ধতি

[৩০২] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ওহি নাযিল করে বলেন,

إِذَا ذَكَرْتَنِيْ فَاذْكُرْنِيْ وَأَنْتَ تَنْتَفِضُ أَعْضَاؤُكَ وَكُنْ عِنْدَ ذِكْرِيْ خَاشِعًا

مُطْمَئِنًّا فَإِذَا ذَكَرْتَنِيْ فَاجْعَلْ لِسَانَكَ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِكَ وَإِذَا قُمْتَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقُمْ مَقَامَ الْعَبْدِ الْحَقِيْرِ الذَّلِيْلِ وَذُمَّ نَفْسَكَ فَهِيَ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَنَاجِنِيْ حِيْنَ تُنَاجِيْنِيْ بِقَلْبٍ وَجِلٍ وَلِسَانٍ صَادِقٍ

"আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে জাগ্রত রেখে স্মরণ করবে; সুস্থির-চিত্ত ও বিনয়াবনত হয়ে আমাকে স্মরণ করবে; আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার জিহ্বাকে অন্তঃকরণের পশ্চাতে রাখবে;[১] আমার সামনে দাঁড়ানোর সময় নগণ্য দাসের ন্যায় দাঁড়াবে; তোমার প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করবে—প্রবৃত্তিই হলো তিরস্কারের যথার্থ পাত্র; আর আমার সাথে চুপিসারে কথা বলার সময় ত্রস্ত মন ও সত্য মুখ নিয়ে কথা বলবে।"

আল্লাহ তাআলার নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করাও আরেক নিয়ামত

[৩০৩] আবুল জাল্দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِلٰهِيْ كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَصْغَرُ نِعْمَةٍ وَضَعْتَهَا عِنْدِيْ مِنْ نِعَمِكَ لَا يُجَازِيْ بِهَا عَمَلِيْ كُلُّهُ

"ইলাহ আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করবো? তোমার অনুগ্রহরাজির মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দিয়েছো, আমার সকল আমল জড়ো করলেও তো তার সমান হবে না!"

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে বললেন, "يَا مُوْسَى الْآنَ شَكَرْتَنِيْ মূসা! এতোক্ষণে তুমি আমার (অনুগ্রহের) শুকরিয়া আদায় করেছো।" '

একটি দুআ

[৩০৪] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর দুআর মধ্যে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَلِنْ قَلْبِيْ بِالتَّوْبَةِ وَلَا تَجْعَلْ قَلْبِيْ قَاسِيًا كَالْحَجَرِ

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তাওবার মাধ্যমে কোমল করে দাও; আমার অন্তরকে পাষাণসম রুক্ষ করে দিও না।" '

[১] অর্থাৎ মুখে যা উচ্চারণ করছো—তা অন্তর দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে। (অনুবাদক)

তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন

[৩০৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাবিবহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

مُرْ قَوْمَكَ أَنْ يُنِيْبُوْا إِلَيَّ وَيَدْعُوْنِيْ فِي الْعَشْرِ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ فَلْيَخْرُجُوْا إِلَيَّ أَغْفِرْ لَهُمْ

"তোমার জাতিকে নির্দেশ দাও—তারা যেন আমার দিকে ফিরে আসে এবং (যিলহাজ্জ মাসের প্রথম) দশ দিন আমাকে ডাকে, আর দশম দিন তারা যেন (ঘর থেকে) বেরিয়ে আমার দিকে আসে, তাহলে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবো।" '

কল্যাণময় জ্ঞানের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা কবরের নিঃসঙ্গতা দূর করে দেন

[৩০৬] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ওহি নাযিল করে বলেন,

عَلِّمِ الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْهُ فَإِنِّيْ مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَمُتَعَلِّمِهِ فِيْ قُبُوْرِهِمْ حَتّٰى لَا يَسْتَوْحِشُوْا لِمَكَانِهِمْ

"কল্যাণময় (জ্ঞান) শেখো ও (অপরকে) শেখাও; কল্যাণময় জ্ঞান যারা শেখে ও শেখায় তাদের কবরকে আমি আলোকিত করে দিবো, ফলে তারা সেখানে একাকিত্ব বোধ করবে না।" '

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ

[৩০৭] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাআলা-কে) বললেন,

يَا رَبِّ أَقَرِيْبٌ أَنْتَ فَأُنَاجِيْكَ أَوْ بَعِيْدٌ فَأُنَادِيْكَ

"হে আমার রব! তুমি কি কাছে? তাহলে আমি তোমাকে চুপিসারে ডাকবো। নাকি দূরে? তাহলে তোমাকে উচ্চ আওয়াজে ডাকবো।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "يَا مُوْسَى أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ মূসা! যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার পাশেই থাকি।" মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُوْنُ مِنَ الْحَالِ عَلٰى حَالٍ نُجِلُّكَ وَنُعَظِّمُكَ أَنْ نَذْكُرَكَ

"হে আমার রব! আমরা তো একেক সময় একেক অবস্থায় থাকি; কিছু কিছু

সময় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবেচনা করে তোমাকে স্মরণ করতে ভয় পাই।"

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "وَمَا هِيَ কোন অবস্থার কথা বলছো?

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "يَا مُوسَى اُذْكُرْنِيْ عَلَى كُلِّ حَالٍ মূসা! সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ করো।" '

দুনিয়াতে ইনসাফের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি

[৩০৮] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাআলা-কে) জিজ্ঞাসা করলেন,

"أَيْ رَبِّ أَيُّ شَيْءٍ وَضَعْتَ فِي الْأَرْضِ أَقَلَّ হে আমার রব! তুমি দুনিয়াতে কোন জিনিস সবচেয়ে কম প্রতিষ্ঠা করেছো?"

আল্লাহ তাআলা বলেন, "اَلْعَدْلُ أَقَلُّ مَا وَضَعْتُ فِي الْأَرْضِ আমি দুনিয়াতে সবচেয়ে কম প্রতিষ্ঠা করেছি যে জিনিস—তা হলো ইনসাফ।"

দুআ সফল করার কার্যকর উপায়

[৩০৯] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম তাইফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁর মহান রবের নিকট নিবেদন পেশ করেন। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিষয় পাননি। অবশেষে মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "مَا شَاءَ اللهُ (মা শা আল্লাহ!) আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!" আর অমনি তিনি দেখতে পান—কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাঁর সামনে হাজির! মূসা (আলাইহিস সালাম) বলে ওঠেন,

يَا رَبِّ أَنَا أَطْلُبُ حَاجَتِيْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَأَعْطَيْتَنِيْهَا الْآنَ

"হে আমার রব! আমি অমুক দিন থেকে এটি চাচ্ছি, আর তুমি কিনা এটি আমাকে এতোক্ষণে দিলে!" '

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

يَا مُوسَى أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْجَحُ مَا طَلَبْتَ بِهِ الْحَوَائِجَ

"মূসা! তুমি কি জানো না, প্রয়োজন পূরণের জন্য সফলতম দুআ হলো مَا شَاءَ اللهُ (মা শা আল্লাহ,) আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়!)?"

মা শা আল্লাহ এর মাহাত্ম্য

[৩১০] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম তাইফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'শয়তানরা যখন চুরি করে (আকাশের ফেরেশতাদের আলোচনা) শোনার চেষ্টা করে,[১] তখন ফেরেশতারা যে বাক্য বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় তা হলো—"مَا شَاءَ اللهُ (মা শা আল্লাহ!) আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!"

কিছু উপদেশ

[৩১১] কাব ইবনু আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) ফিরআউনের কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে বললেন, "يَا رَبِّ أَوْصِنِيْ হে আমার রব! আমাকে কিছু উপদেশ দাও।" আল্লাহ বললেন,

أُوْصِيْكَ أَنْ لَا تَعْدِلَ بِيْ شَيْئًا أَبَدًا إِلَّا اخْتَرْتُنِيْ عَلَيْهِ فَإِنِّيْ لَا أَرْحَمُ وَلَا أُزَكِّيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ

"আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—কোনো কিছুকে কখনো আমার সমকক্ষ বানাবে না; এটি যে মেনে চলবে না, আমি তার প্রতি কোনো দয়া দেখাবো না, তাকে পরিচ্ছন্নও করবো না।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "وَبِمَا يَا رَبِّ হে আমার রব! আর কী?"

আল্লাহ বলেন, "بِأُمِّكَ فَإِنَّهَا حَمَلَتْكَ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে; কারণ সে বহু কষ্ট করে তোমাকে (গর্ভে) বহন করেছে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا يَا رَبِّ হে আমার রব! তারপর কী?"

আল্লাহ বলেন, "ثُمَّ بِأَبِيْكَ তারপর তোমার পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।"

---

[১] দ্রষ্টব্য: সূরা আস-সাফফাত ৩৭:৬-১০। (অনুবাদক)

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا তারপর কী?"

আল্লাহ বলেন, "ثُمَّ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَا তারপর তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করো অপরের জন্য তা অপছন্দ করবে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا يَا رَبِّ হে আমার রব! তারপর কী?" আল্লাহ বলেন,

إِنْ أَوْلَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ عِبَادِيْ فَلَا تُعَنِّهِمْ إِلَيْكَ فِيْ حَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا تُعَنِّيْ رُوْحِيْ فَإِنِّيْ مُبْصِرٌ وَمُسْتَمِعٌ وَمُشْهِدٌ وَمُسْتَشْهِدٌ

"আমি যদি তোমাকে আমার বান্দাদের কোনো বিষয় দেখভাল করার দায়িত্ব দিই, তাহলে তাদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করবে না; কারণ এর মাধ্যমে মূলত আমার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আমি সবকিছু দেখি, মনোযোগ সহকারে শুনি; আমি (সবকিছুর) সাক্ষী রাখছি এবং (কিয়ামতের দিন) সাক্ষীদের তলব করবো।" '

আল্লাহ যেটুকু দিয়েছেন সেটুকুতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ধনী

[৩১২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?"

আল্লাহ বললেন, "أَكْثَرُهُمْ لِيْ ذِكْرًا তাদের মধ্যে যে আমাকে বেশি স্মরণ করে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "رَبِّ فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى রব! তাহলে তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে?"

আল্লাহ বলেন, "اَلرَّاضِيْ بِمَا أَعْطَيْتُهُ আমি যেটুকু দিয়েছি, সেটুকুতে যে সন্তুষ্ট থাকে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) জানতে চাইলেন, "رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ হে

আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিচারক কে?"

আল্লাহ বলেন, "اَلَّذِيْ يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ যে ব্যক্তি নিজের জন্য সেই ফায়সালা দেয়—যা সে অন্যের জন্য দিয়ে থাকে।" '

বাইতুল্লাহ এর হাজ্জ

[৩১৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্তরজন নবি বাইতুল্লাহ'র হাজ্জ আদায় করেছেন। মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম) তাঁদের অন্যতম। (হাজ্জের সময়) তাঁর গায়ে ছিল দুটি কাতাওয়ানি বস্ত্র। তিনি 'লাব্বাইক' (আমি হাজির!) বললে পাহাড়সমূহ থেকে তার প্রতিধ্বনি আসতো।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ২৯৩)

কৃত্রিমতার উপর নিষেধাজ্ঞা

[৩১৪] আবূ ইমরান জুওয়ানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় শ্রোতাদের একজন নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলেন। এর প্রেক্ষিতে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলা হলো,

قُلْ لِصَاحِبِ الْقَمِيْصِ لَا يَشُقَّ قَمِيْصَهُ لِيَشْرَحَ لِيْ عَنْ قَلْبِهِ

"তুমি জামাওয়ালাকে বলে দাও—আমাকে তার অন্তঃকরণ দেখানোর জন্য সে যেন তার জামা না ছিঁড়ে।" '[২]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

[৩১৫] আম্মার ইবনু ইয়াসীর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'তাঁর সহচরগণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার দেরি হওয়ার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'শোনো! আমি তোমাদেরকে তোমাদের এক পূর্ববর্তী ভাই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা বলছি।

মূসা (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাআলা-কে) বললেন, "يَا رَبِّ حَدِّثْنِيْ بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْكَ হে আমার রব! আমাকে বলো—তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?" আল্লাহ বললেন,

---

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩১৪–৩১৫।

[২] হিল্‌ইয়া, ২/৩১৪–৩১৫।

عَبْدٌ فِيْ أَقْصَى الْأَرْضِ سَمِعَ بِهِ عَبْدٌ آخَرُ فِيْ أَقْصَى الْأَرْضِ لَا يَعْرِفُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ فَكَأَنَّمَا أَصَابَتْهُ وَإِنْ شَاكَتْهُ شَوَكَةٌ فَكَأَنَّمَا شَاكَتْهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِيْ فَذٰلِكَ أَحَبُّ خَلْقِيْ إِلَيَّ

"পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে (আমার) এক বান্দা বসবাস করে; পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা আরেক বান্দা তার কথা শুনতে পেলো, অথচ সে তাকে চেনে না; কিন্তু প্রথম ব্যক্তি বিপদাপন্ন হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে বিপন্ন মনে করে, প্রথম ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করে তার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছে। সে তাকে নিছক আমার জন্য ভালোবাসে। ওই লোকটিই হলো আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।" '

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا رَبِّ خَلَقْتَ خَلْقًا تُدْخِلُهُمُ النَّارَ وَتُعَذِّبُهُمْ হে আমার রব! তুমি সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছো। (আবার) তুমিই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে ও শাস্তি দিবে?"

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে বললেন, "كُلُّهُمْ خَلْقِيْ إِزْرَعْ زَرْعًا এরা সবাই তো আমার সৃষ্টি। (তুমি একটি কাজ করো—) বীজ বপন করো।" মূসা (আলাইহিস সালাম) বীজ বপন করলেন। আল্লাহ বললেন, "إِسْقِهِ তাতে পানি দাও।" মূসা (আলাইহিস সালাম) পানি দিলেন। পরিশেষে আল্লাহ বললেন, "قُمْ عَلَيْهِ ফসল কেটে ফেলো।" মূসা (আলাইহিস সালাম) ফসল কেটে তুলে নিলেন।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا فَعَلْتَ زَرْعَكَ يَا مُوْسَى মূসা! তোমার ফসল কী করলে?"

তিনি বললেন, "فَرَغْتُ مِنْهُ وَرَفَعْتُهُ কেটে তুলে নিয়েছি।"

আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا تَرَكْتَ مِنْهُ شَيْئًا ফসলের কোন অংশটি ফেলে দিয়েছো?"

তিনি বললেন, "مَا لَا خَيْرَ فِيْهِ أَوْ مَا لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিংবা যা আমার দরকার নেই।"

আল্লাহ বললেন, "كَذٰلِكَ أَنَا لَا أُعَذِّبُ إِلَّا مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ أَوْ مَا لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ তেমনিভাবে আমিও কেবল তাকেই শাস্তি দিবো—যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিংবা যাকে আমার দরকার নেই।"[১]

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৯)

আল্লাহর অধিকার আদায় করার আগ পর্যন্ত দুআ কবুল হয় না

[৩১৬] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি খুব মিনতি সহকারে (আল্লাহকে) ডাকছিলো। আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "يَا رَبِّ ارْحَمْهُ হে আমার রব! তার প্রতি দয়া করো!" আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

لَوْ دَعَانِيْ حَتّٰى تَنْقَطِعَ قُوَاهُ مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ حَقِّيْ عَلَيْهِ

"সে যদি আমাকে ডাকতে ডাকতে তার সকল শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, তবুও আমি তার ডাকে সাড়া দিবো না; যতোক্ষণ না সে তার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে—সেদিকে নজর দিবে।" '[২]

গরীব মানুষকে অসন্তুষ্ট করা হলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন

[৩১৭] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

إِنَّ قَوْمَكَ يَبْنُوْنَ لِيْ الْبُيُوْتَ وَيُقَرِّبُوْنَ الْقُرْبَانَ وَإِنِّيْ لَا أَسْكُنُ الْبُيُوْتَ وَلَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلٰكِنْ آيَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوْا بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ إِذَا أَرْضَوْا الْمَسَاكِيْنَ فَقَدْ رَضِيْتُ وَإِذَا أَسْخَطُوْهُمْ سَخِطْتُ

"তোমার জাতির লোকেরা আমার জন্য অনেক গৃহ (অর্থাৎ মাসজিদ) নির্মাণ করছে এবং কুরবানি পেশ করছে। আমি তো গৃহে বসবাস করি না; গোশতও খাই না। তবে তাদের ও আমার মধ্যে একটি অঙ্গীকার আছে; সেটি হলো—তারা যেন ধনী ও গরীবের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের ও আমার মধ্যে (আরেকটি) অঙ্গীকার হলো—তারা যখন নিঃস্ব লোকদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে, আমিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো; আর যখন তারা নিঃস্বদেরকে

---

[১] হাদীসটি শুধু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে আছে।

[২] হাদীসটি শুধু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে আছে।

অসন্তুষ্ট করবে, আমিও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো।” ’

সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

[৩১৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে বললেন,

“إِيتُونِي بِخَيْرِكُمْ رَجُلًا তোমাদের সবচেয়ে ভালো লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

তারা একজনকে নিয়ে আসলে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “أَنْتَ خَيْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ তুমি কি বানী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক?” সে বললো, ‘তারা এমনটি মনে করে।’

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “اِذْهَبْ فَأْتِنِي بِشَرِّهِمْ তুমি যাও; তাদের মধ্যে যে লোকটি সবচেয়ে খারাপ—তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” লোকটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে একাকী ফিরে এলো।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “جِئْتَنِي بِشَرِّهِمْ তাদের খারাপ লোকটিকে নিয়ে এসেছো?” লোকটি বললো, ‘আমি আমার নিজের সম্পর্কে যা জানি, তাদের কারো সম্পর্কে আমি তা জানি না।’

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “أَنْتَ خَيْرُهُمْ তুমিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি!”

আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম বান্দার বৈশিষ্ট্য

[৩১৯] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

“أَيْ رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?”

আল্লাহ বলেন, “مَنْ أُذْكَرُ بِرُؤْيَتِهِ যাকে দেখলে মানুষ আমাকে স্মরণ করে।”

মূসা (আলাইহিস সালাম) (আবারো) জিজ্ঞাসা করলেন, “رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ

أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?”

আল্লাহ বলেন, “الَّذِينَ يَعُودُونَ الْمَرْضَى وَيُعَزُّونَ الثَّكْلَى وَيُشَيِّعُونَ الْهَلْكَى যারা অসুস্থদের সেবা করে, সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দেয়, এবং মৃত মানুষের জানাযার অনুসরণ করে (কবর পর্যন্ত যায়)।” ’

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৫)

হাজ্জ

[৩২০] আতা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ (দ্রুতগমন) করার সময় বলছিলেন, “اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ হে আল্লাহ! আমি হাজির।” জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

“لَبَّيْكَ يَا مُوسَى هَا أَنَا ذَا لَدَيْكَ মূসা! আমি হাজির। আমি তোমার পাশেই আছি।” তখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর গায়ে ছিল একটি কাতাওয়ানি আলখাল্লা।’

কবরে সালাত আদায়

[৩২১] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

ইসরা/মিরাজ-এর রাতে আমি আল-কাসীবুল আহমার[১] এলাকায় মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে গিয়েছি। তিনি তখন তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।” ’[২]

কিয়ামতের দিন যাঁরা আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন

[৩২২] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

[১] বর্তমান নাম ‘নিবু পাহাড় (Mount Nibo)’। জর্দানে অবস্থিত। (অনুবাদক)

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২০৫।

"يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُكَ الَّذِيْنَ تُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّ عَرْشِكَ হে আমার রব! তাঁরা কারা—যাদেরকে তুমি (কিয়ামতের দিন) তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দিবে?" আল্লাহ বলেন,

هُمُ الْبَرِيْئَةُ أَيْدِيْهِمْ وَالطَّاهِرَةُ قُلُوْبُهُمْ اَلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ اَلَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرْتُ ذَكَرُوْا بِيْ وَإِذَا ذَكَرْتُ بِذِكْرِهِمْ اَلَّذِيْنَ يَسْبَغُوْنَ الْوُضُوْءَ فِيْ الْمَكَارِهِ وَيُنِيْبُوْنَ إِلٰى ذِكْرِيْ كَمَا تُنِيْبُ النُّسُوْرُ إِلٰى وُكُوْرِهَا وَيَكْلَفُوْنَ بِحُبِّيْ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِحُبِّ النَّاسِ وَيَغْضَبُوْنَ لِمَحَارِمِيْ إِذَا اسْتُحِلَّتْ كَمَا يَغْضَبُ النَّمِرُ إِذَا حُوْرِبَ

"যাঁদের হাত (অপরাধ)মুক্ত, অন্তঃকরণ পূত-পবিত্র; যাঁরা আমার মহত্ত্বের প্রভাবে একে অপরকে ভালোবাসে; (কোথাও) আমার কথা আলোচিত হলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করে; যাঁরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও যাঁদেরকে স্মরণ করি; যাঁরা কষ্টের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে; (যাঁরা) আমার স্মরণের দিকে সেভাবে ফিরে আসে, যেভাবে ঈগল (শিকার শেষে) নীড়ে ফিরে আসে; (যাঁরা) আমার ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, ঠিক যেভাবে শিশুরা মানুষের ভালোবাসার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে; এবং (যাঁরা) আমার নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হতে দেখলে ক্ষিপ্ত হয়, ঠিক যেভাবে লড়াইয়ের সময় চিতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।" '

হত্যাকাণ্ডের দায়ভার

[৩২৩] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

يَا مُوْسٰى وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِيْ قَتَلْتَ أَقَرَّتْ لِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّيْ لَهَا خَالِقٌ أَوْ رَازِقٌ لَأَذَقْتُكَ فِيْهَا طَعْمَ الْعَذَابِ وَإِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْكَ أَمْرَهَا أَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّيْ لَهَا خَالِقٌ أَوْ رَازِقٌ

"মূসা! আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! তুমি যাকে হত্যা করেছিলে, সে যদি এক পলকের জন্যও স্বীকার করতো—'আমি তার স্রষ্টা বা জীবনোপকরণ-দাতা', তাহলে তাকে হত্যার দায়ে আমি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করাতাম। আমি তোমার এ সংক্রান্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি; (কারণ) সে এক পলকের জন্যও স্বীকার করেনি—'আমি তার স্রষ্টা বা জীবনোপকরণ-

দাতা।" '

ভগ্নহৃদয় লোকদের প্রতি আল্লাহর করুণা

[৩২৪] ইমরান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"أَيْ رَبِّ أَيْنَ أَبْغِيْكَ হে আমার রব! আমি তোমাকে কোথায় খুঁজবো?"

আল্লাহ বললেন, "إِبْغِنِيْ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ إِنِّيْ أَدْنُوْ مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ بَاعًا وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَانْهَدَمُوْا ভগ্ন-হৃদয় লোকদের কাছে আমাকে খোঁজো। আমি প্রতিদিন একহাত করে তাঁদের নিকটবর্তী হই; তা না হলে, তারা নির্ঘাত ভেঙে পড়তো।" '[১]

ফেরেশতাদের মূল্যায়ন

[৩২৫] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুতে আকাশের ফেরেশতারা বলতে শুরু করলো,

"مَاتَ مُوْسٰى فَأَيُّ نَفْسٍ لَا تَمُوْتُ মূসা ইন্তেকাল করেছেন। তাহলে আর কে ইন্তেকাল করবে না?"[২]

কন্যাদের প্রতি উপদেশ

[৩২৬] আবূ ইমরান জুওয়ানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে মূসা (আলাইহিস সালাম) উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি বলেন,

إِنِّيْ لَسْتُ أَجْزَعُ لِلْمَوْتِ وَلٰكِنِّيْ أَجْزَعُ أَنْ يُّحْبَسَ لِسَانِيْ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الْمَوْتِ

"মৃত্যুর জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই; আমার উদ্বেগের কারণ হলো—আল্লাহ তাআলা'র যিক্‌র চলাকালে মৃত্যুর সময় তো আমার জিহ্বা বন্ধ করে দেওয়া হবে!" মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর তিনটি মেয়ে ছিল। তিনি তাদেরকে বলেন,

يَا بَنَاتِيْ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سَيَعْرِضُوْنَ عَلَيْكُنَّ الدُّنْيَا فَلَا تَقْبَلْنَ وَالْقُطْنَ هٰذَا

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩৬৪।
[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২০৪।

السُّنْبُلَ فَافْرُكْنَهُ وَكُلْنَهُ تَبْلُغْنَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ

“মেয়েরা আমার! অচিরেই বানী ইসরাঈলের লোকজন তোমাদের সামনে দুনিয়া(র বিলাসী উপকরণ) পেশ করবে; তোমরা তা গ্রহণ কোরো না। এই খাদ্যশস্যগুলো নিয়ে ঘষে খাওয়ার উপযোগী করে খাও; এর মাধ্যমে তোমরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।” ’[১]

[১] হিলইয়া, ২/৩১৩।

দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটি

[৩২৭] ইসমাঈল ইবনু আব্দিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-কে অধিক কান্নাকাটির জন্য তিরস্কার করা হলে তিনি বলতেন,

ذَرُوْنِيْ أَبْكِيْ قَبْلَ يَوْمِ الْبُكَاءِ قَبْلَ تَحْرِيْقِ الْعِظَامِ وَاشْتِعَالِ اللُّحَا قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِيْ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“আমাকে কাঁদতে দাও, সেদিন আসার পূর্বে—যেদিন মানুষ কাঁদবে, অস্থি-মজ্জা পোড়ানো হবে, দাড়িতে আগুন লেগে যাবে; সেদিন আসার পূর্বে—যেদিন আমার ব্যাপারে রুক্ষ ও কর্কশ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে, যারা আল্লাহ’র আদেশের অবাধ্য হয় না, বরং তা-ই করে যা করার আদেশ তাঁদেরকে দেওয়া হয়।” ’ (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৩৩; ৩৩৪)

সারাজীবন শুকরিয়া জ্ঞাপন করে একটি নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করা যায় না

[৩২৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ’র নবি দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

إِلٰهِيْ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنِّيْ لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالدَّهْرَ كُلَّهُ مَا قَضَيْتُ حَقَّ نِعْمَةٍ

“হে আমার ইলাহ! আমার প্রত্যেকটি চুলের যদি দুটি জিহ্বা থাকতো, আর সেগুলো যদি দিন-রাত ও যুগ-যুগান্তর তোমার প্রশংসা করতে থাকতো, তাতে একটি নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যেতো না!” ’

মানুষের তুলনায় ব্যাঙ আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে

[৩২৯] মুগীরা ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

“يَا رَبِّ هَلْ بَاتَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ اَللَّيْلَةَ أَطْوَلَ ذِكْرًا لَكَ مِنِّيْ হে আমার

রব! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কেউ কি রাতের বেলা আমার চেয়ে বেশি সময় ধরে তোমাকে স্মরণ করেছে?"

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহি'র মাধ্যমে জানালেন, "نَعَمْ اَلضِّفْدَعُ হ্যাঁ! ব্যাঙ (তোমার চেয়ে বেশি সময় ধরে আমাকে স্মরণ করেছে)!"

অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর নিম্নোক্ত ওহি নাযিল করেন, "اِعْمَلُوْا آلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا وَّ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞ হও; আমার দাসদের অল্প অংশই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা ৩৪:১৩)

দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا رَبِّ كَيْفَ أُطِيْقُ شُكْرَكَ وَأَنْتَ الَّذِيْ تُنَعِّمُ عَلَيَّ تَرْزُقُنِيْ عَلَى النِّعْمَةِ الشُّكْرَ ثُمَّ تَزِيْدُنِيْ نِعْمَةً نِعْمَةً فَالنِّعَمُ مِنْكَ يَا رَبِّ وَالشُّكْرُ مِنْكَ فَكَيْفَ أُطِيْقُ شُكْرَكَ يَا رَبِّ

"রব আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করবো? তুমিই আমাকে অজস্র অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছো, তুমিই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দিচ্ছো, আবার তুমিই আমাকে একের পর এক নতুন অনুগ্রহ দিয়ে চলেছো। হে আমার রব! অনুগ্রহরাজি (আসে) তোমার নিকট থেকে, আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যও তোমার দেওয়া! তাহলে আমি কীভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করবো?"

আল্লাহ বললেন, "اَلْآنَ عَرَفْتَنِيْ يَا دَاوُوْدُ حَقَّ مَعْرِفَتِيْ দাঊদ! এতোক্ষণে তুমি আমাকে যথার্থভাবে চিনতে পেরেছো।" '

কিছু ভালো কাজের প্রতিদান

[৩৩০] জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ عَزَّى حَزِيْنًا لَا يُرِيْدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ ইলাহ আমার! তাঁর জন্য কী প্রতিদান রয়েছে—যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয়, আর এর দ্বারা সে কেবল তোমার সন্তুষ্টিই কামনা করে?"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ تُشَيِّعَهُ مَلَائِكَتِيْ إِذَا مَاتَ وَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رُوْحِهِ فِيْ الْأَرْوَاحِ তাঁর প্রতিদান হলো—সে মারা গেলে ফেরেশতারা

তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে, আর আমি তাঁর আত্মার উপর শান্তি বর্ষণ করবো।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَسْنَدَ يَتِيْمًا أَوْ أَرْمَلَةً হে আমার ইলাহ! যে ব্যক্তি অনাথ কিংবা বিধবাকে একমাত্র আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে সাহায্য করে, সে কী প্রতিদান পাবে?"

আল্লাহ বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ أُظِلَّهُ فِيْ ظِلِّ عَرْشِيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ তাঁর প্রতিদান হলো—যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আমি তাঁকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দিবো।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ فَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَتِكَ হে আমার ইলাহ! তাঁর প্রতিদান কী হবে—যার চক্ষুযুগল থেকে তোমার ভয়ে অশ্রু ঝরে?"

আল্লাহ বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ أُؤَمِّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَأَنْ أَقِيَ وَجْهَهُ قَيْحَ جَهَنَّمَ তাঁর প্রতিদান হলো—আমি তাঁকে মহা-আতঙ্কের দিন আতঙ্কমুক্ত রাখবো এবং তাঁর চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দিবো।"

সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসতে হবে

[৩৩১] মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এভাবে দুআ করেছেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَّفْسِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"হে আল্লাহ! আমার নিকট তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজস্ব সত্তা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিবার-পরিজন ও শীতল পানি'র চেয়ে অধিক প্রিয় করে তোলো।" '

রাতের সর্বোত্তম সময় কোনটি?

[৩৩২] জারীরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

"يَا جِبْرِيْلُ أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ হে জিবরীল! রাতের কোন অংশটি সর্বোত্তম?"

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا دَاوُوْدُ مَا أَدْرِيْ إِلَّا أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ দাউদ! আমি জানি না; তবে রাত্রির শেষলগ্নে আরশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।" '

অত্যধিক কান্নার নজির

[৩৩৩] উবাইদ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর চোখের পানি পেয়ে তাঁর চারপাশে ছোট একটি বাগান বেড়ে উঠেছিল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

يَا دَاوُوْدُ تُرِيْدُ أَنْ أَزِيْدَكَ فِيْ مُلْكِكَ وَوَلَدِكَ

"দাউদ! তুমি কি চাচ্ছো—আমি তোমার শাসনক্ষমতা ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিই?" দাউদ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَيْ رَبِّ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ হে আমার রব! (আমি বরং চাই) তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।" '

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩২৭; ৩৩৪)

অধিক কান্নাকাটির ফলে চোখের পানি খাবারে মিশে যেতো

[৩৩৪] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা একটি নিন্দনীয় কাজ সম্পাদিত হয়ে যাওয়ায় (তিনি এতো বেশি কেঁদেছিলেন যে) তারপর তিনি যে খাবার কিংবা পানীয় গ্রহণ করতেন—তাতে তাঁর অশ্রু মিশে যেতো।'[১]

একটি হৃদয়গ্রাহী দুআ

[৩৩৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

لَا صَبْرَ لِيْ عَلٰى حَرِّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ صَبْرِيْ عَلٰى حَرِّ نَارِكَ رَبِّ رَبِّ لَا صَبْرَ لِيْ
عَلٰى صَوْتِ رَحْمَتِكَ فَكَيْفَ صَبْرِيْ عَلٰى صَوْتِ عَذَابِكَ

"(হে আল্লাহ!) তোমার সূর্যের উত্তাপ আমি সহ্য করতে পারি না; তাহলে তোমার জাহান্নামের উত্তাপ কীভাবে সহ্য করবো? রব আমার! রব আমার! তোমার অনুগ্রহবর্ষণকারী আওয়াজ (অর্থাৎ বজ্রপাত) আমি সহ্য করতে পারি না; তাহলে তোমার শাস্তির আওয়াজ কীভাবে সহ্য করবো?" '

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩২৭।

অসৎ সঙ্গ না দেয়ার জন্য দুআ

[৩৩৬] আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِلٰهِيْ لَا تَجْعَلْ لِيْ أَهْلَ سُوْءٍ فَأَكُوْنَ رَجُلَ سُوْءٍ

"হে আমার ইলাহ! আমাকে খারাপ ব্যক্তির সঙ্গে রেখো না; অন্যথায় আমারও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।" '

মধ্যম অবস্থা কামনা

[৩৩৭] উমার ইবনু আবদির রহমান ইবনি দারবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর দুআসমূহের মধ্যে একটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا تُفْقِرْنِيْ فَأَنْسٰى وَلَا تُغْنِنِيْ فَأَطْغٰى

"হে আল্লাহ! আমাকে এতোটা দারিদ্র্যে নিপতিত করো না—যার ফলে আমি (তোমাকে) ভুলে যাবো; আবার এতোটা প্রাচুর্য দিও না—যার ফলে আমি সীমালঙ্ঘন করবো।" '

সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা জালিমের আদেশ বাস্তবায়ন করে না

[৩৩৮] আবদুর রহমান ইবনু যুবারিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারের যাবূরে তিনটি কথা রয়েছে—সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা ভুল-সম্পাদনকারীদের পথে চলে না; সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা জালিমের আদেশ বাস্তবায়ন করে না; সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা অলস লোকদের সংশ্রবে থাকে না।'

হাতের উপার্জন পবিত্রতম রিয্‌ক

[৩৩৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাআলা-কে) জিজ্ঞাসা করেন,

"إِلٰهِيْ أَيُّ رِزْقٍ أَطْيَبُ হে আমার ইলাহ! পবিত্রতম জীবনোপকরণ কোনটি?"

জবাবে আল্লাহ বলেন, "ثَمَرَةُ يَدِكَ يَا دَاوُوْدُ দাউদ! (পবিত্রতম জীবনোপকরণ হলো) তোমার হাতের উপার্জন।" '

আল্লাহর কথা মানুষের সামনে উল্লেখ করার সময় সর্বদা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা উচিত

[৩৪০] আবূ আব্দিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"يَا دَاوُوْدُ أَحِبَّنِيْ وَأَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّنِيْ وَحَبِّبْ إِلَيَّ عِبَادِيْ দাঊদ! আমাকে ভালোবাসো; যাঁরা আমাকে ভালোবাসে—তাঁদেরকে ভালোবাসো; আর আমার দাসদের নিকট আমাকে প্রিয় করে তোলো।"

দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا رَبِّ كَيْفَ هٰذَا أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ مَنْ يُّحِبُّكَ فَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلٰى عِبَادِكَ হে আমার রব! এটি কীভাবে? আমি তোমাকে ভালোবাসবো, যাঁরা তোমাকে ভালোবাসে—তাঁদেরকেও ভালোবাসবো, কিন্তু তোমার দাসদের নিকট তোমাকে কীভাবে প্রিয় করে তোলবো?"

আল্লাহ বললেন, "تَذْكُرُنِيْ فَلَا تَذْكُرْ إِلَّا حُسْنًا আমার কথা উল্লেখ করার সময় সর্বদা সুন্দরভাবে উল্লেখ করবে।" '

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারাও আল্লাহর দেওয়া আরেকটি নিয়ামাত

[৩৪১] মাসলামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

إِلٰهِيْ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَشْكُرَكَ وَأَنَا لَا أَصِلُ إِلٰى شُكْرِكَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ

"হে আমার ইলাহ! আমি কীভাবে তোমার (অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? (কারণ) আমি যে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো—সেটিও তো তোমার অনুগ্রহ!"

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন, "يَا دَاوُوْدُ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِيْ بِكَ مِنَ النِّعَمِ مِنِّيْ দাঊদ! তুমি কি জানো না—তোমার জীবনের সকল অনুগ্রহ আমার দেওয়া?"

তিনি বললেন, "بَلٰى أَيْ رَبِّ অবশ্যই, হে আমার রব!"

আল্লাহ বলেন, "فَإِنِّيْ أَرْضٰى بِذٰلِكَ مِنْكَ شُكْرًا তাহলে তোমার এটুকু

কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই আমি সন্তুষ্ট।" '[১]

কোনো পাপই আল্লাহর নিকট এতো বিশাল নয় যে তিনি তা ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করতে পারবেন না

[৩৪২] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

يَا دَاوُوْدُ أَنْذِرْ عِبَادِيَ الصِّدِّيْقِيْنَ فَلَا يُعْجَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وَلَا يَتَّكِلْنَ عَلٰى أَعْمَالِهِمْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِيْ أَنْصُبُهُ لِلْحِسَابِ وَأُقِيْمُ عَلَيْهِ عَدْلِيْ إِلَّا عَذَّبْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَظْلِمَهُ وَبَشِّرِ الْخَاطِئِيْنَ أَنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُنِيْ ذَنْبٌ أَنْ أَغْفِرَهُ وَأَتَجَاوَزَ عَنْهُ

"দাঊদ! আমার সিদ্দীক (সত্যপন্থী ও স্বভাবজাত ন্যায়নিষ্ঠ) দাসদেরকে সতর্ক করে দাও—তাঁরা যেন নিজেদের ব্যাপারে গৌরববোধ না করে এবং নিজেদের আমলের উপর নির্ভর না করে; (কারণ) আমার দাসদের মধ্যে এমন কেউ নেই—যাকে হিসেবের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ন্যায়বিচার করা হলে আমি শাস্তি দিতে পারবো না; তাকে শাস্তি দিলে আমার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হবে না। আর সুসংবাদ দাও ভুল-সম্পাদনকারী লোকদেরকে! কোনো পাপই আমার নিকট এতো বিশাল নয় যে আমি তা ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করতে পারবো না।" '

মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া

[৩৪৩] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এক আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন লোকদেরকে জড়ো হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তিনি তাই করলেন। লোকজন বেরিয়ে এসে দেখতে পেল—উপদেশ, শিষ্টাচার ও দুআর জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন চলছে। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সভাস্থলে গিয়ে বললেন, "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। পেছনের সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটি কী হলো?' তারা বললো—'আল্লাহ'র নবি (আলাইহিস সালাম) একটিমাত্র দুআ করে চলে গিয়েছেন! সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র)! আমরা তো আশা করেছিলাম, আজকের দিনটি হবে ইবাদত, দুআ, উপদেশ ও শিষ্টাচার শিক্ষার

[১] আল-বিদায়া, ২/১৬।

দিন; অথচ তিনি মাত্র একটি দুআ করেছেন!’ অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন—

أَبْلِغْ عَنِّيْ قَوْمَكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اِسْتَقَلُّوْا دُعَاءَكَ إِنِّيْ مَنْ أَغْفِرُ لَهُ أُصْلِحُ لَهُ أَمْرَ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ

“তোমার দুআটি তোমার জাতির লোকদের নিকট অল্প মনে হয়েছে। তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও—আমি যাকে ক্ষমা করি, তার ইহকাল ও পরকালের বিষয়াদি ঠিক করে দিই।” ’

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হলো আল্লাহ তাআলার ভয়

[৩৪৪] খালিদ ইবনু সাবিত রুব্ঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর যাবূরের শুরুতে এ কথাটি রয়েছে—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হলো আল্লাহ তাআলা’র ভয়।’

জুলুম করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

[৩৪৫] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি পাঠিয়ে বলেন,

قُلْ لِّلظَّلَمَةِ لَا يَذْكُرُوْنِيْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِيْ وَإِنَّ ذِكْرِيْ إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ

“জালিমদেরকে বলে দাও—তারা যেন (জুলুম করার সময়) আমাকে স্মরণ না করে; কারণ যে আমাকে স্মরণ করে তাকে স্মরণ করা আমার দায়িত্ব; আর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্মরণ করার মানেই হলো তাদেরকে অভিসম্পাত দেওয়া।” ’ (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৬২)

মাসজিদে অবস্থান

[৩৪৬] আবুস সালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) মাসজিদে ঢুকে দেখতেন—বানী ইসরাঈলের সবচেয়ে সাধারণ লোকেরা কোথায় বসেছে। তাদের সাথে বসে তিনি বলতেন,

“مِسْكِيْنٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَسَاكِيْنَ মিসকীনদের মাঝে আরেক মিসকীন (বসেছে)।” ’

আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

[৩৪৭] আইয়ূব ফিলিস্তীনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর সুরের যন্ত্রসমূহে লিখা ছিল—“تَدْرِيْ لِمَنْ أَغْفِرُ مِنْ عِبَادِيْ তুমি কি জানো—আমার কোন কোন দাসকে আমি ক্ষমা করে দিবো?”

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “لِمَنْ يَا رَبِّ হে আমার রব! কাকে?” আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِيْ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا اِرْتَعَدَتْ لِذٰلِكَ مَفَاصِلُهُ ذَاكَ الَّذِيْ آمُرُ مَلَائِكَتِيْ أَنْ لَا تَكْتُبَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الذَّنْبَ

“ওই ব্যক্তিকে (আমি ক্ষমা করে দিবো)—পাপকাজ করার পর যার হাড়ের গ্রন্থিসমূহ (আমার ভয়ে) প্রকম্পিত হয়; ওই ব্যক্তির জন্য আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিই—তার আমলনামায় ওই পাপটি লিখবে না।”

জীবিকা

[৩৪৮] হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) মিম্বরে বসে তালপাতা দিয়ে বড় বড় ঝুড়ি বানাতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।’

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩৭৪)

হালাল উপার্জনকারী এক ব্যক্তি

[৩৪৯] তা’মা জাফারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা’র নিকট নিবেদন পেশ করেন যে তিনি দেখতে চান, দুনিয়াতে তাঁর মত আর কে আছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا فَانْظُرِ الَّذِيْ يَعْمَلُ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ قَرِيْنُكَ

“অমুক গ্রামে এসে ওই ব্যক্তিকে দেখো—যে এই এই কাজ করে; সে-ই তোমার সহচর।” তিনি ওই গ্রামে এসে উক্ত লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। তাঁকে এমন একজন লোক দেখিয়ে দেওয়া হলো—যিনি বনে-জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আঁটি বাঁধেন, তারপর বাজারে গিয়ে বলেন, ‘পবিত্র জিনিস দিয়ে কে পবিত্র জিনিস কিনবে? আমি নিজের হাতে এগুলো কেটেছি এবং নিজের পিঠে বহন করে নিয়ে এসেছি।’ ’

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু

[৩৫০] আবদুর রহমান ইবনু ইব্যি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু মানুষ; আর রাগ নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম।’

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কয়েকটি ভালো কাজ

[৩৫১] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

“رَبِّ كَيْفَ أَسْعٰى لَكَ فِيْ الْأَرْضِ بِالنَّصِيْحَةِ হে আমার রব! পৃথিবীতে তোমার উদ্দেশ্যে আমি কীভাবে ভালো কাজ করতে পারি?”

আল্লাহ বললেন, “تُكْثِرُ ذِكْرِيْ وَتُحِبُّ مَنْ أَحَبَّنِيْ مِنْ أَبْيَض وَأَسْوَدَ وَتَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا تَحْكُمُ لِنَفْسِكَ وَتَجْتَنِبُ فِرَاشَ الْغَيْبَةِ আমাকে বেশি বেশি স্মরণ করবে; যে আমাকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসবে—হোক সে সাদা কিংবা কালো; মানুষের জন্য সেভাবে ফায়সালা করবে, যেভাবে তুমি নিজের জন্য করে থাকো; আর পরকীয়া এড়িয়ে চলবে।” ’

সাহাবিদের সেবা

[৩৫২] সাঈদ ইবনু আবী হিলাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) (এমন ছদ্মবেশে) তাঁর সাহাবিদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন যে তাদের মনে হতো ইনিও একজন রোগী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে (নুবুওয়াতের মাধ্যমে) যেটুকু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন সেটুকু ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না।’

যেসব লোকের সাহচর্য কাম্য

[৩৫৩] কাইস ইবনু আব্বাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এভাবে দুআ করতেন,

يَا مَارَّاهْ يَا رَبَّاهْ أَسْأَلُكَ جَلِيْسًا إِذَا ذَكَرْتُكَ أَعَانَنِيْ وَإِذَا نَسِيْتُكَ ذَكَّرَنِيْ يَا مَارَّاهْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَلِيْسٍ إِذَا ذَكَرْتُكَ لَمْ يُعِنِّيْ وَإِذَا نَسِيْتُكَ لَمْ يَذْكُرْنِيْ يَا مَارَّاهْ إِذَا مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَذْكُرُوْنَكَ فَأَرَدْتُّ أَنْ أُجَاوِزَهُمْ فَاكْسِرْ رِجْلِيْ الَّتِيْ تَلِيْهِمْ حَتّٰى أَجْلِسَ فَأَذْكُرَكَ مَعَهُمْ

“হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গী চাই—আমি তোমাকে স্মরণ করলে যে আমাকে সাহায্য করবে, আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গীর ব্যাপারে আশ্রয় চাই—আমি তোমাকে স্মরণ করলে যে আমাকে সাহায্য করবে না, আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে না। হে আমার রব! তোমাকে স্মরণ করছে—এমন জনগোষ্ঠীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মনে যদি তাঁদেরকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে, তাহলে আমার পা ভেঙে দিও, যাতে তাঁদের সাথে বসে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি।” ’

রোগমুক্ত দেহ ও নজরকাড়া সৌন্দর্য বিপজ্জনক

[৩৫৪] আবূ সাঈদ মুআদ্দাব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) দুআ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ مُصَحَّحًا فَتَّانًا فَأُبْطِرُ مَعِيْشَتِيْ وَأَكْفُرُ نِعْمَتَكَ

“হে আল্লাহ! আমাকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত রেখো না, নজর-কাড়া সৌন্দর্য দিও না; অন্যথায় (আমার আশঙ্কা) আমি আমার জীবনকে বেপরোয়া করে তোলবো এবং তোমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো।” ’

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩৫৬)

তাসবীহ

[৩৫৫] আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সালাত দীর্ঘায়িত করতেন এবং রুকূ শেষে মাথা তুলে বলতেন,

إِلَيْكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ يَا عَامِرَ السَّمَاءِ تَنْظُرُ الْعَبِيْدُ إِلٰى أَرْبَابِهَا يَا سَاكِنَ السَّمَاءِ

“হে আকাশের অধিপতি! তোমার দিকে মাথা উত্তোলন করলাম। হে আকাশে অবস্থানকারী! দাসেরা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে আছে।” ’

মধ্যম অবস্থা

[৩৫৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَا مَرَضًا يُضْنِيْنِيْ وَلَا صِحَّةً تُنْسِيْنِيْ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ

“হে আল্লাহ! এমন রোগ দিও না যা আমার শক্তি নিঃশেষ করে দিবে; আবার এমন সুস্থতা দিও না যার ফলে আমি তোমাকে ভুলে যাবো। এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থা আমাকে দাও।” ’ (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৫৪)

প্রত্যেক জালিমের গৃহে আল্লাহর অভিসম্পাত

[৩৫৭] আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনি রবী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) দেখতে পেলেন—আকাশ থেকে একটি আগুনের কাঁচি পৃথিবীর দিকে আসছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "يَا رَبِّ مَا هٰذَا হে আমার রব! এটি কী?"

আল্লাহ বললেন, "هٰذَا لَعْنَتِيْ أُدْخِلُهَا بَيْتَ كُلِّ ظَلَّامٍ এটি আমার অভিসম্পাত; প্রত্যেক জালিমের গৃহে আমি তা প্রবেশ করাবো।" '

দুনিয়াপ্রীতি দুর্বল লোকের কাজ

[৩৫৮] আবূ বাকর ইবনু আউন মাদীনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন—আমি আমার কতিপয় সঙ্গীকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এ মর্মে ওহি প্রেরণ করেছেন,

"إِنَّمَا أَنْزَلْتُ الشَّهَوَاتِ فِيْ الْأَرْضِ عَلٰى الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِيْ مَا لِلْأَبْطَالِ وَلَهَا

আমি তো আমার দুর্বল বান্দাদের জন্য দুনিয়াপ্রীতি নাযিল করেছি; বীরদের সাথে দুনিয়াপ্রীতির কী সম্পর্ক?" '

ইবাদাতের সময়সীমা

[৩৫৯] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দিবা-রাত্রির সময়কে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিবারের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন; ফলে রাতের বেলা কখনো এমন সময় অতিক্রান্ত হয়নি—যখন তাঁর পরিবারের কেউ না কেউ সালাতে দণ্ডায়মান থাকেনি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—

"اِعْمَلُوْا آلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞ হও; আমার দাসদের অল্প অংশই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা ৩৪:১৩)।'[১]

মুসিবতের নেপথ্যকারণ

[৩৬০] আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর একটি দুআ ছিল এ রকম—

سُبْحَانَ اللهِ مُسْتَخْرِجَ الشُّكْرِ بِالْعَطَاءِ وَمُسْتَخْرِجَ الدُّعَاءِ بِالْبَلَاءِ

[১] হিলইয়া, ২/৩২৭।

"আমি আল্লাহ'র পবিত্রতা ঘোষণা করছি—যিনি দান করে (বান্দার নিকট থেকে) কৃতজ্ঞতা আদায় করান এবং বিপদ-মুসিবত দিয়ে প্রার্থনা আদায় করান।" '[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়

[৩৬১] আওযায়ি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"يَا دَاوُوْدُ أَلَا أُعَلِّمُكَ عَمَلَيْنِ إِذَا عَمِلْتَ بِهِمَا أَلَّفْتُ بِهِمَا وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْكَ وَبَلَغْتَ بِهِمَا رِضَايَ

"দাঊদ! আমি কি তোমাকে এমন দুটি কাজ শেখাবো না—যা করার বিনিময়ে আমি লোকদের চেহারা তোমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিবো, আর তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভ করবে?" '

তিনি বললেন, "بَلٰى يَا رَبِّ অবশ্যই, হে আমার রব!"আল্লাহ তাআলা বললেন, "أَحْتَجِرْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بِالْوَرَعِ وَخَالِطِ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ আল্লাহ-ভীতির মাধ্যমে তোমার ও আমার মধ্যকার বিষয়াবলিকে মজবুত করে তোলো, আর মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করো।"

জালিমরা যেন মাসজিদে না বসে

[৩৬২] মুহাম্মদ ইবনু জাহ্‌হাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"إِنْهَ الظَّالِمِيْنَ عَنْ ذِكْرِيْ وَعَنْ قُعُوْدٍ فِيْ مَسَاجِدِيْ فَإِنِّيْ جَعَلْتُ نَفْسِيْ أَنَّ مَنْ ذَكَرَنِيْ ذَكَرْتُهُ وَأَنَّ الظَّالِمَ إِذَا ذَكَرَنِيْ لَعَنْتُهُ

" জালিমদেরকে আমার স্মরণ ও আমার মাসজিদসমূহে বসা থেকে বারণ করো; কারণ আমি আমার নিজের জন্য নীতি ঠিক করেছি—যে আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করবো; আর জালিম যখন (জুলুম থেকে বিরত না হয়ে) আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে অভিসম্পাত দিবো।" '

(তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪৫)

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৮৩।

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তিনটি বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই নেই

[৩৬৩] ইবনু আবী নাজীহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

أُوْتِيْنَا مَا أُوْتِيَ النَّاسُ وَمَا لَمْ يُؤْتَوْا وَعُلِّمْنَا مَا عُلِّمَ النَّاسُ وَمَا لَمْ يُعَلَّمُوْا فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ اَلْحِلْمُ فِيْ الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَخَشْيَةُ اللهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

"মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, আর যা দেওয়া হয়নি—তা সবই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যা শেখানো হয়েছে, আর যা শেখানো হয়নি—তা সবই আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। অতঃপর আমরা এ তিনটি বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই পাইনি—ক্রোধ ও সন্তোষ উভয়াবস্থায় ধৈর্যধারণ; দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় ক্ষেত্রে মিতব্যয়; এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র ভয়।" '[১]

বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট

[৩৬৪] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

جَرَّبْنَا الْعَيْشَ لَيِّنَهُ وَشَدِيْدَهُ فَوَجَدْنَاهُ يَكْفِيْ مِنْهُ أَدْنَاهُ

"জীবনের কোমলতা ও রুক্ষতা—উভয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। অভিজ্ঞতার সারকথা হলো—বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট।" '

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩৪৩।

তাসবীহের গুরুত্ব

[৩৬৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর এক হাজার গৃহ ছিল; সর্বোৎকৃষ্ট গৃহটি ছিল কাচের তৈরি, আর একেবারে সাদামাটা ঘরটি ছিল লোহার তৈরি। (একদিন) তিনি বাতাসে চড়ে এক চাষির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চাষি তাঁকে দেখে (ঈর্ষার সুরে) বললো, 'দাঊদ পরিবারকে বিশাল রাজত্ব দেওয়া হয়েছে!' বাতাস তার কথা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কানে পৌঁছে দেয়। তিনি সেখান থেকে নেমে চাষির কাছে এসে বললেন,

إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكَ وَإِنَّمَا مَشَيْتُ إِلَيْكَ لِئَلَّا تَتَمَنَّى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَ آلُ دَاوُودَ

"আমি তোমার কথা শুনে পায়ে হেঁটে তোমার কাছে আসলাম, যাতে তুমি এমন কিছু কামনা না করো—যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তোমার নেই। আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন এমন একটি তাসবীহ (প্রশংসা-বাণী) সেসবের চেয়ে অধিক উত্তম—যা দাঊদ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে!"

চাষি বললো, 'আল্লাহ আপনার উদ্বেগ দূর করে দিন, যেভাবে আপনি আমার উদ্বেগ দূর করে দিয়েছেন!' " '[১]

কয়েকটি উপদেশ

[৩৬৬] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ الْغَيْرَةَ عَلَى أَهْلِكَ فَتُرْمَى بِالسُّوءِ مِنْ أَجْلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بَرِيئَةً يَا بُنَيَّ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ ضِعْفًا وَمِنْهُ وَقَارُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا بُنَيَّ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُغِيظَ عَدُوَّكَ فَلَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ إِبْنِكَ يَا بُنَيَّ كَمَا يَدْخُلُ الْوَتَدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ وَكَمَا تَدْخُلُ الْحَيَّةُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ فَكَذَلِكَ تَدْخُلُ الْخَطِيئَةُ بَيْنَ الْبَيِّعَيْنِ

"ছেলে আমার! তোমার পরিবারের লোকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নজরদারি করবে না, অন্যথায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার (মাত্রাতিরিক্ত নজরদারির) কারণে তারা অপবাদের শিকার হতে পারে। ছেলে আমার! লজ্জাশীলতার

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩১৩।

মধ্যে বহু উপকার রয়েছে; তন্মধ্যে একটি হলো—আল্লাহ তাআলা'র নিকট সম্মান লাভ। ছেলে আমার! তোমার শত্রুকে ক্রোধান্বিত রাখতে চাইলে, তোমার ছেলের উপর থেকে (শাসনের) লাঠি সরাবে না। ছেলে আমার! দুটি পাথরের মাঝে যেভাবে পেরেক ঢুকে যায়, এবং দুটি পাথরের মাঝে যেভাবে সাপ ঢুকে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে পাপ ঢুকে পড়ে।" '

ব্যবসায়ীদের নাজাত

[৩৬৭] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

عَجَبًا لِتَاجِرٍ كَيْفَ يَخْلُصُ يَحْلِفُ بِالنَّهَارِ وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ

"ব্যবসায়ী কী আজব ব্যক্তি! (কিয়ামতের দিন) সে মুক্তি পাবে কীভাবে? সে তো দিনের বেলা (গ্রাহকের সামনে) কসম খায়, আর রাতটুকু ঘুমে কাটায়!" '

নারীর ফিতনা

[৩৬৮] মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

إِمْشِ وَرَاءَ الْأَسَدِ وَالْأَسْوَدِ وَلَا تَمْشِ وَرَاءَ إِمْرَأَةٍ

"সিংহ ও কালো সাপের পিছু নিও; কিন্তু নারীর পিছু নিও না।" '

দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত

[৩৬৯] বাকর ইবনু আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন,

أَيُّ شَيْءٍ أَبْرَدُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْرَبُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَبْعَدُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَقَلُّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ وَأَيُّ شَيْءٍ آنَسُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَوْحَشُ

"কোন বস্তু সবচেয়ে শীতল? কোন বস্তু সবচেয়ে মিষ্টি? কোন বস্তু সবচেয়ে নিকটে? কোন বস্তু সবচেয়ে দূরে? কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে কম? কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে বেশি? কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি প্রিয়? আর কোন বস্তু সবচেয়ে রুক্ষ?" জবাবে তিনি বলেন,

أَحْلَى شَيْءٍ رُوحُ اللهِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَبْرَدُ شَيْءٍ عَفْوُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عِبَادِهِ

وَعَفْوُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَآنَسُ شَيْءٍ اَلرُّوْحُ تَكُوْنُ فِيْ الْجَسَدِ وَأَوْحَشُ شَيْءٍ اَلْجَسَدُ تُنْزَعُ مِنْهُ الرُّوْحُ وَأَقَلُّ شَيْءٍ اَلْيَقِيْنُ وَأَكْثَرُ شَيْءٍ الشَّكُّ وَأَقْرَبُ شَيْءٍ اَلْآخِرَةُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَبْعَدُ شَيْءٍ اَلدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

"সবচেয়ে মিষ্টি হলো বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ'র রূহ। সবচেয়ে শীতল হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানুষকে ক্ষমা করা ও মানুষের একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া। সবচেয়ে প্রিয় হলো দেহের মধ্যে রূহ; আর সবচেয়ে রুক্ষ হলো দেহ থেকে রূহ টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেওয়া। পরিমাণে সবচেয়ে কম হলো দৃঢ় বিশ্বাস, আর পরিমাণে সবচেয়ে বেশি হলো সংশয়। দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত, আর সবচেয়ে দূরে হলো আখিরাত থেকে দুনিয়া।" '

আল্লাহর ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে

[৩৭০] ইয়াহ্‌ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

"يَا بُنَيَّ إِنَّ مِنْ سَيِّءِ الْعَيْشِ اَلنُّقْلَةَ ছেলে আমার! জীবনের একটি খারাপ দিক হলো—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া।"

তারপর তিনি বলেন, "عَلَيْكَ بِخَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ আল্লাহ তাআলা-কে ভয় করে চলো; কারণ আল্লাহ'র ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে।" '

যার মৃত্যু যেখানে নির্ধারিত তাকে সেখানে যেতেই হবে

[৩৭১] সাহর ইবনু হাওশাব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কক্ষে ঢুকে বৈঠকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বেরিয়ে যাওয়ার পর লোকটি (সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে) জিজ্ঞাসা করে, 'ইনি কে?'

তিনি বললেন, "هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ইনি মৃত্যুর ফেরেশতা (আলাইহিস সালাম)।" সে বললো, 'আমি দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন আমাকেই চাচ্ছেন।'

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "فَمَا تُرِيْدُ তাহলে তুমি কী (করতে) চাচ্ছো?" সে বললো, 'আমি চাই—বাতাস আমাকে নিয়ে ভারতবর্ষে দিয়ে আসুক।' তিনি বাতাসকে ডাকলেন। অতঃপর বাতাস তাকে ভারতবর্ষে দিয়ে আসে।

তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيْمُ النَّظْرَ إِلَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِيْ আমার বৈঠকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে আপনি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন?"

ফেরেশতা বললেন, "كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوْحَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ তাকে দেখে আমি বিস্ময়ের ঘোরে ছিলাম; আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষে তার মৃত্যু ঘটানোর জন্য, অথচ সে আপনার এখানে বসে আছে!" '

যে তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর ফেরেশতা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে আসেন

[৩৭২] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন তাঁর বন্ধু। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন,

مَا لَكَ تَأْتِيْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيْعًا وَتَدَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبِهِمْ لَا تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا

"আপনার অবস্থা এমন কেন? কখনো কখনো এসে এক ঘরের সবাইকে নিয়ে যান; অন্য ঘরের লোকদেরকে রেখে যান—তাদের একজনকেও নেন না!" তিনি বললেন,

مَا أَنَا بِأَعْلَمَ بِمَا أَقْبِضُ مِنْكَ إِنَّمَا أَكُوْنُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُلْقَى إِلَيَّ صِكَاكٌ فِيْهَا أَسْمَاءٌ

"আমি যাদের মৃত্যু ঘটাই তাদের সম্পর্কে আপনি যেটুকু জানেন, আমি তার থেকে বেশি কিছু জানি না। আমি থাকি আরশের নিচে; আমার নিকট কিছু পাতা ফেলা হয়—যেখানে কিছু নাম লেখা থাকে।" '

আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দেওয়া

[৩৭৩] ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

أَيْ بُنَيَّ مَا أَقْبَحَ الْخَطِيْئَةَ مَعَ الْمَسْكَنَةِ وَأَقْبَحَ الضَّلَالَةَ مَعَ الْهُدٰى وَأَقْبَحَ كَذَا وَكَذَا وَأَقْبَحُ مِنْ ذٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ عَابِدًا فَتَرَكَ عِبَادَةَ رَبِّهِ

"ছেলে আমার! দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে পাপে লিপ্ত হওয়া কতো নিকৃষ্ট কাজ! কতো নিকৃষ্ট—হিদায়াত পাওয়া সত্ত্বেও গোমরাহিতে লিপ্ত হওয়া! অমুক অমুক কাজ কতো নিকৃষ্ট! কিন্তু তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি—যে একসময় তার রবের দাসত্ব করতো, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে!" '

জীবিকা

[৩৭৪] ইবনু আতা (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে তালপাতার কাজ করতেন; খেজুর গুঁড়া করে যবের রুটির সাথে খেতেন এবং বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে খাওয়াতেন।'[১] (তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪৮)

মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো তরবারির ধারের ন্যায় বিপজ্জনক

[৩৭৫] ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

"يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالنَّمِيْمَةَ فَإِنَّهَا كَحِدِّ السَّيْفِ ছেলে আমার! মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর ব্যাপারে সাবধান! কারণ তা তরবারির ধারের ন্যায় (বিপজ্জনক)"

পিঁপড়ার দুআর বদৌলতে মানুষ বৃষ্টি পেলো

[৩৭৬] আবুস সিদ্দীক নাজি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(আল্লাহ'র নিকট) বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) লোকদেরকে নিয়ে বের হন। পথ চলতে গিয়ে দেখলেন—একটি পিঁপড়া চিত হয়ে শুয়ে পাগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ رِزْقِكَ فَإِمَّا أَنْ تُسْقِيَنَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكَنَا

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩১৩।

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার সৃষ্টির অংশ। আমরা সবসময় তোমার দেওয়া জীবনোপকরণের উপর নির্ভরশীল। হয় তুমি আমাদেরকে পানি দাও, নতুবা ধ্বংস করে দাও।"

পিঁপড়ার কথা শুনে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) লোকদেরকে বললেন, "إِرْجِعُوْا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ ফিরে যাও! অন্যের দুআর বদৌলতে তোমাদের পানির বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে!" '[১]

আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় কামনা

[৩৭৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ إِثْنَتَيْنِ وَنَحْنُ نَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ الثَّالِثَةُ فَسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَنَحْنُ نَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ'র নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলেন; আল্লাহ তাঁকে দুটি দিয়েছেন, আমাদের মনে হয় তাঁকে তৃতীয়টিও দেওয়া হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন—এমন শাসন যা (ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে) আল্লাহ'র শাসনের অনুরূপ, আল্লাহ তাঁকে এটি দিয়েছেন; এমন রাজত্ব যা তাঁর পর আর কেউ লাভ করবে না, আল্লাহ তাঁকে এটিও দিয়েছেন; তিনি আল্লাহ'র নিকট চেয়েছিলেন—যে ব্যক্তি নিছক এই মাসজিদে (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে) সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবে, সে যেন ওই দিনের ন্যায় পাপমুক্ত হয়ে যায়, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল; আমাদের মনে হয়, আল্লাহ তাঁকে এটিও দিয়েছেন।" '[২] (তুলনীয়: ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৪০৮)

[১] আল-বিদায়া, ২/২১।
[২] আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/১২০–১২১।

ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

নবিদের পথের বৈশিষ্ট্য

[৩৭৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাওয়ারিদের গ্রন্থসমূহে আছে—

إِذَا سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ أَهْلِ الْبَلَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَإِذَا سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ أَهْلِ الرَّخَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ سَلَكَ بِكَ سَبِيْلٌ غَيْرُ سَبِيْلِهِمْ وَخَلَّفَ بِكَ عَنْ طَرِيْقِهِمْ

"বিপদ-মুসিবতের পথ যদি তোমাকে নিয়ে চলে, তাহলে বুঝবে নবি ও সৎ লোকদের রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলেছে; আর যদি আয়েশি রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলে, তাহলে বুঝবে নবি ও সৎ লোকদের রাস্তা বাদে অন্য রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলেছে এবং তোমাকে তাঁদের রাস্তা থেকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।" '

যাঁদের সাথে ওঠাবসা করা উচিত

[৩৭৯] জাফার আবূ গালিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর একটি উপদেশ হলো—

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ تَحَبَّبُوْا إِلَى اللهِ بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِيْ وَتَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِالْمَقْتِ لَهُمْ وَالْتَمِسُوْا رِضَاهُ بِسَخَطِهِمْ

"পাপিষ্ঠরা ক্রোধান্বিত হলেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ'র নিকট প্রিয় করে তোলো; তাদের ঘৃণা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ'র নিকটবর্তী হও; এবং তাদের অসন্তোষের মাঝে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি খোঁজো।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! তাহলে আমরা কার সাথে ওঠা-বসা করবো।' জবাবে তিনি বললেন,

جَالِسُوْا مَنْ يَزِيْدُ فِيْ أَعْمَالِكُمْ وَمَنْ تُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَيُزَهِّدُكُمْ فِيْ دُنْيَاكُمْ عَمَلُهُ

"(তাঁর সাথে ওঠা-বসা করো) যাঁর প্রভাবে তোমাদের আমলের পরিধি সম্প্রসারিত হবে; যাঁকে দেখলে তোমাদের আল্লাহ-কে স্মরণ হবে; এবং যাঁর কর্মকাণ্ড দেখলে দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ কাটবে।" '

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে উপদেশ দাও

[৩৮০] মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

يَا عِيْسَى عِظْ نَفْسَكَ فَإِنِ اتَّعَظْتَ فَعِظِ النَّاسَ وَإِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنِّيْ

"ঈসা! তোমার নিজেকে উপদেশ দাও। নিজে উপদেশ গ্রহণ করে থাকলে, মানুষকে উপদেশ দাও; অন্যথায় আমার প্রতি লজ্জাশীল হও।" '[১]

কবরের নিঃসঙ্গতা

[৩৮১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর কতিপয় সাহাবি একটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লাশ কবরে নামানো হলে সাহাবিগণ কবরের অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা ও সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কথা বললেন। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

قَدْ كُنْتُمْ فِيْمَا هُوَ أَضْيَقُ مِنْهُ فِيْ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِكُمْ فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوَسِّعَ وَسَّعَ

"তোমরা মায়ের পেটে এর চেয়েও সঙ্কীর্ণ জায়গায় ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন (তোমাদের থাকার জায়গা) সম্প্রসারণ করতে চাইলেন, সম্প্রসারণ করে দিলেন।" '[২]

একটি দুআ

[৩৮২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمْدِهِ وَتَقْدِيْسِهِ وَأَطِيْعُوْهُ فَإِنَّمَا يَكْفِيْ

[১] হিল্ইয়া, ৩৭২।
[২] আল-বিদায়া, ২/১০০।

أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ إِذَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَاضِيًا عَنْهُ أَنْ يَقُولَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ مَعِيْشَتِيْ وَعَافِنِيْ مِنَ الْمَكَارِهِ يَا إِلٰهِيْ

"আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করো; বেশি করে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো; তাঁর আনুগত্য করো; কারণ আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার উপর সন্তুষ্ট হলে, তার জন্য এটুকু দুআ-ই যথেষ্ট—'হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও; জীবনকে পরিশুদ্ধ করে দাও এবং দুর্দশা ও বিপর্যয় থেকে আমাকে মুক্তি দাও! হে আমার ইলাহ।" '

সুসংবাদ তাঁর জন্য যে জিহ্বাকে সংযত রাখে

[৩৮৩] সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

طُوْبٰى لِمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكٰى مِنْ ذِكْرِ خَطِيْئَتِهِ

"সুসংবাদ তাঁর জন্য—যে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে, যে তার ঘর নিয়েই সন্তুষ্ট, এবং যে নিজের পাপ স্মরণ করে কাঁদে।" '[১]

মুমিন বান্দার সন্তানদের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর

[৩৮৪] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

طُوْبٰى لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ كَيْفَ يَحْفَظُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ

"সুসংবাদ বিশ্বাসী বান্দার জন্য! তাঁর জন্য আবারো সুসংবাদ! তার (মৃত্যুর) পর আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর সন্তানকে হেফাজত করবেন!" '

ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে

[৩৮৬] হিলাল ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فَلْيُخْفِهَا عَنْ شِمَالِهِ وَإِذَا صَلّٰى فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرِّزْقَ

"তোমাদের কেউ ডান হাতে দান করলে সে যেন তা বাম হাত থেকে গোপন রাখে, আর সালাতের সময় সে যেন তার দরজার পর্দা টেনে নেয়; কারণ

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

আল্লাহ প্রশংসাও সেভাবে বণ্টন করেন, যেভাবে তিনি জীবনোপকরণ বণ্টন করে থাকেন।" '

পরকালের প্রাধান্য

[৩৮৭] আবূ সুমামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা'র প্রতি একনিষ্ঠ?' তিনি বললেন,

"اَلَّذِيْ يَعْمَلُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ" যে আল্লাহ তাআলা'র জন্য কাজ করে; উক্ত কাজের জন্য মানুষ তার প্রশংসা করুক—সে তা পছন্দ করে না।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ'র প্রতি আন্তরিক কোন ব্যক্তি?' তিনি বললেন,

اَلَّذِيْ يَبْدَأُ بِحَقِّ اللهِ فَيُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلٰى حَقِّ النَّاسِ وَإِذَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ أَمْرُ دُنْيَا وَأَمْرُ آخِرَةٍ يَبْدَأُ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَيَتَفَرَّغُ لِأَمْرِ الدُّنْيَا بَعْدُ

"যে প্রথমে আল্লাহ'র অধিকার আদায় করে; মানুষের অধিকারের উপর আল্লাহ'র অধিকারকে প্রাধান্য দেয়; তাঁর সামনে দুটি বিষয়—একটি দুনিয়ার, অপরটি পরকাল সংক্রান্ত—এলে সে পরকাল সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথমে সমাধা করে, তারপর দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সময় বের করে।" '

দুনিয়া বিরাগ

[৩৮৮] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে বলা হলো—'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনার প্রয়োজনের সময় আরোহণ করার জন্য একটি গাধা নিন!' তিনি বললেন,

أَنَا أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِيْ شَيْئًا يُشْغِلُنِيْ بِهِ

"আল্লাহ আমাকে একটি বস্তু দিয়ে ব্যস্ত রাখবেন—ওই বস্তুর তুলনায় আল্লাহ'র নিকট আমার মর্যাদা আরো বেশি।" '

আমাদের কর্মকাণ্ডের স্ববিরোধিতা

[৩৮৯] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন,

بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ مَا الدُّنْيَا تُرِيْدُوْنَ وَلَا الْآخِرَةَ

"আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি—তোমরা দুনিয়াও চাও না, পরকালও চাও না!" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! এ বিষয়টি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন। আমরা তো দেখি—আমরা দুটির যে-কোনো একটি চাই।' তিনি বললেন,

لَوْ أَرَدْتُمُ الدُّنْيَا لَأَطَعْتُمْ رَبَّ الدُّنْيَا الَّذِيْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهَا بِيَدِهِ فَأَعْطَاكُمْ وَلَوْ أَرَدْتُمُ الْآخِرَةَ أَطَعْتُمْ رَبَّ الْآخِرَةِ الَّذِيْ يَمْلِكُهَا فَأَعْطَاكُمُوْهَا وَلٰكِنْ لَا هٰذِهِ تُرِيْدُوْنَ وَلَا تِلْكَ

"তোমরা দুনিয়া চাইলে দুনিয়ার অধিপতির আনুগত্য করতে—যাঁর হাতে দুনিয়ার যাবতীয় ভান্ডারের চাবি, তাহলে তিনি তোমাদেরকে (দুনিয়ার প্রাচুর্য) দিতেন; আর পরকাল চাইলে পরকালের অধিপতির কথামতো চলতে—যিনি পরকালের মালিক, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা দিতেন। কিন্তু তোমরা এটিও চাও না, ওইটিও চাওনা!" '

নিজের পাপের দিকে তাকাও

[৩৯০] আবুল জাল্দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَقْسُوْ قُلُوْبُكُمْ وَإِنَّ الْقَاسِيَ قَلْبُهُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى ذُنُوْبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَلٰكِنَّكُمْ أُنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيْدٌ وَالنَّاسُ رَجُلَانِ مُعَافًى وَمُبْتَلًى فَارْحَمُوْا أَهْلَ الْبَلَاءِ فِيْ بَلِيَّتِهِمْ وَاحْمَدُوْا اللهَ عَلَى الْعَافِيَةِ

"আল্লাহ তাআলা'র স্মরণ বাদ দিয়ে বেশি কথা বলবে না, নতুবা তোমাদের অন্তর রুক্ষ হয়ে যাবে; আর পাষাণ-হৃদয়ের মানুষ আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে থাকে, কিন্তু সে জানে না। তোমরা মানুষের পাপের দিকে মনিবের চোখ দিয়ে তাকিও না, বরং নিজেদের পাপের দিকে ভৃত্যের ন্যায় তাকাও। মানুষ দু ধরনের—সুস্থ ও বিপদগ্রস্ত। বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া দেখাও, আর সুস্থতার জন্য আল্লাহ'র প্রশংসা করো।" '[১]

---

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

সর্বোত্তম ইবাদত

[৩৯১] ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"مَا لِيْ لَا أَرَى فِيْكُمْ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ কী ব্যাপার? তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত দেখতে পাচ্ছি না!" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রূহ! সর্বোত্তম ইবাদত কোনটি?'

তিনি বললেন, "التَّوَاضُعُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ আল্লাহ তাআলা'র উদ্দেশ্যে বিনয়।"'

সম্পদ ও মন

[৩৯২] ইবরাহীম তাইমি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

اِجْعَلُوْا كُنُوْزَكُمْ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّ قَلْبَ الْمَرْءِ عِنْدَ كَنْزِهِ

"তোমাদের ধন-সম্পদ আসমানে জমা রাখো;[১] কারণ মানুষের মন তার ধন-সম্পদের কাছে থাকে।" '[২]

নিজেকে নিজে পরীক্ষায় ফেলা অনুচিত

[৩৯৩] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এক রাহিব-কে বলতে শুনেছি, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস-এর উপর রেখে ইবলিস বললো, 'তোমার তো ধারণা—তুমি মৃতকে জীবিত করতে পারো। এটি সত্য হয়ে থাকলে তুমি আল্লাহ-কে বলো, তিনি যেন এ পাহাড়টিকে রুটিতে পরিণত করে দেন।' ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন,

أَوَ كُلُّ النَّاسِ يَعِيْشُوْنَ مِنَ الْخُبْزِ

"আচ্ছা! সব মানুষ কি কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে?" ইবলিস ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললো, 'তুমি যদি তোমার কথায় অটল থাকো, তাহলে এখান থেকে লাফ দাও! ফেরেশতারা তোমাকে ধরে ফেলবে।'

---

[১] অর্থাৎ দান-খয়রাত করো। (অনুবাদক)

[২] আল-বিদায়া, ২/৯৯।

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"إِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ لَا أُجَرِّبَ بِنَفْسِيْ فَلَا أَدْرِيْ هَلْ يُسَلِّمُنِيْ أَمْ لَا

"আমার মহান রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—আমি যেন নিজেকে পরীক্ষায় না ফেলি; তাই (এখান থেকে লাফ দিলে) তিনি আমাকে নিরাপত্তা দিবেন কি না—আমি জানি না।" '[১]

সরিষার দানা পরিমাণ ইয়াকীন থাকলে মানুষ পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে

[৩৯৪] বাকর ইবনু আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাহাবিগণ একবার তাঁদের নবি-কে হারিয়ে ফেললো। তাঁর খোঁজে বের হয়ে তাঁরা দেখলেন—তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটছেন! তাঁদের কেউ কেউ বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমরা কি আপনার নিকট হেঁটে আসবো?' তিনি বললেন, "نَعَمْ হ্যাঁ।" অতঃপর একজন তাঁর এক পা (পানিতে) রেখে অপর পা ওঠাতে গিয়ে ডুবে গেলো। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

هَاتِ يَدَكَ يَا قَصِيْرَ الْإِيْمَانِ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ أَوْ ذَرَّةٍ مِنَ الْيَقِيْنِ إِذًا لَمَشَى عَلَى الْمَاءِ

"হাত বাড়াও, ওহে অল্প বিশ্বাসী! কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি সরিষার দানা পরিমাণ ইয়াকীন (দৃঢ়বিশ্বাস)[২] থাকে, তাহলে সে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে।" '[৩]

ইবাদত যথাসম্ভব গোপন রাখা উচিত

[৩৯৫] হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَدَّهِنْ لِحْيَتَهُ وَلْيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ

"তোমাদের কেউ সাওম (রোযা) পালন করলে, সে যেন দাড়িতে তেল মাখে এবং ঠোঁটযুগল মুছে রাখে; এমনকি সে বাইরে গেলে লোকেরা (যেন তার

[১] আল-বিদায়া, ২/৮৭।

[২] ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইয়াকীন বলতে যা বুঝিয়েছেন—তা জানার জন্য দেখুন: হাদীস নং ৪০৬। (অনুবাদক)

[৩] আল-বিদায়া, ২/৯৯।

অবস্থা দেখে) বলে—সে সাওম পালন করছে না!" '

মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণের নাম ইহসান

[৩৯৬] শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِنَّ الْإِحْسَانَ لَيْسَ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِنَّمَا تِلْكَ مُكَافَأَةٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَلٰكِنَّ الْإِحْسَانَ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

"যে তোমার সাথে ভালো আচরণ করে, তার সাথে ভালো আচরণ করার নাম 'ইহসান' নয়, এতো নিছক ভালো কাজের প্রতিদান। তবে 'ইহসান' হলো—যে তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তার সাথে ভালো আচরণ করা।" '

ধন্য সে যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তা অনুসরণ করে

[৩৯৭] ইয়াযীদ ইবনু নাআমা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কথা শুনে এক মহিলা বললো—'ধন্য সেই মহিলা যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছেন! ধন্য সেই মহিলা যিনি আপনাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন!' তার দিকে ফিরে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

طُوْبَى لِمَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبَعَ مَا فِيْهِ

"ধন্য সে—যে আল্লাহ'র কিতাব পাঠ করে এবং তা অনুসরণ করে!" '[১]

কিয়ামতের স্মরণ

[৩৯৮] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কিয়ামতের কথা স্মরণ হলেই ঈসা (আলাইহিস সালাম) মহিলাদের ন্যায় চিৎকার করতেন।'[২]

সম্পদের সামনে মাথা নত না করার নির্দেশ

[৩৯৯] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, "أَوْصِنِيْ আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) বলেন, "لَا تَغْضَبْ রাগ কোরো না।" ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "لَا أَسْتَطِيْعُ আমি তো (রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে) পারি না।" ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম)

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

[২] আল-বিদায়া, ২/৯৬।

সালাম) বললেন, “لَا تَقْتُنْ مَالًا সম্পদের সামনে মাথানত কোরো না।” ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “أَمَّا هٰذَا لَعَلَّهُ তবে এটি সম্ভবত (আমি মেনে চলতে পারবো)!”[১]

পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ

[৪০০] মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ أَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْنِيَ عَلٰى مَوْجِ الْبَحْرِ دَارًا

“ওহে হাওয়ারিগণ (সাহাবিগণ)! তোমাদের মধ্যে কে সমুদ্র-তরঙ্গের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে?”তাঁরা বললেন, ‘হে আল্লাহ’র রূহ! এ কাজ আবার কে করতে পারে?’

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّنْيَا فَلَا تَتَّخِذُوْا قَرَارًا

“সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও! দুনিয়াকে স্থায়ী নিবাস বানিও না।”’[২]

যারা জান্নাতে যেতে চায় তাদের জন্য সাধারণ খাবারও অনেক বেশি পাওয়া

[৪০১] ইবনু আমর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ أَكْلَ خُبْزِ الْبُرِّ وَشُرْبَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَنَوْمًا عَلَى الْمَزَابِلِ مَعَ الْكِلَابِ كَثِيْرٌ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَرِثَ الْفِرْدَوْسَ

“আমি তোমাদের সত্যি বলছি! যারা জান্নাতুল ফিরদাউস পেতে চায়, তাদের জন্য গমের রুটি ভক্ষণ, সুমিষ্ট পানি পান এবং কুকুরের সাথে ভাগাড়ে নিদ্রা—এগুলো অনেক বেশি (পাওয়া)।” ’[৩]

আমলবিহীন জ্ঞানের আধিক্য নিছক অহঙ্কার বাড়ায়

[৪০২] আবূ উমার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

[১] আল-বিদায়া, ২/৫৬।
[২] আল-বিদায়া, ২/৯৭।
[৩] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

إِنَّهُ لَيْسَ بِنَافِعِكَ أَنْ تَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَمَّا تَعْمَلُ بِمَا قَدْ عَمِلْتَ إِنَّ كَثْرَةَ الْعِلْمِ لَا تَزِيْدُ إِلَّا كِبْرًا إِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ

“অজানাকে জানা তোমার জন্য কল্যাণদায়ক নয়, যদি না তুমি যা জেনেছো তা অনুযায়ী আমল করো। আমল না করলে, জ্ঞানের আধিক্য নিছক অহঙ্কার বাড়ায়।” ’[১]

সময় ও বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস

[৪০৩] আবূ ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

اَلدَّهْرُ يَدُوْرُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَمْسِ خَلَا وَعَظْتَ بِهِ وَالْيَوْمُ زَادَكَ فِيْهِ وَغَدًا لَا تَدْرِيْ مَا لَكَ فِيْهِ وَالْأُمُوْرُ تَدُوْرُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَمْرٌ بَانَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَأَمْرٌ بَانَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَأَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ

“সময় তিনটি দিনের মধ্যে আবর্তিত হয়: অতীত—যা গত হয়ে গিয়েছে এবং যার ভিত্তিতে তুমি (মানুষকে) উপদেশ দাও; বর্তমান—যেখানে তুমি বাড়তি সময় পাও; এবং ভবিষ্যৎ—যেখানে তোমার জন্য কী আছে তুমি জানো না। আর সকল বিষয় (মূলত) তিন শ্রেণির: (১) যার সত্যতা তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা মেনে চলো; (২) যার ভ্রান্তি তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা পরিহার করো; এবং (৩) যা তোমার কাছে অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক মনে হচ্ছে, তা আল্লাহ’র নিকট ন্যস্ত করো।” ’[২]

তাঁর ব্যক্তিত্ব

[৪০৪] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

“سَلُوْنِيْ فَإِنَّ قَلْبِيْ لَيِّنٌ وَإِنِّيْ صَغِيْرٌ فِيْ نَفْسِيْ তোমরা আমার কাছে চাও; আমার মন অত্যন্ত কোমল, আমি খুবই সাধারণ মানুষ।” ’[৩]

[১] হিল্য়া, ২/৩৭৫।
[২] আল-বিদায়া, ২/৯৯।
[৩] আল-বিদায়া, ২/৯৭।

মহান ব্যক্তির পরিচয়

[৪০৫] সাওর ইবনু ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُسَمّٰى أَوْ يُدْعٰى عَظِيْمًا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ

"যে ব্যক্তি (ওহির জ্ঞান) শেখে, তদানুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে শেখায়—আসমানি রাজত্বে তাঁকে 'মহান' বলে অভিহিত করা হয়।" '[১]

ইয়াকীন কী?

[৪০৬] মু'তামার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা খাদরামি (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'আপনি পানির উপর দিয়ে হাঁটেন কীভাবে?' তিনি বললেন, "بِالْيَقِيْنِ ইয়াকীন (অটল বিশ্বাস)-এর মাধ্যমে।" তারা বললেন, 'ইয়াকীন তো আমাদেরও আছে।' ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"أَرَأَيْتُمُ الْحِجَارَةَ وَالْمَدَرَ وَالذَّهَبَ سَوَاءً عِنْدَكُمْ তোমাদের কাছে কি পাথর, মাটির ঢ্যালা ও স্বর্ণ—এগুলো সমান মনে হয়?"তারা বললো, 'না।'

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "فَإِنَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ سَوَاءٌ এসব আমার কাছে সমান।" '[২]

আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়

[৪০৭] সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ মাকবারি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এসে বললো—'হে কল্যাণের শিক্ষক! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন—যা আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি না; যা আমার উপকারে আসবে, অথচ আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।' ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "مَا هُوَ কী সেটি?" লোকটি বললো, 'বান্দা কীভাবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা'র অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে পারে?' ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

بِيَسِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ تُحِبُّ اللهَ حَقًّا مِنْ قَلْبِكَ وَتَعْمَلُ لَهُ بِكَدُوْدِكَ وَقُوَّتِكَ مَا

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৯।
[২] আল-বিদায়া, ২/৯৬।

اسْتَطَعْتَ وَتَرْحَمُ بَنِيْ جِنْسِكَ بِرَحْمَتِكَ نَفْسَكَ

"বিষয়টি অনেক সহজ। তুমি সত্যিকার অর্থে দিল থেকে আল্লাহ-কে ভালোবাসো; সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে তাঁর জন্য কাজ করো; তোমার জাতির সন্তানদের প্রতি করুণা করো, যেভাবে তুমি তোমার নিজের প্রতি করুণা করে থাকো।" লোকটি বললো, 'হে কল্যাণের শিক্ষক! আমার জাতির সন্তান কারা?'

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ

"আদমের সকল সন্তান।"

(তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম বলতে থাকেন)

وَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتٰى إِلَيْكَ فَلَا تَأْتِهِ إِلٰى غَيْرِكَ فَأَنْتَ تَقِيٌّ لِلّٰهِ حَقًّا

"যা তোমাকে দিলে তুমি পছন্দ করবে না, তা অপরকে দিও না।—এসব করার মাধ্যমে তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ'র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে।" '

ওহির জ্ঞান অন্বেষণকারীদের তত্ত্বাবধান

[৪০৮] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদের জন্য খাবার বানিয়ে তাঁদেরকে ডাকতেন। তারপর তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন,

"هٰكَذَا فَاصْنَعُوْا بِالْقُرَّاءِ আল্লাহ'র কিতাব যাঁরা পাঠ করে—তাঁদের জন্য তোমরাও এরূপ (খাবারের আয়োজন) করো।" '[১]

নবিদের জীবনযাপনের ধরন

[৪০৯] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিগণ ভেড়ার দুধ দোহন করতেন, গাধায় চড়তেন, এবং পশমি বস্ত্র পরিধান করতেন।'

দুনিয়াপ্রীতি ও মুসিবত

[৪১০] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, " بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদের সত্যি বলছি"(ঈসা (আলাইহিস সালাম) "আমি তোমাদের সত্যি বলছি"—এ বাক্যাংশটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন।)

"إِنَّ أَشَدَّكُمْ حُبًّا لِلدُّنْيَا أَشَدُّكُمْ جَزَعًا عَلَى الْمُصِيْبَةِ তোমাদের মধ্যে যার দুনিয়াপ্রীতি বেশি, বিপদ-মুসিবত নিয়ে তারই দুশ্চিন্তা বেশি।"

আল্লাহর ওলি কারা?

[৪১১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাওয়ারিগণ বললেন, 'হে ঈসা! আল্লাহ তাআলা'র বন্ধু কারা—যাঁদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই?' ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

اَلَّذِيْنَ نَظَرُوْا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِيْنَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا وَالَّذِيْنَ نَظَرُوْا إِلَى آجِلِ الدُّنْيَا حِيْنَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى عَاجِلِهَا فَأَمَاتُوْا مِنْهَا مَا يَخْشَوْنَ أَنْ يُمِيْتَهُمْ وَتَرَكُوْا مَا عَلِمُوْا أَنْ سَيَتْرُكُهُمْ فَصَارَ اِسْتِكْثَارُهُمْ مِنْهَا اِسْتِقْلَالًا وَذِكْرُهُمْ إِيَّاهَا فَوَاتًا وَفَرْحُهُمْ بِمَا أَصَابُوْا مِنْهَا حُزْنًا فَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ نَائِلِهَا رَفَضُوْهُ وَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ رِفْعَتِهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَضَعُوْهُ وَخُلِقَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوْا يُجَدِّدُوْنَهَا وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَلَيْسُوْا يَعْمُرُوْنَهَا وَمَاتَتْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلَيْسُوْا يُحْيُوْنَهَا يَهْدِمُوْنَهَا فَيَبْنُوْنَ آخِرَتَهُمْ وَيَبِيْعُوْنَهَا فَيَشْتَرُوْنَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ وَرَفَضُوْهَا فَكَانُوْا فِيْهَا هُمُ الْفَرِحِيْنَ وَنَظَرُوْا إِلَى أَهْلِهَا صَرْعَى قَدْ خَلَتْ فِيْهِمُ الْمَثُلَاتُ وَأَحَبُّوْا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَأَمَاتُوْا ذِكْرَ الْحَيَاةِ يُحِبُّوْنَ اللهَ وَيُحِبُّوْنَ ذِكْرَهُ وَيَسْتَضِيْئُوْنَ بِنُوْرِهِ وَيُضِيْئُوْنَ بِهِ لَهُمْ خَبَرٌ عَجِيْبٌ وَعِنْدَهُمُ الْخَبَرُ الْعَجِيْبُ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوْا وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوْا وَبِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عَلِمُوْا وَلَيْسَ يَرَوْنَ نَائِلًا مَعَ مَا نَالُوْا وَلَا أَمَانًا دُوْنَ مَا يَرْجُوْنَ وَلَا خَوْفًا دُوْنَ مَا يَحْذَرُوْنَ

"(আল্লাহ'র বন্ধু মূলত তাঁরা) যারা দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ রহস্যের দিকে তাকায়, যখন সাধারণ মানুষ তাকায় দুনিয়ার বাহ্যিক খোলসের দিকে; সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যখন দুনিয়ার ত্বরিত ফলাফলের দিকে, তখন তাদের

দৃষ্টি দুনিয়ার শেষ পরিণতির দিকে; ফলে দুনিয়ার যেসব উপকরণ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে বলে তাদের আশঙ্কা—সেগুলোকে তারা নিজেরাই (আগাম) ধ্বংস করে দেয়; দুনিয়ার যেসব উপকরণ তাদেরকে অচিরেই ছেড়ে যাবে বলে তারা জানে—সেগুলোকে তারা নিজেরাই (আগেভাগে) ছেড়ে দেয়। তাই দুনিয়া থেকে বেশিকিছু কামনা করার বদলে তারা অল্পকিছুই কামনা করে; তারা দুনিয়াকে খুব বেশি স্মরণে রাখে না; দুনিয়ার যেটুকু অংশ তারা পেয়েছে—সেটুকুই তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; দুনিয়ার কোনো আনুকূল্য তাদের সামনে আসলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে; দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ আসলে তারা তা (ছুঁড়ে) ফেলে দেয়; তাদের নিকট দুনিয়া একটি সৃষ্ট বস্তু, তাই তারা একে সংস্কার করে না, নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে না। দুনিয়া তাদের অন্তরে মৃত; তারা একে পুনরুজ্জীবিত করে না। তারা দুনিয়া ধ্বংস করে নিজেদের আখিরাত বিনির্মাণ করে; দুনিয়া বিক্রি করে স্থায়ী জিনিস ক্রয় করে। দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এর মধ্যে প্রফুল্ল জীবনযাপন করে। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকজন তাদের চোখে উন্মাদ; তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে (আখিরাতের) কঠিন শাস্তির ভয়; মৃত্যু-চিন্তা তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়; দুনিয়ার স্মরণকে তারা হত্যা করেছে। তারা আল্লাহ-কে ভালোবাসে, আল্লাহ'র স্মরণকে ভালোবাসে; আল্লাহ'র আলো থেকে আলো নিয়ে তারা আলোকিত হয়; তাদের জন্য রয়েছে চমৎকার সংবাদ, এবং তাদের নিকটও রয়েছে চমৎকার সংবাদ। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব টিকে থাকে; তারাও টিকে থাকে আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। এদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব কথা বলে; এরাও কথা বলে আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। এদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব জানা যায়; এদেরকেও জানা যায় আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। দুনিয়া থেকে তারা যা পেয়েছে তাতে তারা কোনো কল্যাণ দেখে না; প্রত্যাশিত বস্তু (অর্থাৎ জান্নাত) ছাড়া আর অন্য কিছুতে তারা নিরাপত্তা দেখতে পায় না। তাদের চোখের সামনে কেবল একটি ভয় (অর্থাৎ জাহান্নাম) বিরাজ করে—যার ব্যাপারে তারা লোকদেরকে সতর্ক করে থাকে।" '

একটি প্রজ্ঞাময় ভাষণ

[৪১২] হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রজ্ঞাময় বক্তব্যের একটি অংশ এ রকম—

تَعْمَلُوْنَ لِلدُّنْيَا وَأَنْتُمْ تُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ لِلْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ

لَا تُرْزَقُوْنَ فِيْهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَيْحَكُمْ عُلَمَاءَ السُّوْءِ الْأَجْرَ تَأْخُذُوْنَ وَالْعَمَلَ تُضِيْعُوْنَ تُوْشِكُوْنَ أَنْ تَخْرُجُوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهَا وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَهَاكُمْ عَنِ الْمَعَاصِيْ كَمَا أَمَرَكُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَنْ دُنْيَاهُ آثَرُ عِنْدَهُ مِنْ آخِرَتِهِ وَهُوَ فِيْ الدُّنْيَا أَفْضَلُ رَغْبَةً كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَسِيْرُهُ إِلَى آخِرَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ وَمَا يَضُرُّهُ أَشْهَى إِلَيْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ وَاحْتَقَرَ مَنْزِلَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنِ اتَّهَمَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيْ إِصَابَتِهِ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ طَلَبَ الْكَلَامَ لِيُحَدِّثَ بِهِ وَلَمْ يَطْلُبْهُ لِيَعْمَلَ بِهِ

"তোমরা দুনিয়ার জন্য কাজ করছো, অথচ এখানে কাজ ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে রিয্‌ক (জীবনোপকরণ) দেওয়া হয়; পক্ষান্তরে তোমরা পরকালের জন্য কাজ করছো না, অথচ সেখানে কাজ ছাড়া কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না। ওহে ভণ্ড আলিমের দল! ধ্বংস তোমাদের! তোমরা বিনিময় গ্রহণ করছো এবং আমল বরবাদ করছো, অথচ দুনিয়া থেকে বেরিয়ে কবরের অন্ধকার ও তার সঙ্কীর্ণতায় তোমাদের ঢোকার সময় অত্যাসন্ন। আল্লাহ তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে সালাত ও সিয়ামের আদেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে পাপ কাজ করতেও তো তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যার কাছে পরকালের তুলনায় দুনিয়া বেশি অগ্রাধিকার পায়, যার আসক্তি দুনিয়ার প্রতিই বেশি? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যার যাত্রাপথ পরকালের দিকে, অথচ মুখ দুনিয়ার দিকে এবং যার কাছে কল্যাণকর বস্তুর তুলনায় ক্ষতিকর বস্তু অধিক লোভনীয়? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে তার জীবনোপকরণকে অপছন্দ করে এবং পদমর্যাদাকে তুচ্ছ মনে করে, অথচ সে জানে এ সবকিছুই আল্লাহ তাআলা'র জ্ঞান ও ক্ষমতার অধীন? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে তার বিপদ-মুসিবতের জন্য আল্লাহ তাআলা-কে দোষারোপ করে? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে কথা শেখে নিছক বাগ্মিতা জাহির করার জন্য, আমল করার জন্য নয়?" '

ইবাদতে পরিতৃপ্তি শয়তানের কুমন্ত্রণার অংশ

[৪১৩] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস

সালাম)-এর সামনে ইবলিস হাজির হলে তিনি দেখতে পান, ইবলিসের কাছে বিভিন্ন প্রাণির হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ফুসফুস। ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"مَا هٰذِهِ الْمَعَالِيْقُ الَّتِيْ أَرَاهَا عَلَيْكَ এসব হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ফুসফুস দিয়ে তুমি কী করো?" ইবলিস বললো, 'এগুলো দিয়ে আমি আদম সন্তানদের মধ্যে লালসা ও কামনা জাগিয়ে দেই।'

ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) বললেন, "هَلْ لِيْ فِيْهَا شَيْءٌ এখানে আমার জন্য কিছু আছে কি?" ইবলিস বললো, 'না।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "فَهَلْ تُصِيْبُ مِنِّيْ شَيْئًا তুমি কি আমার কোনো ক্ষতি করো?" সে বললো, 'কখনো কখনো আপনি (ইবাদত করে) পরিতৃপ্ত হয়ে যান। তখন আমি আপনার জন্য সালাত ও যিক্‌র ভারী করে দেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "هَلْ غَيْرُ ذَا অন্য কিছু?" সে বললো, 'না।'

ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) বললেন, "لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا أَشْبَعُ أَبَدًا আল্লাহ'র কসম! আমি আর কিছুতেই (ইবাদত করে) পরিতৃপ্ত হবো না।"[১]

ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানে গৃহীত কর্মকৌশল

[৪১৪] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো—যে ব্যভিচার করেছে। তিনি জনতাকে নির্দেশ দিলেন ব্যভিচারীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে, তবে তাদেরকে বললেন,

"لَا يَرْجُمْهُ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَهُ যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে এ আসামির কাজ (অর্থাৎ ব্যভিচার) করেছে—সে যেন তাকে পাথর না মারে।"

এ কথা শুনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা বাদে অন্যরা নিজেদের হাত থেকে পাথর ফেলে দেয়!'

খেলাধুলার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি

[৪১৫] মা'মার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কতিপয় বালক

---

[১] হিল্‌ইয়া, ২/৩২৮।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম)-কে বলে—আমাদেরকে নিয়ে চলুন, আমরা খেলাধুলা করবো। তিনি বলেন, "وَلِلَّعِبِ خُلِقْنَا খেলাধুলার জন্য কি আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) এর প্রশংসা

[৪১৬] ইয়াহ্ইয়া ইবনু জা'দা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمْ يَهُمَّ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بِخَطِيئَةٍ وَلَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ اِمْرَأَةٌ

"ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) কখনো কোনো পাপের ইচ্ছা পোষণ করেননি; কোনো নারীর চিন্তাও তাঁর মনে স্থান পায়নি।" '[১]

গুরাবা বা অচিন লোক কারা?

[৪১৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা'র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো 'আল-গুরাবা (অচিন লোকের দল)'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'গুরাবা' বা অচিন লোক কারা? তিনি বললেন, 'যাঁরা দ্বীন সাথে নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিয়ামতের দিন তাঁদেরকে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে জড়ো করা হবে।' '[২]

(তুলনীয়: বুখারি, সহীহ, অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ১৯)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে অপদস্থ হতে হবে

[৪১৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

إِجْعَلْنِي مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ وَاجْعَلْنِي ذُخْرًا لِمَعَادِكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ وَلَا تَوَلَّ غَيْرِي فَأَخْذُلَكَ

"তুমি নিজেকে নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত থাকো—সেই ব্যস্ততার জায়গায় আমাকে রাখো, আর কিয়ামত দিনের জন্য আমাকে তোমার ধন-ভান্ডার হিসেবে গ্রহণ করো। আমার উপর ভরসা করো, আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না, অন্যথায় আমি তোমাকে

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২০৯; আল-ফাতহুর রব্বানি, ২০/১২৭; আল-বিদায়া, ২/৫৫।

[২] আল-বিদায়া, ২/৯৬।

অপদস্থ করবো।" '[১]

দুনিয়ার সম্পদ বাঁধভাঙা প্লাবনের মুখে গৃহনির্মাণের ন্যায়

[৪১৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِنِّي أَكْبَبْتُ الدُّنْيَا عَلَى وَجْهِهَا وَقَعَدْتُ عَلَى ظَهْرِهَا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ يَمُوتُ وَلَا بَيْتٌ فَيَخْرُبُ

"আমি দুনিয়াকে উপুড় করে ফেলে তার পিঠের উপর বসে আছি। আমার কোনো সন্তান নেই—যে মারা যাবে; কোনো ঘরও নেই—যা ধ্বংস হয়ে যাবে!" তারা বললো, 'আপনি কি নিজের জন্য কোনো ঘর বানাবেন না?' তিনি বললেন,

"اِبْنُوا لِي عَلَى طَرِيقِ السَّيْلِ بَيْتًا বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনের মুখে আমার জন্য একটি ঘর বানাও।" তারা বললো, 'এটি তো টিকবে না।' তারা জিজ্ঞাসা করলো—'বিয়ে করবেন না?'

তিনি বললেন, "مَا أَصْنَعُ بِزَوْجَةٍ تَمُوتُ মরণশীল স্ত্রী দিয়ে আমি কী করবো?"[২]

দুনিয়াপ্রীতি পাপের মূল

[৪২০] জাফার ইবনু জিরফাস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

رَأْسُ الْخَطِيئَةِ حُبُّ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ وَالْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

"দুনিয়াপ্রীতি হলো পাপের মূল; নারী হলো শয়তানের ফাঁদ; আর মদ হলো সকল অনিষ্টের চাবি।" '[৩]

সম্পদের দেখভাল মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে

[৪২১] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

[১] ইবনু কুতাইবা, উয়ূনুল আখবার, ২/২৬৭; আল-বিদায়া, ২/৮৬।

[২] হিলইয়া, ২/৩৮২।

[৩] আল-বিদায়া, ২/৯৭।

"حُبُّ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَالْمَالُ فِيهِ دَاءٌ كَثِيرٌ সকল পাপের মূলে রয়েছে দুনিয়া-প্রীতি; আর সম্পদ—এর মধ্যে তো রয়েছে বিপুল রোগ।" তারা জিজ্ঞাসা করলো, 'সম্পদের রোগ কী?'

তিনি বললেন, "لَا يَسْلَمُ صَاحِبُهُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ সম্পদশালী ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কার থেকে নিরাপদ থাকে না।" তারা বললো, 'যদি সে (কোনোরকমে) নিরাপদ থাকে?'

তিনি বললেন, "يُشْغِلُهُ إِصْلَاحُهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى (তবুও) সম্পদের দেখভাল তাকে আল্লাহ তাআলা'র স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখবে।" '

ধনী লোকের জান্নাতে প্রবেশ করার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা অধিক সহজ

[৪২২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ أَكْنَافَ السَّمَاءِ لَخَالِيَةٌ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَدُخُوْلُ جَمَلٍ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ أَيْسَرُ مِنْ دُخُوْلِ غَنِيٍّ الْجَنَّةَ

"আমি তোমাদের সত্যি বলছি—আসমানি রাজত্বে ধনীরা নেই; ধনী লোকের জান্নাতে প্রবেশ করার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা অধিক সহজ।"'

দুনিয়াপাগল লোকদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও

[৪২৩] ইবনু হাওশাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

كَمَا تَرَكَ لَكُمُ الْمُلُوْكُ الْحِكْمَةَ فَدَعُوْا لَهُمُ الدُّنْيَا

"রাজক্ষমতার অধিকারী লোকজন যেভাবে 'হিকমাহ (ওহির প্রজ্ঞাময় কথা)' তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে, তোমরাও তাদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও।" '[১]

আকাশ থেকে খাবার নাযিল

[৪২৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, '(ঈসা

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৭।

আলাইহিস সালাম-এর দুআর প্রেক্ষিতে আকাশ থেকে) খাবার নাযিল হয়েছিল; তাতে ছিল যবের রুটি ও মাছ।'[১]

নিকৃষ্ট কারা?

[৪২৬] ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ لَا تُلْقُوْا اللُّؤْلُؤَ لِلْخِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ لَا يَصْنَعُ بِهِ شَيْئًا وَلَا تُعْطُوْا الْحِكْمَةَ مَنْ لَا يُرِيْدُهَا فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَحْسَنُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَمَنْ لَا يُرِيْدُهَا أَشَرُّ مِنَ الْخِنْزِيْرِ

"ওহে হাওয়ারিগণ! শুয়োরকে মুক্তা দিও না, কারণ সে মুক্তা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ওহির প্রজ্ঞাময় কথাও এমন কাউকে দিও না—যে নিতে চায় না, কারণ ওহির প্রজ্ঞাময় কথা মুক্তার চেয়ে অধিক উত্তম; আর যে তা নিতে চায় না—সে শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট।" '[২]

ওহির জ্ঞানসমৃদ্ধ লোকদেরকে লবণের সাথে তুলনা

[৪২৭] সুফইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) (আসমানি কিতাব) পাঠকারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا مِلْحَ الْأَرْضِ لَا تَفْسُدُوْا فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ إِنَّمَا يُصْلِحُهُ الْمِلْحُ وَإِنَّ الْمِلْحَ إِذَا فَسَدَ لَمْ يُصْلِحْهُ شَيْءٌ

"ওহে দুনিয়ার লবণ(তুল্য লোকজন)! তোমরা নষ্ট হয়ো না; কারণ কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে লবণ তা ঠিক করে দেয়, কিন্তু লবণ নষ্ট হয়ে গেলে কোনো কিছু দিয়ে তা আর ঠিক করা যায় না।" '[৩]

মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হতে চাইলে যা করণীয়

[৪২৮] মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَكُوْنُوْا أَصْفِيَاءَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُوْرَ بَنِيْ آدَمَ مِنْ خَلْقِهِ فَاعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكُمْ وَعُوْدُوْا مَنْ لَا يَعُوْدُكُمْ وَأَحْسِنُوْا إِلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ إِلَيْكُمْ

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৫।
[২] আল-বিদায়া, ২/৯৯–১০০।
[৩] আল-বিদায়া, ২/১০০।

وَأَقْرِضُوْا مَنْ لَا يَجْزِيْكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহ তাআলা'র সবচেয়ে কাছের বন্ধু এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে আদম-সন্তানদের জন্য আলোকবর্তিকা হতে চাও, তাহলে যারা তোমাদের উপর জুলুম করে, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও; যারা তোমাদের সেবা করে না, তাদের সেবা করো; যারা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; এবং যারা ফেরত দেয় না, তাদেরকে ঋণ দাও।" '

দু গালে থাপ্পড় খেয়ে আল্লাহর নিকট দুআ

[৪২৯] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শিক্ষকদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) একটি উঁচু পাহাড়ি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাথে হাওয়ারিদের একজন। পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁদেরকে থামিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং বলে, 'আমি তোমাদের উভয়কে একটা করে থাপ্পড় না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে যেতে দিবো না।' তাঁরা তাকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড়। পরিশেষে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَمَا خَدِّيْ فَالْطِمْهُ এই যে আমার গাল, থাপ্পড় মারো।" সে থাপ্পড় মেরে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলো। এবার সে হাওয়ারিকে বলে, 'একটা থাপ্পড় না দিয়ে তোমাকে যেতে দিবো না।' কিন্তু হাওয়ারি মানতে নারাজ। এ অবস্থা দেখে ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অপর গাল পেতে দেন। লোকটি তাঁকে থাপ্পড় মেরে উভয়ের রাস্তা খুলে দেয়। ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا لَكَ رِضًى فَبَلَغَنِيْ رِضَاكَ وَإِنْ كَانَ سَخَطًا فَإِنَّكَ أَوْلَى بِالْغَيْرَةِ

"হে আল্লাহ! এটি যদি তোমার কাছে সন্তোষজনক হয়ে থাকে, তাহলে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাছে পৌঁছে গেছে; আর যদি অসন্তোষজনক হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তো সর্বাধিক আত্মমর্যাদাশীল।"

দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের জন্য তেতো

[৪৩০] আবদুল্লাহ ইবনু দীনার বাহরানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِخُبْزِ الشَّعِيْرِ وَاخْرُجُوْا مِنَ الدُّنْيَا سَالِمِيْنَ آمِنِيْنَ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ

إِنَّ شَرَّكُمْ عَمَلًا عَالِمٌ يُحِبُّ الدُّنْيَا فَيُؤْثِرُهَا عَلَى عَمَلِهِ إِنَّهُ لَوْ يَسْتَطِيْعُ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِيْ عَمَلِهِ مِثْلَهُ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَارَةَ فِي الدُّنْيَا حَلَاوَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

"তোমরা যবের রুটি খাও এবং দুনিয়া থেকে সহি-সালামতে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট হলো সেই জ্ঞানী—যে দুনিয়াকে ভালোবাসে এবং (পরকালীন) কাজের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়; সম্ভব হলে তো সে দুনিয়ার সকল মানুষকে কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে তার মতো বানিয়ে ছাড়তো! আমি তোমাদের সত্যি বলছি—দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের জন্য তেতো, আর দুনিয়াতে যা তেতো পরকালে তা সুমিষ্ট। আল্লাহ'র (প্রিয়) বান্দারা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে থাকে না।" '[১]

দ্বীনের কথা বলা উচিত মানুষকে শেখানোর জন্য, চমকে দেওয়ার জন্য নয়

[৪৩১] সুফইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

"إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ لِتَعْلَمُوْا وَلَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ لِتَعْجَبُوْا আমি কথা বলছি তোমাদের শেখার জন্য, চমকে দেয়ার জন্য নয়।" '

পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ

[৪৩২] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মাসীহ ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَيْسَ كَمَا أُرِيْدُ وَلٰكِنْ كَمَا تُرِيْدُ وَلَيْسَ كَمَا أَشَاءُ وَلٰكِنْ كَمَا تَشَاءُ

"আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক; আমার চাওয়া নয়, তোমার চাওয়াই কার্যকর হোক।" '

মিসকীন বলা হলে তিনি খুশি হতেন

[৪৩৩] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে যতো উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সেসবের মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় উপাধি ছিল 'মিসকীন'।

---

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৭।

মানুষ সৎ না হলে মাসজিদের চাকচিক্য জাতির কোনো উপকারে আসে না

[৪৩৪] ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাওয়ারিগণ বললেন, 'হে আল্লাহ'র মাসীহ! দেখুন, বাইতুল্লাহ (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস)-কে কতো সুন্দর লাগছে!' তিনি বললেন,

آمِيْنَ آمِيْنَ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْ هٰذَا الْمَسْجِدِ حَجَرًا قَائِمًا عَلٰى حَجَرٍ إِلَّا أَهْلَكَهُ بِذُنُوْبِ أَهْلِهِ إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْفِضَّةِ وَلَا بِهٰذِهِ الْحِجَارَةِ شَيْئًا إِنَّ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْهَا الْقُلُوْبُ الصَّالِحَةُ بِهَا يَعْمُرُ اللهُ الْأَرْضَ وَبِهَا يُخَرِّبُ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ

"তাই হোক! তাই হোক! আমি তোমাদের সত্যি বলছি—আল্লাহ এ মাসজিদের একটি পাথরকে অপর পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেন না; অধিবাসীদের পাপের দরুন তিনি এগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন। আল্লাহ'র নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য ও এসব পাথরের কোনো গুরুত্ব নেই; তাঁর নিকট এগুলোর চেয়ে অধিক প্রিয় হলো—ন্যায়পরায়ণ আত্মা, যার মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীকে আবাদ ও সংস্কার করেন; আর আত্মা যদি ন্যায়পরায়ণ না হয়, এর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করেন।" '[১]

শয়তান কোথায় থাকে?

[৪৩৫] আবূ হালিস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الدُّنْيَا وَمَكْرُهُ مَعَ الْمَالِ وَتَزْيِيْنُهُ عِنْدَ الْهَوٰى وَاسْتِكْمَالُهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ

"দুনিয়া যেখানে, শয়তান সেখানে; তার ষড়যন্ত্র ধন-সম্পদকে ঘিরে; প্রবৃত্তির নিকট ধন-সম্পদকে সুশোভিত করে দেখানো তার কাজ; আর তার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে লালসা চরিতার্থ করানোর মাধ্যমে।" '[২]

দুনিয়া বর্জন করে নিজেদের (রহস্য) অনুসন্ধান করো

[৪৩৬] মুহাজির ইবনু হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৯।
[২] আল-বিদায়া, ২/৯৮।

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ لَا تَطْلُبُوْا الدُّنْيَا بِهَلَكَةِ أَنْفُسِكُمْ وَاطْلُبُوْا أَنْفُسَكُمْ بِتَرْكِ مَا فِيْهِ عُرَاةً جِئْتُمْ وَعُرَاةً تَذْهَبُوْنَ وَلَا تَطْلُبُوْا رِزْقَ مَا فِيْ غَدٍ كَفٰى الْيَوْمَ بِمَا فِيْهِ وَغَدًا يَدْخُلُ بِشُغْلِهِ وَاسْأَلُوْا اللهَ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَكُمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ

"ওহে হাওয়ারিগণ! নিজেদেরকে ধ্বংস করে দুনিয়া তালাশ কোরো না; বরং দুনিয়া বর্জন করে নিজেদের (রহস্য) অনুসন্ধান করো। খালি গায়ে এসেছো, আবার খালি গায়ে চলে যেতে হবে। আগামীকালের রিয্ক (আজকে) অনুসন্ধান কোরো না; আজকে যা আছে তা দিয়ে আজকের দিনটি চলে যাবে; আগামীকাল আসবে তার নিজস্ব ব্যস্ততা নিয়ে। আল্লাহ'র নিকট তোমরা চাও—তিনি যেন তোমাদেরকে প্রতিদিনের রিয্ক প্রতিদিন ব্যবস্থা করে দেন।" '

মানুষ তার আমলের সাথে বন্ধক

[৪৩৭] জাফার ইবনু বুরকান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ وَلَا فَقِيْرَ أَفْقَرُ مِنِّيْ

"হে আল্লাহ! আমি আমার আমলের সাথে বন্দী/বন্ধক অবস্থায় সকাল শুরু করলাম; কোনো ফকির-ই আমার চেয়ে অধিক নিঃস্ব নয়।" ' (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩৮)

একটি বিশেষ দুআ

[৪৩৮] জাফার খূরি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيْعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُوْ وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ فَلَا فَقِيْرَ أَفْقَرُ مِنِّيْ لَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوِّيْ وَلَا تَسُؤْ بِيْ صَدِيْقِيْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِيْ

"হে আল্লাহ! আমি এমন অবস্থায় সকাল শুরু করলাম, আমি যা অপছন্দ করি তা প্রতিহত করতে পারছি না; যে কল্যাণ আমি চাই, তা আমার আয়ত্তে নেই; পুরো বিষয়টি অন্যের হাতে চলে গিয়েছে। আমি আমার আমলের সাথে

বন্দী/বন্ধক অবস্থায় সকাল শুরু করলাম; কোনো ফকির-ই আমার চেয়ে অধিক নিঃস্ব নয়। আমাকে আমার শত্রুর হাসির খোরাক বানিও না; আমার দ্বারা আমার বন্ধুকে নিন্দিত কোরো না; আমার দ্বীন পালনে কোনো বিপদ-মুসিবত রেখো না; এবং আমার প্রতি দয়া দেখাবে না—এমন কাউকে আমার উপর চাপিয়ে দিও না।" '[১]

[১] আল-বিদায়া, ২/৯৬।

আমার অনুভূতি

আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবটির মাধ্যমে
অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করার সৌভাগ্য আল্লাহ-তাআলা
তাঁর গোলাম কে দিয়েছেন, আমার ইচ্ছে
এর প্রতিটি জ্ঞানের প্রতিফল-বাস্তবায়ন করা।
আল্লাহ-তাআলা আমাকে তৌফিক দান
করুন।
— আমিন

— জাহিদুল আলম

সবচাইতে ভালো লাগার মধ্যে ৪৩৭ নং
হাদীসের ন্যায় একাধিক হাদিসের মত আল্লাহ
তুমি আমাকে কবুল করিও।
ইতি
তোমার গোনাহগার বান্দা
আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন

আমার অনুভূতি

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

	বই	লেখক
০১	রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০২	সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৩	তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৪	সীরাতুন নবি ﷺ -১	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৫	সীরাতুন নবি ﷺ -২	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৬	সীরাতুন নবি ﷺ -৩	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৭	সীরাতুন নবি ﷺ -৪	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৮	মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﵀
০৯	আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ﵀
১০	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া ﵀
১১	জীবিকার খোঁজে	ইমাম মুহাম্মাদ ﵀
১২	বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া	শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﵀
১৩	মুমিনের পাথেয়	ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀
১৪	সবার উপরে ঈমান	শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	হাদীসের পরিচয়	ইমাম নববি ﷺ
০২	সহজ আমল অধিক নেকি	ইমাম ইবনুল জাওযী ﷺ
০৩	আমপারা (অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা)	অনুবাদ : শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী
০৪	দুআ	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৫	মুসলিমের সুরক্ষা [হিসনুল মুসলিম]	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৬	রুক্ইয়া	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৭	সময়কে কাজে লাগান	ইবনু রজব হাম্বালি ﷺ
০৮	ইসলাম ও জ্ঞান	ইবনু আব্দিল বার্ ﷺ
০৯	মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ
১০	ইসলাম ও কলম	খতীব বাগদাদি ﷺ

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।" '

[রাসূলের চোখে দুনিয়া, হাদীস নং ১৪৬]

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তারপর হিফযুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী তিনি। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের কালজয়ী গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে তিনি ফ্রেন্স, জার্মান এবং ল্যাটিন ভাষা শিক্ষায় নিরত। তার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : *রাসূলের চোখে দুনিয়া, সীরাতুন নবি ﷺ*-১, ২, ৩, *জীবিকার খোঁজে, মৃত্যু থেকে কিয়ামাত, আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া।*

এ ছাড়াও কুরআনের বাংলা অনুবাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, নবি ﷺ থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের অনুবাদ নিয়ে *হাদীস সমগ্র* , বিশদ ব্যাখ্যা ও বিপুল পরিমাণ আয়াত-হাদীস-প্রাচীন আরবি কবিতার উদাহরণ-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ *আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান* এবং সীরাতের ক্রমধারা অনুযায়ী একটি বৃহদায়তন তাফসীর-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তার কাজে বারাকাহ দান করুন। আমীন।

মাকতাবাতুল বায়ান